বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

www.rthd.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

০৭ অক্টোবর ২০১৯

প্রকাশক

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

নির্দেশনায়

মো: নজরুল ইসলাম

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সার্বিক তত্ত্বাবধান

জনাব শিশির কুমার রায়

অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সম্পাদনা কমিটি

১. জনাব তসলিমা কানিজ নাহিদা, যুগ্মসচিব

২. জনাব জেসমিন নাহার, উপসচিব

৩. জনাব মো: মাহবুবের রহমান, উপপ্রধান

৪. ডা. সৈয়দা সালমা বেগম, উপসচিব

৫. জনাব সুলতানা ইয়াসমীন, উপসচিব

৬. জনাব সালমা আক্তার খুকী, উপসচিব

স্বত্ব: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (আরটিএইচডি)	০৫
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)	৩২
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	১৪৯
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)	১৫৬
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)	১৬৫
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)	১৯১

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

রূপকল্প

টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক এবং নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য অর্জন ,জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগ ৮টি অনুবিভাগ, ১৭টি অধিশাখা ও ৪৩টি শাখা/ইউনিট সমন্বয়ে গঠিত।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন ৫টি দপ্তর/ সংস্থা রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)
- ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৯৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৯,৮০২.৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দের বিপরীতে মোট ব্যয় ১৯৭৫৬.৮৮ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৭৭ শতাংশ। একই অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জিওবি অর্থায়নে ১৬৫টি, বৈদেশিক সহায়তায় ১৭টি ও কারিগরি সহায়তায় ১৩টিসহ মোট ১৯৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। একই সময়ে ৩২টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ৫৬টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সুশাসন

সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের হয়রানি হ্রাস, উন্নত সেবা প্রদান ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যবিধিমালা ১৯৯৬, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এবং সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি বিষয়ই নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাসময়ে উপস্থাপন করা হয়। যে কোনো নথিতে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এর আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদানের চর্চা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গণশুনানী

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণের উপস্থিতিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণশুনানী পরিচালিত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সভাপতিত্বে ০৫টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সভাপতিত্বে গণশুনানী

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বাস্তবায়ন হার ৯৮%। আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বাস্তবায়ন হার যথাক্রমে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড ১০০%, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ ৯৯.৭৫%, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ৯৭.৫০%, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ ৯০% এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন ৮০.০১%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ, অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠান, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন, নিয়মিত গণশুনানী অনুষ্ঠান এবং Highway Act (সংশোধন)-২০১৮ খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পর্যালোচনা কমিটিতে প্রেরণ ও ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা ২০১৮ চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য এ বিভাগের ০৩ জন কর্মচারিকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে Grievance Redress System (GRS) লিংকে যে কোনো ব্যক্তি এ বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিনস্ত দপ্তর/সংস্থার কর্মকাণ্ডের ওপর অভিযোগ উত্থাপন ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৬৫টি অভিযোগ ও পরামর্শ পাওয়া যায়। ৬৫টি অভিযোগ ও পরামর্শের মধ্যে ৬৫টি অভিযোগ ও পরামর্শেরই জবাব দেয়া হয়েছে বা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার শতভাগ। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এ বিভাগে সরাসরি দাখিলকৃত লিখিত অভিযোগও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়।

তথ্য অধিকার

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে Right to Information (RTI) নামে একটি সেবাবক্স রয়েছে। তথ্যের জন্য যে কোনো আবেদন তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জনসাধারণের নিকট থেকে প্রাপ্ত আবেদনের শতভাগ তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

অডিট

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে এ বিভাগের ত্রি-পক্ষীয় অডিট টিম কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অডিট টিম কর্তৃক ৪৭টি ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হয়। ৮৯৩টি অগ্রিম আপত্তির ব্রডশিট জবাব পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও ফাপাড এ প্রেরণ করা হয়। ৩০৪টি অডিট আপত্তি পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও ফাপাড কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়।

উন্নয়ন মেলা

সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন পদক্ষেপের বিষয়ে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে সরকার ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ আয়োজন করে। ৪-৬ অক্টোবর ২০১৮ সময়ে ৪র্থ 'জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮' এর আয়োজন করা হয়। মেলায় এ বিভাগের অধিনস্ত অংশগ্রহণকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ১১টি জেলায় ১ম স্থান, ১৯টি জেলায় ২য় স্থান এবং ৭টি জেলায় ৩য় স্থান অর্জন করে পুরস্কৃত হয়।

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা, ২০১৮-এর স্টল পরিদর্শনে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

বিআরটিএ সেবা কেন্দ্র

বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭ নম্বর ভবনের নীচতলায় ৭ ও ৮ নম্বর কক্ষে বিআরটিএ সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সেবা কেন্দ্র থেকে সপ্তাহে দু'দিন রবিবার ও মঙ্গলবার গাড়ির প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাগণের গাড়ি এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত গাড়ি/মোটর সাইকেলের ফিটনেস সংক্রান্ত সেবা দেয়া হয়ে থাকে।

পেনশন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার সকল গ্রেডের কর্মচারিদের মধ্যে যাঁরা অবসরে যাচ্ছেন তাঁদের পেনশন কেইস দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা হয়। অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসসমূহ মাসিক সমন্বয় সভায় পরিবীক্ষণ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে এ বিভাগ কর্তৃক ৪১ জন কর্মচারির অনুকূলে পেনশন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত কোনো পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই।

নথি বিনষ্টকরণ

সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণিবিন্যাস ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাছাই করে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে গ ও ঘ শ্রেণির ১১৩টি নথি বিনষ্ট করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

শূন্যপদ পূরণ ও পদোন্নতি:

এ বিভাগের বিদ্যমান ও নতুন সৃজিত ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮ ও ২০তম গ্রেডের কর্মচারিদের ৩৫টি শূন্যপদে নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১১-১৬তম গ্রেডের ৭ জন কর্মচারিকে ১০ম গ্রেডে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রণীত সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ২০১৬ অনুযায়ী এ বিভাগের সকল গ্রেডের কর্মচারিদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮,৪০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১,৪০১ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যা লক্ষ্যমাত্রার ৩৫.৭২ শতাংশ বেশি। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে এ বিভাগের ১০ম - ২০তম গ্রেডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ৩টি ব্যাচে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট-এ ৫ দিনব্যাপী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ম - ২০তম (২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ শীর্ষক প্রশিক্ষণ এবং Annual Performance Agreement (APA) and APAMS, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) শীর্ষক ওয়ার্কশপ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার সম্পর্কে অবহিতকরণ শীর্ষক ওয়ার্কশপ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

মনিটরিং

জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম এবং মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অভ্যন্তরিণ মনিটরিং ব্যবস্থার পাশাপশি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও সওজ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে গঠিত ২১টি মনিটরিং টিম কাজ করে যাচ্ছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০৭ জন অতিরিক্ত সচিব, ০২ জন যুগ্মসচিব, ২১টি মনিটরিং টিম ও ৬৫টি সড়ক বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের জন্য দায়িত্ব পালন করছেন। মনিটরিং টিমের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে মহাসড়কের উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়ে থাকে। এ টিম দেশের জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কসমূহে নির্বিঘ্নে যান চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ও পিএমপি কর্মসূচিভুক্ত কাজের গুণগতমান ও অগ্রগতি মনিটরিং করে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে ঘরমুখো মানুষের মহাসড়কে যাতায়াত নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক করার নিমিত্ত এ বিভাগে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়ে থাকে। এ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের সমন্বয়ে দিন-রাত ২৪ ঘন্টা প্রায় ২ সপ্তাহব্যাপী নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কার্যক্রম তদারকি এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। এর ফলে ধর্মীয় উৎসবে নাড়ীর টানে ঘরে ফেরা মানুষ স্বচ্ছন্দে ও আনন্দঘন পরিবেশে এবং নিরাপদে গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পারেন। এছাড়া বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগকালীণ সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলে মহাসড়কসমূহ সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর আওতায় রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy)

সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সাথে সড়ক নেটওয়ার্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বহুমাত্রিক পরিবহন ব্যবস্থা স্থাপনে এ বিভাগের দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে। ইতোমধ্যে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ করা হয়েছে। সুনীল অর্থনীতির কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট শীতলক্ষ্যা, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও, চট্টগ্রাম থেকে কক্সাবাজার পর্যন্ত মহাসড়কে অবস্থিত সেতু ও কালভার্টসমূহ ৪-লেন প্রশস্ততায় নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়িতে সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, পটুয়াখালী জেলায় বগা নদীর ওপর ৯ম বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সেতু, পায়রা বন্দর সংযোগ সড়কসহ ফরিদপুর (ভাঙ্গা)-বরিশাল-কায়াকাটা সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা মহাসড়কে পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হবে। সমুদ্রবন্দর, নদীবন্দর ও ড্রাইপোর্টসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে জাতীয় মহাসড়কসমূহের সঙ্গে সংযোগকারী সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কৌশলগত পরিকল্পনা এ বিভাগের রয়েছে। সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ব্লু-ইকোনমি সেল কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রমে এ বিভাগ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে এ বিভাগের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নির্ধারণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা

আইন

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮

The Motor Vehicle Ordinance 1983 এর স্থলে আধুনিক ও যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনটি ৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৯

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর প্রয়োজনীয় সংশোধণসহ হালনাগাদক্রমে বাংলা ভাষায় রুপান্তর করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

মহাসড়ক আইন, ২০১৯

ঔপনিবেশিক আমল থেকে The Highway Act 1925 (Bengal Act-iii of 1925) মহাসড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নীতকরণের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে The Highway Act 1925 এর স্থলে প্রয়োজনীয় বিধান সন্নিবেশিত করে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী “মহাসড়ক আইন, ২০১৯” বাংলায় প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চূড়ান্তকৃত খসড়া আইন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

নীতিমালা

মহাসড়ক ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা- ২০১৯

সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ যাচাই-বাছাইপূর্বক খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিধিমালা

সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় প্রণয়নাধীন বিধিমালা

সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮-এর আওতায় নিম্নবর্ণিত খসড়া বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রস্তুত করা হয়েছে:

১. সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৯
২. ট্রাষ্টি বোর্ডের সভা, ব্যবস্থাপনা অন্যান্য বিধিমালা, ২০১৯
৩. ট্রাষ্টি বোর্ডের তহবিল (পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৯
৪. ট্রাষ্টি বোর্ড চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৯

উপর্যুক্ত ৩টি বিধিমালা ও ১টি প্রবিধানমালার আইনগত দিকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত একটি কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।

ডিটিসিএ'র কর্মচারি চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৯

ডিটিসিএ এর কর্মচারি চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৯ ভেটিংসহ এস.আর.ও জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরাপদ সড়ক দিবস

দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২২ অক্টোবরকে নিরাপদ সড়ক দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)'র উদ্যোগে সারাদেশে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৮ উদযাপনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৮ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

অনুদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান

২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বিভাগের নিম্নোক্ত ০৩ জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে এককালীন আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন:

ক) জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
খ) জনাব মোঃ শফিকুল আলম, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
গ) জনাব মোঃ আয়নুল হক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

মাননীয় মন্ত্রীর অনুদান

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে ৫৯টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা এবং ৭৫ জন ব্যক্তির অনুকূলে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল কার্যক্রম

সরকারি সেবাসমূহ সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী এবং সহজতর পদ্ধতিতে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির লক্ষ্য। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এ লক্ষ্য অর্জনে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম অনুশীলনে উৎসাহ ও সমর্থনের মাধ্যমে কর্মপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে। এ বিভাগের ডিজিটাল কার্যক্রমসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হল:

ওয়েবসাইট

এ বিভাগের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd) রয়েছে, যা জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়। ওয়েবসাইটে এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ, বিদেশ ভ্রমণের জি.ও, বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প এবং মেগা প্রকল্পসহ সকল প্রকল্পের তথ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। এর মাধ্যমে অনলাইনে এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলে জানতে পারেন এবং মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। GRS, NIS, RTI, APA, SDG, OGD, Ease of Doing Business, Blue Economy ও Innovation Team এর তথ্যাদিও ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে। এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার আইন, নীতিমালা, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, গাইডলাইনস্, বিভিন্ন প্রকাশনা ইত্যাদি সহজে প্রাপ্তির সুবিধার্থে এ বিভাগের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইটে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-এর দৈনিক ও মাসিক কর্মসূচি এবং ভ্রমণসূচি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নতুন প্রণীত আইন, নীতিমালা এবং বিধিমালার ওপর জনগণের মতামত সরাসরি অনলাইনে গ্রহণ করা হয়। ওয়েবসাইটে এ বিভাগের ফেসবুক পেইজ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত ভিডিও লিঙ্ক রয়েছে যেখানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সম্পর্কিত ছবি ও ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে।

ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd)

ডিজিটাল হাজিরা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সকল গ্রেডের কর্মচারিকে নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে এ বিভাগে ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে বায়োমেট্রিক এটেনডেন্স ডিভাইসে আঙুলের ছাপ প্রদান অথবা ফেস রিকগনিশনের মাধ্যমে প্রতিদিনের উপস্থিতি প্রদান করা যায়। সকল কর্মচারির প্রতিদিনের উপস্থিতির রেকর্ড এ মেশিনে সংরক্ষিত থাকে। এতে কর্মচারিদের অফিসে নিয়মিত অথবা বিলম্বে উপস্থিতি সহজেই জানা যাচ্ছে। বিষয়টি মাসিক সভায় প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা হচ্ছে।

অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা

দেশব্যাপী এ বিভাগের অধিনস্ত দপ্তর/সংস্থার মূল্যবান ভূসম্পত্তির সঠিক পরিমাপ এবং সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অনলাইন ভুমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে এ ওয়েববেইজড সিস্টেমের মাধ্যমে সারা দেশের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল সড়ক বিভাগের মৌজাভিত্তিক জমির তথ্য, মহাসড়ক ও স্থাপনাভিত্তিক রেকর্ড সন্নিবেশ করা আছে। এছাড়া পরিদর্শন বাংলো, কটেজ, রিসোর্ট, পিকনিক স্পট, পেট্রোল পাম্প, সিএনজি স্টেশন, ইজারা প্রদত্ত ভূমি ইত্যাদির তথ্য সংযোজন ও নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। সড়ক বিভাগভিত্তিক মহাসড়কের জমির পরিমান এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সহজেই পরিমাপ করা যাচ্ছে। সড়ক বিভাগের ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ও রিপোর্ট এ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে সহজেই পাওয়া যাচ্ছে।

অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা

অনলাইন অডিট ব্যবস্থাপনা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিদ্যমান অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংখ্যা, নিষ্পত্তির জন্য গৃহিত ব্যবস্থা ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি এ সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। খুব সহজে দ্রুততম সময়ে একজন কর্মকর্তা সারা দেশে বিদ্যমান অডিট আপত্তির তথ্য খুজেঁ বের করতে পারছেন। এছাড়া সড়ক বিভাগসমূহের অর্থবছরভিত্তিক ও অফিসভিত্তিক অডিট আপত্তির তথ্য এবং অডিটের সর্বশেষ অবস্থা দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মেকানিক্যাল জোন, মাঠ পর্যায়ের সকল জোন, সার্কেল এবং সওজ বিভাগসমূহ এই সফটওয়্যারে ইতোমধ্যে সংযুক্ত হয়েছে। দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রকল্পের তথ্য ভবিষ্যতে এ সফটওয়্যারে সংযুক্ত করা হবে। এ সফটওয়্যারটিতে তথ্যের সঠিকতা ঠিক রাখার জন্য অডিট লগ প্রবর্তন এবং তথ্যের পরিবর্তন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়েছে।

অনলাইন অডিট ব্যবস্থাপনা

ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা:

মামলা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও গতি আনয়নের মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পক্ষে বিপক্ষে দায়েরকৃত প্রতিটি মামলার তথ্য এন্ট্রি দেয়া হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ফলে মামলার প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ করা যাচ্ছে।

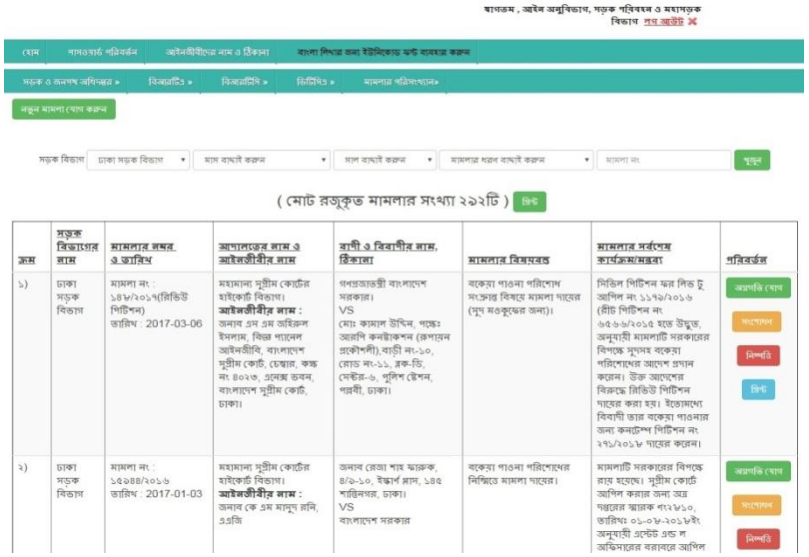

ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা

অনলাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ই-জিপির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকৃত দরপত্রসমূহের প্রক্রিয়াকরণ সহজতর করার লক্ষ্যে দরপত্র ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারটির মাধ্যমে দরপত্র অনুমোদন, পুন:মূল্যায়ন এবং পুন:প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম সহজে মনিটরিং করা যাচ্ছে। এছাড়া এ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে অর্থবছরভিত্তিক, সড়ক বিভাগভিত্তিক, ক্রয়কারি কর্তৃপক্ষভিত্তিক এবং বর্তমান অবস্থা অনুসারে রিপোর্ট তৈরি করা যাচ্ছে। বর্তমানে এ বিভাগের আইসিটি ইউনিট ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখার মধ্যে সফটওয়্যারটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

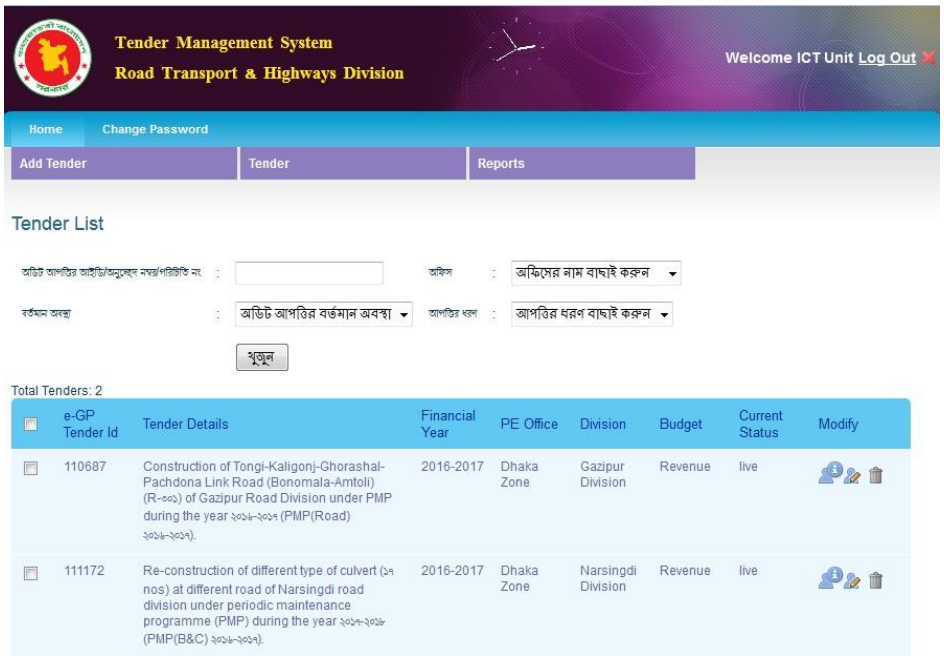

অনলাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প অগ্রগতি মনিটরিং সফটওয়্যার:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রক্রিয়াকৃত দরপত্রসমূহের অগ্রগতি মনিটরিং করার লক্ষ্যে প্রকল্প অগ্রগতি মনিটরিং সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারটির মাধ্যমে অর্থবছরভিত্তিক দরপত্র উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন, পুন:মূল্যায়ন এবং পুন:প্রক্রিয়াকরণের কাজে অতিবাহিত সময় এবং কার্যক্রমের ধাপসমূহ সহজে মনিটরিং করা যাচ্ছে। এছাড়া চলমান কাজসমূহের আর্থিক এবং ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যাচ্ছে। এ বিভাগের আইসিটি ইউনিট ও সওজ মনিটরিং সার্কেলের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে সফটওয়্যারটির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

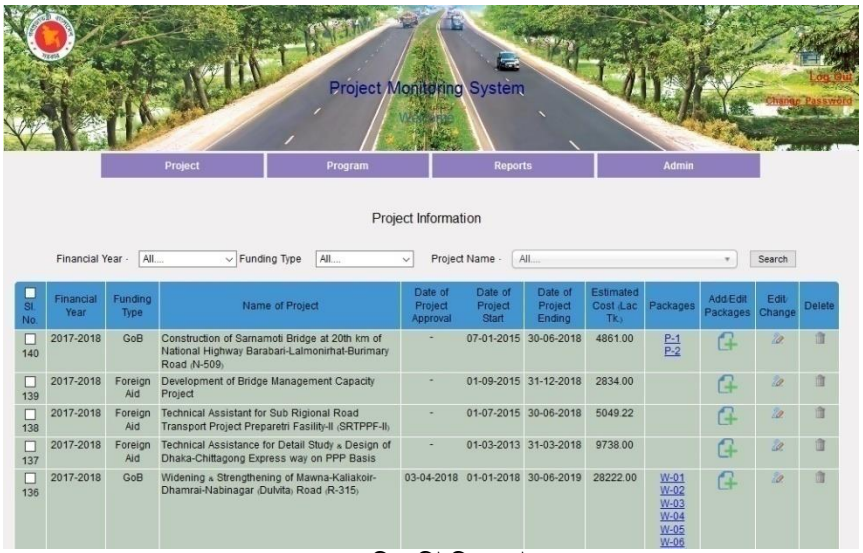

প্রকল্প অগ্রগতি মনিটরিং সফটওয়্যার

ই-নথি

পর্যায়ক্রমে পেপারলেস অফিস স্থাপন ও যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো সময় দ্রুত নথি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ই-নথি এ বিভাগে চালু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৫,১৩৬ টি ডাক ও ৯০৭৪টি নথি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এবং ৩৩৪৭টি পত্র জারি করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল নথি এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে।

গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ মার্কিং

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য সেতু, ফ্লাইওভার, অফিস, পরিদর্শন বাংলো; বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)'র অফিস, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিআরটিসি)'র অফিস, বাস ডিপো, ট্রাক ডিপো, ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও ওয়ার্কশপসমূহ গুগল ম্যাপে ছবিসহ চিহ্নিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গুগল ম্যাপে চিহ্নিত স্থাপনাসমূহ অনলাইনে দেখা সম্ভব হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের ২৮১টি সেতু ও ফ্লাইওভার এবং বিআরটিসি'র ২৬টি ডিপো এবং ৫টি প্রধান কার্যালয়ের অবস্থান চিহ্নিত করে ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন নির্মিত ও পুনর্নির্মিত স্থাপনার অবস্থান চিহ্নিত করে নিয়মিত ছবি প্রকাশ করা হয়।

উত্তম চর্চা

১. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনস্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক জোনের চলমান প্রকল্পসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যালোচনার জন্য প্রতি অর্থবছরে ১০টি জোনের প্রতিটিতে ন্যূনতম একবার জোনভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা করা হয়। সভায় জোন সংশ্লিষ্ট এ বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং মনিটরিং টিমের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন। জোনাল সভায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিরিয়ডিক মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (পিএমপি)- এর আওতায় গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ছাড়াও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, মামলা ব্যবস্থাপনা, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর, এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা, ফেরি সার্ভিস পরিচালনা, টোল আদায়, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি বিষয়ের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয় এবং উত্থাপিত সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান দেয়া হয়। এছাড়াও ১০টি সড়ক জোনের প্রতিটিতে গণশুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এতে সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে জনগণের ভোগান্তির দ্রুত নিরসন হয়।

২. উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বসহ নিয়মিতভাবে মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যালোচনা সভা ৩ অংশে বিভক্ত করে ১ম অংশে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প, ২য় অংশে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ এবং শেষ অংশে সার্বিকভাবে অন্যান্য জিওবি প্রকল্প ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

৩. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও চলমান প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে এ বিভাগের সচিব এর সভাপতিত্বে ২৫টি প্রকল্পের ওপর ২৯টি অভ্যন্তরিণ যাচাই কমিটি'র সভা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত একই অর্থ-বছরে ১৮টি প্রকল্পের ওপর ২১টি বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪. দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মূল্যবান ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণের আধুনিক কোনো ব্যবস্থা না থাকায় ভূমিগ্রাসীরা উক্ত ভূমি আত্মসাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ও সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনস্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মূল রাস্তার পেভমেন্টের বাইরে সাময়িক অব্যবহৃত সকল ভূমি নানাবিধ উপায়ে সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি/এজেন্সী কর্তৃক অবৈধ দখলের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আবার ভূমির প্রান্ত সংলগ্ন জমির মালিকদের যাতায়াতসহ নানাবিধ কারণে সরকারি জমি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। উক্ত প্রেক্ষাপটে বাস্তব গুরুত্ব বিবেচনায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে মালিকানাধীন সকল ভূমি মৌজাভিত্তিক, খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর ও জমির পরিমাণ, স্থাপনার বিবরণ ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এন্টির নিমিত্ত সওজ'র ভূমি ব্যবস্থাপনা Software-প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত Software-এ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল সড়ক বিভাগের মহাসড়ক/স্থাপনা ভিত্তিক ভূমির তথ্য এন্ট্রি করা হচ্ছে। এ সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমির রেকর্ড হালনাগাদ করে সংরক্ষণ ও অনলাইনে ভূমি সংক্রান্ত সকল তথ্য জানার সৃষ্টি হয়েছে এবং জবরদখলকৃত ও বেহাত হয়ে যাওয়া ভূমি উদ্ধারের পথ সুগম হয়েছে।

৫. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদাৎ বার্ষিকীতে ১৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সর্বস্তরের কর্মচারীগণ ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

৬. এ বিভাগে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে। লাইব্রেরীতে বর্তমান বইয়ের সংখ্যা ১২১১। তন্মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে লাইব্রেরীর জন্য বিভিন্ন ধরণের ৮১টি নতুন বই সংগ্রহ করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য নতুন সৃজিত ক্যাটালগার এর ১টি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৭. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ১৩টি বিষয়ভিত্তিক দল (Thematic Group) নির্ধারিত বিষয় পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট মতামত/সুপারিশ প্রদান করে থাকে।

৮. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সভা/সিম্পোজিয়াম/ ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ইংরেজিতে ডি-ব্রিফিং করার প্রথা চালু রয়েছে। এতে বিদেশ সফরলব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে সকলেই অবহিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

বিনোদন ও সৌহার্দ্যমূলক কর্মকান্ড

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মচারীগণ দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ জিন্দাপার্ক রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-এ বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। সকল কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং আনন্দঘন পরিবেশে বনভোজন উপভোগ করেন। এতে আন্তঃপারিবারিক সম্পর্ক গাঢ় হয়েছে।

বার্ষিক বনভোজন ২০১৯ এ অংশগ্রহণকারী এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ

বার্ষিক বনভোজন ২০১৯ এ মন্ত্রী ও সচিব পত্নীসহ অংশগ্রহণকারী মহিলাগণ কর্মকর্তাগণ

বার্ষিক বনভোজন ২০১৯ এ অংশগ্রহণকারী মহিলাগণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৯ এ অংশগ্রহণকারী শিশুদের চকলেট দৌড় প্রতিযোগিতা

বার্ষিক বনভোজন ২০১৯ এ অংশগ্রহণকারী পুরুষ কর্মকর্তাগণের মার্বেল দৌড় প্রতিযোগিতা

বার্ষিক বনভোজন ২০১৯ এ অংশগ্রহণকারী মহিলা অতিথিগণের মার্বেল দৌড় প্রতিযোগিতা

বার্ষিক বনভোজন ২০১৯ এ পুরস্কার বিতরণ

বার্ষিক বনভোজন ২০১৯ এ পুরস্কার বিতরণ

(খ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৮ম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারিদের উদ্যোগে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ ঢালিস অ্যাম্বার নিবাস এন্ড রিসোর্ট, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ-এ অপর একটি বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এ বনভোজনে তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক বনভোজন ২০১৯ এ অংশগ্রহণকারী কর্মচারিগণ

(গ) সহকর্মীর কর্মস্থল পরিবর্তন ও চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণকালে এ বিভাগ থেকে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এতে সহকর্মীদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি পায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদায় সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়েছে:

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	অবমুক্তির তারিখ
১.	জনাব মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান	উপসচিব	১৫-০৭-২০১৮
২.	জনাব মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী	উপসচিব	০৪-১০-২০১৮
৩.	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান	অতিরিক্ত সচিব	৩১-১২-২০১৮
৪.	জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন	অতিরিক্ত সচিব	২৭-০৬-২০১৯

জনাব মো: বেলায়েত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব এর বিদায় সম্বর্ধনা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকারের রুপকল্প (Vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বাংলাদেশ সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System (GPMS) চালু করা হয়েছে। সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি'র (GPMS) আওতায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সাথে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর পক্ষে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ০৪ জুলাই ২০১৮ তারিখে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) স্বাক্ষর করেন।

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্কোর ছিল ৮৯.০০%। নিম্নে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল:

২০১৮-১৯ অর্থবছর

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.	ঢাকা-পদ্মা-ভাংগা মহাসড়কে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (পদ্মালিংক) প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৮০	৮০
২.	উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ- জয়দেবপুর –চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৬৮	৬৮
৩.	উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ এলেঙ্গা- হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক-২) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১৫	১৫
৪.	পুনর্নির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	১৪০	১৭১.১৫

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
৫.	মজবুতিকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৬২৫	১৫৪৬.৩১
৬.	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৬৮০	১৫০৩.৮৯
৭.	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক (রক্ষণাবেক্ষণ)	কিলোমিটার	২৭৫০	২৯৪৫.০৬
৮.	দুই লেন বিশিষ্ট কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি সেতুর পার্শ্বে ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু (কেএমজি)নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯০	৮২
৯.	পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫৪	৪৮.১৮
১০.	৪ লেন বিশষ্ট ভুলতা ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০০	৯৫
১১.	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	২৮৫০	৪৮৯৯.৯৬
১২.	পুনর্নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	২১৫০	৪৩৪৪.২৯
১৩.	উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির লক্ষ্যে গঠিত মনিটরিং টিমের ভিজিট	সংখ্যা	৯৫	৯৬
১৪.	যানবাহনের ইস্যুকৃত ডিজিটাল রেজিঃ সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	৪.৯০	৫.২০
১৫.	যানবাহনের নবায়নকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	৫.৭৫	৬.০৭
১৬.	যানবাহনের জন্য ইস্যুকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	০.৯৫	০.৯৯
১৭.	দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়া ট্যাক্স টোকেন যাচাইকৃত মোটর সাইকেল	সংখ্যা	২০০০	২৮৫৯
১৮.	বিআরটিএ কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের পরিমান	কোটি টাকা	১৬২৬	১৫৮৯.৫৮
১৯.	সড়কে চলাচল করছে না অথচ বিআরটিএ'এর রেকর্ডভুক্ত এমন যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল	সংখ্যা (হাজার)	৮২	৮২
২০.	সড়কে চলাচল করছে না অথচ বিআরটিএ'এর রেকর্ডভুক্ত এমন যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের ভিত্তিতে ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ	তারিখ	৩১.০৫.১৯	৩১.০৫.১৯
২১.	ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারী যানবাহনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা	সংখ্যা	১০০	২৯০
২৪.	ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারী যানবাহনের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনুষ্ঠিত সভা	তারিখ	৩	৩
২৫.	পেশাদার গাড়ীচালকদের প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার) প্রদান	সংখ্যা (হাজার)	১২০	১০২
২৬.	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদত্ত জনবল	সংখ্যা (হাজার)	১২	১৫.৬৯
২৭.	ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে রুজুকৃত মামলা	সংখ্যা	৩০০০০	৩৩১১১
২৮.	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভা ও সেমিনার	সংখ্যা	৬০	১২৪
২৯.	ডাইরেকশনাল সাই-সিগন্যাল কিলোমিটার পোস্ট স্থাপন	স্থাপন	২৫০০	৬০০৮
৩০.	মার্কিংকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৭৫০	১৪৯১
৩১.	মহাসড়কের আন্তঃবাঁকে অপসারণকৃত দৃষ্টি প্রতিবন্ধক	কিলোমিটার	৫০০	৫১২.৫২
৩২.	এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি অনুমোদন	তারিখ	৩১.০১.২০১৯	২৮.০৩.২০১৯
৩৩.	মহাসড়ক অবৈধ দখলমুক্ত করণের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে	হেক্টর	৫৫	৮৮.৫৪

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
	উদ্ধারকৃত ভূমি			
৩৪.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভুত)	শতাংশ	৩০	৩০.০৫
৩৫.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-১ নির্মাণের লক্ষ্যে টিপিপি অনুমোদন (ইএস)	তারিখ	০৩.০৯.২০১৮	০৭.০৮.২০১৮
৩৬.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৫ নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি চূড়ান্তকরণ (ইএস)	তারিখ	৩০.১২.২০১৮	৩১.১২.২০১৮
৩৭.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৫ (সাউদার্ণ পার্ট) এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন	তারিখ	০৯.০৫.২০১৯	১০.০৪.২০১৯
৩৮.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণ প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৪২	৪৫.০৫
৩৯.	বিআরটিসি বাস বহরের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রুটে পরিবহনকৃত যাত্রী	সংখ্যা (লক্ষ)	৪০০	৪৫৭.৯৯
৪০.	বিআরটিসি বাস/ট্রাক বহরের মাধ্যমে পরিবহনকৃত মালামাল	পরিমাণ (হাজার টন)	১৬০	১৬১.৩১
৪১.	পিপিপি'র ভিত্তিতে রামপুরা-আমুলিয়া-ডেমরা-চিটাগাং রোড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে আরএফপি অনুমোদন তারিখ	তারিখ	৩০.০৪.২০১৯	২৬.১১.২০১৮

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মপরিকল্পনার নিরিখে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অংশে নিম্নরুপ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা
১.	ঢাকা- পদ্মা-ভাংগা মহাসড়কে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (পদ্মালিংক) প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৮৫
২.	উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ- জয়দেবপুর –চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯০
৩.	উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ এলেঙ্গা- হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক-২) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	২৫
৪.	চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারি হতে রাউজান সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	২০
৫.	আশুগঞ্জ নদী বন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউরা-স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নিতকরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	২৫
৬.	সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট- তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	৫০
৭.	পুনর্নির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	২২৪
৮.	মজবুতিকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৯৬০
৯.	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	১০৭৪
১০.	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক (রক্ষণাবেক্ষণ)	কিলোমিটার	২৮৮৭
১১.	মাতারবাড়ি কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের সওজ অংশের রোড প্যাকেজ-৩ নির্মাণ (ক্রমপুঞ্জিত) বাস্তবায়ন	শতাংশ	১৫

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা
১২.	দুই লেন বিশিষ্ট কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি সেতুর পার্শ্বে ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু (কেএমজি)নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০০
১৩.	পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৮০
১৪.	৪ লেন বিশষ্ট ভুলতা ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০০
১৫.	রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা মহাসড়কে কঁচা নদীর উপর ১৪২৭ মিটার দীর্ঘ বাংলাদেশ-চীন ৮ম মৈত্রী সেতু নির্মাণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৪০
১৬.	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৩০০০
১৭.	পুনর্নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	২৪৬২
১৮.	পেশাদার গাড়ীচালকদের প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার) প্রদান	সংখ্যা (লক্ষ)	১.৩০
১৯.	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদত্ত জনবল	সংখ্যা	১৩০০০
২০.	ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে রুজুকৃত মামলা	সংখ্যা	৩২০০০
২১.	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সভা ও সেমিনার আয়োজন	সংখ্যা	১০০
২৪.	ট্রাফিক আইন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সভা আয়োজন	সংখ্যা	১০০
২৫.	সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ কার্যকরের লক্ষ্যে বিধিমালা প্রণয়ন	তারিখ	১০.০৬.২০২০
২৬.	যানবাহনের ইস্যুকৃত ডিজিটাল রেজিঃ সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	৫.১০
২৭.	যানবাহনের নবায়নকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	৬.২০
২৮.	যানবাহনের জন্য ইস্যুকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	১.১০
২৯.	বিআরটিএ কর্তৃক ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটর যান কর ও ফি আদায়ের পরিমান	কোটি টাকা	১৭৫০
৩০.	ফিটনেস মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল	সংখ্যা (হাজার)	৯.০০
৩১.	ফিটনেস মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের ভিত্তিতে ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ	তারিখ	১৮.০৬.২০২০
৩২.	ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারী যানবাহনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা	সংখ্যা	১৫০
৩৩.	ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারী যানবাহনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	৩
৩৪.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৬৫
৩৫.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-১ [ই/এস] নির্মাণের লক্ষ্যে ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্ন ডিপিপি অনুমোদন (ইএস)	তারিখ	১৫.০৬.২০২০
৩৬.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৫ নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	তারিখ	১৫.০৬.২০২০
৩৭.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণ প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫৫
৩৮.	বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশন এর জন্য বাসটার্মিনাল/ ডিপোর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	তারিখ	৩১.০৩.২০২০
৩৯.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লাইন-৭ নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার খসড়া প্রাতবেদন দাখিল	তারিখ	৩১.০৫.২০২০
৪০.	বিবিআইএন মোটর ভেহিক্যাল এগ্রিমেন্ট এর আওতায় সমীক্ষা/ ট্রায়াল রানকৃত একটি আন্তর্জাতিক রুট	তারিখ	৩০.০৪.২০২০

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা
৪১.	বিআরটিসি বাস বহরের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রুটে পরিবহনকৃত যাত্রী	সংখ্যা (লক্ষ)	৫০০
৪১.	বিআরটিসি বাস/ট্রাক বহরের মাধ্যমে পরিবহনকৃত মালামাল	পরিমাণ (হাজার টন)	৬০০
৪২.	বিআরটিসি'র নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্ব	কোটি টাকা	৪০০
৪৩.	আন্তর্জাতিক রুটে বাস পরিচালনার মাধ্যমে অর্জিত রয়্যালটি	কোটি টাকা	৩.৬৫
৪৪.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা সম্পাদন	সংখ্যা	৪
৪৫.	HDM-4 সফটওয়্যার রোড ডিটেরিয়েশন এন্ড ওয়ার্ক এফেক্ট বিবেচনা করে লেভেল-১ কেলিব্রেশন সম্পন্নকরণ	তারিখ	১০.০৬.২০২০
৪৬.	সওজের সড়ক নেটওয়ার্কের রিজিউনাল ট্রান্সপোর্ট মডেল প্রস্তুতের জন্য সার্ভে কাজ সম্পন্নকরণ	তারিখ	১০.০৬.২০২০
৪৭.	ডাইনাসিম সফটওয়্যার প্রয়োগ করে ইন্টারসেকশন ডিজাইন এর উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন	তারিখ	১৫.০৪.২০২০
৪৮.	ফিল্ডবাজ সফটওয়্যার প্রয়োগ করে মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীগণের জন্য রোড কন্ডিশন সার্ভে প্রশিক্ষণ আয়োজন	তারিখ	০৭.০৪.২০২০
৪৯.	পিপিপি'র ভিত্তিতে ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	শতাংশ	৫
৫০.	পিপিপি'র ভিত্তিতে রামপুরা-আমুলিয়া-ডেমরা-চিটাগাং রোড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	১৫.০৫.২০২০
৫১.	পিপিপি'র ভিত্তিতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ নীতিমালা/পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ	তারিখ	২৫.০৫.২০২০
৫২.	পিপিপি'র ভিত্তিতে গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ক এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীত করণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্নকরণ	তারিখ	০১.০৬.২০২০
৫৩.	পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১০

চ্যালেঞ্জ

১. সড়ক মহাসড়ক নির্মাণ এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে যানবাহনের এক্সেল এর নির্ধারিত ওজনসীমা অনুযায়ী নকশা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এজন্য অতিরিক্ত ওজন নিয়ে যানবাহন চলাচলের কারণে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে সরকারি অর্থের অপচয় ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত ওজন বহনকারী যানবাহন দুর্ঘটনারও অন্যতম কারণ। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের নিমিত্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবহন খাত সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ এবং ব্যবসায়ী সমিতির আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য।

২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন অনেক জমি বিভিন্ন ধরনের প্রভাবশালী গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধভাবে দখল হয়ে আছে। এ অধিদপ্তর প্রতিনিয়ত এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসন, পুলিশ, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সমন্বয়ে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে সরকারি জমি উদ্ধার করছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে প্রায়শঃই আদালতের মাধ্যমে সময়ক্ষেপণের চেষ্টা করে, যার ফলে মহাসড়কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে।

৩. মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে অধিক সময় নেয়া হয়। ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলিত অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিশোধ করার পরও ভূমি হস্তান্তরে বিলম্ব হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সম্পাদনে জটিলতা সৃষ্টি হয়। অর্থ পরিশোধের পর সময়ক্ষেপণ পরিহার করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভূমি দ্রুত হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪. মহাসড়ক নেটওয়ার্কে সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজে অনেক ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়। ফলে নির্ধারিত সময়ে উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয় না। সার্ভিস লাইন স্থানান্তরের বিষয়টি সরকারের বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিপূরণের অর্থ সংস্থানসহ দ্রুততম সময়ে সার্ভিস লাইন স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রয়োজন।

৫. মহাসড়ক নেটওয়ার্কের নির্মাণ/উন্নয়ন কাজ চলাকালীন সময়ে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি সামগ্রিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার আওতাধীন থাকায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের পক্ষে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়না। এতে উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় এবং একই সাথে যানজট সৃষ্টি হয়ে জনদুর্ভোগ ঘটায়। উন্নয়ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট এলাকায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীনে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র বিশেষায়িত ইউনিট সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

৬. ১৯৮৭ সনে ২৯১ জন জনবল নিয়ে বিআরটিএ যাত্রা শুরু করে। উক্ত সময়ের ২,১০,০০০ (দুই লক্ষ দশ হাজার) মোটরযান বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে এর সংখ্যা প্রায় ৪০,৫৭,০০০ (চল্লিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার)-তে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ৮২৩ জন জনবল নিয়ে বিআরটিএ তাদের সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, ফলে জনসাধারণ প্রত্যাশা অনুযায়ী কাংখিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিআরটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ, পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য লজিস্টিকস-এর সংস্থান করা অত্যাবশ্যক।

৭. আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোন রুটে বিআরটিসি'র বাস চলাচলের অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু জনগণের ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রবল বাধার কারণে বিআরটিসি নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোন রুটে গাড়ি পরিচালনা করতে পারছে না। এ পরিস্থিতি উত্তরণে আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির সভাপতি হিসেবে জেলা প্রশাসক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

৮. ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। নির্মাণকালে যানজট যাতে এ রুটে নির্মাণ শুরুর পূর্ব অবস্থায় বজায় থাকে সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু এ রুটে চলাচলকারী যানবাহনের চালক ও সড়ক ব্যবহারকারীগণ ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে মেনে চলেন না। এতে অনাকাঙ্খিতভাবে এ রুটের বিভিন্ন পয়েন্টে মাঝে মধ্যেই যানজটের সৃষ্টি হয়ে জনদুর্ভোগ বাড়ে।

৯. ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলেররুট এ্যালাইনমেন্ট থেকে ইতোমধ্যে প্রদর্শিত পরিসেবা সিঙ্গোল ট্রেন্স-এ স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে। মধ্যরাত হতে সুবেহ্ সাদেক পর্যন্ত সময়ে প্রদর্শিত পরিসেবা স্থানান্তর করায় ঢাকা মহানগরবাসীকে কোনো প্রকার ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু মূল নির্মাণ কাজ করার সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অপ্রদর্শিত পরিসেবা (Uncharted Utility) চিহ্নিত হয়। বিভিন্ন সেবা প্রদানকরী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সরবরাহকৃত লেআউট প্ল্যান ও ডিজাইন এর বাহিরে প্রাপ্ত অপ্রদর্শিত পরিসেবা স্থানান্তরের সময় রুট এ্যালাইনমেন্টের উভয় পার্শ্বে অবস্থিতঢাকা নগরবাসীকে অপ্রত্যাশিতভাবে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পরিকল্পনাধীন অপর ০৫(পাঁচ)টি মেট্রোরেল নির্মাণে এ ধরণের পরিস্থিতি পরিহারে ও সরকারের ব্যয় সাশ্রয়ে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ের আর্কাইভে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের সকল পরিসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের লেআউট প্ল্যান ও ডিজাইন একত্রে সংরক্ষণের উদ্যোগ এখনই গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় হবে।

১০. ঢাকা মহানগরীর বাস সেক্টর পুনর্গঠনের লক্ষ্যে স্বল্প সংখ্যক বাসের সমন্বয়ে গঠিত কোম্পানিগুলোকে একত্রীকরণের মাধ্যমে বৃহৎ বাস কোম্পানি গঠন করে মহানগরীতে যাত্রী সেবা প্রদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ডিটিসিএ'র অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	বর্তমান পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ
১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (৩৫৭৯)	সচিব	১৫.১০.২০১৭
২.	খন্দকার রাকিবুর রহমান (৩৫৯৯)	অতিরিক্ত সচিব	২৪.১০.২০১৭
৩.	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন (৩৫৮০)	অতিরিক্ত সচিব	২৫.০১.২০১৮
৪.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক (৪৬১৮)	অতিরিক্ত সচিব	০৪.০৫.২০১১
৫.	জনাব সফিকুল ইসলাম (৪৬৩০)	অতিরিক্ত সচিব	০২.০৮.২০০৯
৬.	জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন (৪৬৭৮)	অতিরিক্ত সচিব	১৫.০১.২০১২
৭.	জনাব শিশির কুমার রায় (৪৯৩৬)	অতিরিক্ত সচিব	১০.০৫.২০১৮
৮.	জনাব রওশন আরা বেগম (৫০০২)	অতিরিক্ত সচিব	১৭.০৫.২০১৮
৯.	জনাব চন্দন কুমার দে (৫৪৯২)	যুগ্মসচিব	২৮.১২.২০১০
১০.	জনাব মোঃ এহছানে এলাহী (৫৫৯৫)	যুগ্মসচিব	০১.০৭.২০১৫
১১.	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান (৫৫৯৮)	যুগ্মসচিব	২০.০৬.২০০৬
১২.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার (৫৬০৯)	যুগ্মসচিব	৩১.০১.২০১৬
১৩.	ড. মোঃ কামরুল আহসান (৪৬৬৮)	যুগ্মসচিব	১৬.০২.২০১৫
১৪.	জনাব মোঃ আবদুর রৌফ খান (৫২৪৮)	যুগ্মসচিব	২৮.০২.২০১২
১৫.	জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার (৫৫১২)	যুগ্মসচিব	২৯.০১.২০১৪
১৬.	জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার (৫৫০৬)	যুগ্মসচিব	২১.১০.২০১৮
১৭.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন (০১৮৩)	যুগ্মপ্রধান	০৬.০১.২০১৬
১৮.	জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (৫৭৯০)	যুগ্মসচিব	০৫.০৮.২০১২
১৯.	জনাব মোহাম্মদ শফিকুল করিম (৪৫৪৯)	যুগ্মসচিব	২৭.১১.২০১৪
২০.	বেগম তসলিমা কানিজ নাহিদা (৬৩৪০)	যুগ্মসচিব	২৯.০৩.২০১১
২১.	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল (৬৩১৩)	যুগ্মসচিব	০৭.১১.২০১৮
২২.	ড. সৈয়দা সালমা বেগম (৬৭১৯)	উপসচিব	০৪.০৭.২০১১
২৩.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার (৬৭৬২)	উপসচিব	০২.১১.২০১৫
২৪.	জনাব সুলতানা ইয়াসমীন (৬৮২৬)	উপসচিব	১৪.০৫.২০১৫
২৫.	জনাব মো: আব্দুল মোক্তাদের	উপসচিব	১৪.০৫.২০১৮
২৬.	জনাব মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী (৬৮৭১)	উপসচিব	২৬.০৯.২০১৩
২৭.	জনাব দীপঙ্কর মন্ডল (৭৬২২)	উপসচিব	০৫.০৫.২০১৪
২৮.	জেসমিন নাহার (৬৫৬৮)	উপসচিব	১৪.০৮.২০১৮
২৯.	জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন (১৫১৯৪)	উপসচিব	১৪.০৩.২০১৬
৩০.	জনাব অপূর্ব কুমার মন্ডল (১৫২৪৬)	উপসচিব (সচিবের একান্ত সচিব)	১৩.১০.২০১৪
৩১.	জনাব মোঃ সেলিম (০২৩৬)	উপপ্রধান	০৩-০৪-২০১৮
৩২.	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান (০৩২১)	উপপ্রধান	০২.১২.২০০৯
৩৩.	জনাব মো: সামীমুজ্জামান (০৩৮৯)	উপপ্রধান	০৫.০৭.২০১৮

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	বর্তমান পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ
৩৪.	মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান (১৫৭৪০)	উপসচিব	৩০.০৯.২০১৪
৩৫.	জনাব আবুল তাহের মোঃ মহিদুল হক (০১৪০৬৫)	মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	১৬.০১.২০১২
৩৬.	সালমা আক্তার খুকী (৮০৭৮)	উপসচিব	১৯.১২.২০১৮
৩৭.	ফাহমিদা হক খান (৮০৭৯)	উপসচিব	১৯.১২.২০১৮
৩৮.	জনাব মো. আবু নাছের	উপপ্রধান ও সিনিয়র তথ্য অফিসার	৩১.০৯.২০১৪
৩৯.	জনাব তওহীদ আহমদ সজল (০৪৩৭)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	০১.০৬.২০১৭
৪০.	জনাব মোঃ মাহবুব-এ-এলাহী (৬০২২৭০)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	২১.১২.২০১৫
৪১.	জনাব আবদুল্লাহ-আল-মাসুদ (০৬০২)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	১১.০২.২০১৯
৪২.	জনাব মোঃ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ (০৫৯৪	সিনিয়র সহকারী প্রধান	১০.০৭.২০১৬
৪৩.	জনাব দীপ জন মিত্র (০৬৭১)	সহকারী প্রধান	২০-১১-২০১৭
৪৪.	জনাব শ্যামল রায়	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	১৭.০৫.২০১৫
৪৫.	জনাব এস, এম সহিদ	সিস্টেম এনালিস্ট	২০.১০.২০১১
৪৬.	জনাব কাজী আব্দুল্লাহ আল মামুন	সিনিয়র প্রোগ্রামার	২৯.০৯.২০১১
৪৭.	জনাব আল-মাহমুদ প্রধান	প্রোগ্রামার	২৬.১০.২০১১
৪৮.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রোগ্রামার	২৯.১২.২০১০
৪৯.	বেগম নার্গিস আক্তার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২.০৬.২০১১
৫০.	বেগম সুচিত্রা বিশ্বাস	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১১.১১.২০১২
৫১.	জনাব মোঃ গোলাম জিলানী (১১২৫১)	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৯.০৪.২০১৩
৫২.	জনাব মোহাঃ লিয়াকত আলী খান (১১২৯০)	সহকারী সচিব	১৫.০৪.২০১৩
৫৩.	মোঃ লিয়াকত আলী (১১৩৭৩)	সহকারী সচিব	১০.০৫.২০১৬
৫৪.	জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন (১১২৯০)	সহকারী সচিব	২০.০৯.২০১৮
৫৫.	জনাব মো: সেলিম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০৩.১০.২০১৮
৫৬.	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (১১৫৩৬)	সহকারী সচিব	১৪.০১.২০১৯
৫৭.	বিনা রানী দাস (১১৫৪০)	সহকারী সচিব	১৪.০১.২০১৯
৫৮.	জনাব মোহাম্মদ আলী	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১৩-০৮-২০১৭

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

রূপকল্প

আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, ব্যয়সাশ্রয়ী, মানসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সর্বমোট ২২,০৯৬.৩০ কিলোমিটার মহাসড়ক রয়েছে। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের বিন্যাস অনুযায়ী ৯৯টি জাতীয় মহাসড়কের দৈর্ঘ্য ৩,৯০৬.০৩ কিলোমিটার। তন্মধ্যে ৮-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক ১৭.৫০ কিলোমিটার, ৬-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক ২০.৬০ কিলোমিটার এবং ৪-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক ৫০০.৫৭ কিলোমিটার। ১৩৯টি আঞ্চলিক মহাসড়কের দৈর্ঘ্য ৪,৭৬৬.৯১ কিলোমিটার, যার প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটার এবং ৭০১টি জেলা মহাসড়কের দৈর্ঘ্য ১৩,৪২৩.৩৬ কিলোমিটার, যার প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক নেটওয়ার্কে বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের ও দৈর্ঘ্যের ৪,৪০৪টি সেতু, ১৪৮১৪ টি কালভার্ট এবং ৩৯টি ফেরিঘাটে (পরিশিষ্ট-ক) বিভিন্ন ধরণের ৭১টি ফেরি চলাচল করছে। মহাসড়ক যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে যুগোপযোগী ও সময় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে সওজ অধিদপ্তর ১০টি জোন, ২২টি সার্কেল, ৬৫টি বিভাগ এবং ১২৯টি উপবিভাগের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭৯টি প্রকল্প (সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৬২টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ১৭টি) বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে জিওবি বরাদ্দ ১৩১৪১.৫৮ কোটি টাকা, বৈদেশিক সহায়তা ৩৪৭৭.২৭ কোটি টাকা মোট বরাদ্দ ১৬৬১৮.৮৫ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে মোট ১৬৫৮৮.৯৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের শতকরা হার ৯৯.৮২।

এডিপি বাস্তবায়নের এ উচ্চ হার ধারাবাহিকভাবে অর্জন করা হচ্ছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)	এডিপি বাস্তবায়নের হার
২০১৮-১৯	১৭৯	১৬৬১৮.৮৫	৯৯.৮২%
২০১৭-১৮	১৪০	১৪১৪৪.৬৮	৯৯.৮৯%
২০১৬-১৭	১৩৪	৮১৯৯.২৮	৯৯.৮৩%
২০১৫-১৬	১৩২	৫৯৯০.৩২	৯৯.৮৬%
২০১৪-১৫	১২৬	৩৯৮৮.৫১	৯৯.৬৩%
২০১৩-১৪	১৪৫	৩৪৬৫.০৪	৯৯.৬৮%
২০১২-১৩	১৫২	৩৩৮২.৮৭	৯৯.৬২%
২০১১-১২	১৬৮	২৪৩০.৯০	৯৪.৯৪%

নতুন অনুমোদিত প্রকল্প:

২০১৮-১৯ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা ৫২টি (জিওবি অর্থায়নে ৫১টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ১টি)। তন্মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৩৬ টি, সেতু নির্মাণ প্রকল্প ৮টি, আন্ডারপাস ১টি, কারিগরি সহায়তা/ সম্ভাব্যতা যাচাই/ নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প ৫টি (বৈদেশিক সহায়তায় ১টি) এবং ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে লিংক প্রকল্প ২টি।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা হল:

মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প:

১. সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

২. মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৩. চুড়ামনকাঠি-চৌগাছা জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

৪. সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট মহাসড়ক উন্নয়ন

৫. বীরগঞ্জ-খানসামা-দাড়োয়ানী, খানসামা-রানীরবন্দর এবং চিরিরবন্দর-আমতলী বাজার জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৬. নবীনগর-আশুগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

৭. ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৮. টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক, করটিয়া (ভাতকুড়া)- বাসাইল জেলা মহাসড়ক এবং পাকুল্লা-দেলদুয়ার-এলাসিন জেলা মহাসড়কের দেলদুয়ার-এলাসিন অংশকে যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৯. গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১০. দাগনভূঁইয়া-তালতলী বাজার-চৌধুরীহাট-বসুরহাট জেলা মহাসড়ককে যথাযথমানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১১. জামালপুর-ধানুয়া-কামালপুর-রৌমারী-দাঁতভাঙ্গা জেলা মহাসড়ক প্রশস্থকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প (কুড়িগ্রাম অংশ)

১২. ঠাকুরগাঁও-বালিয়াডাঙ্গী-নেকমরদ-রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক এর রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ অংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

১৩. চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়ক এর হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ

১৪. হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহসড়ক উন্নয়ন (চট্টগ্রাম অংশ)

১৫. গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

১৬. কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন

১৭. বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৮. নন্দিগ্রাম-তালোড়া-দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক এবং নন্দিগ্রাম-কালিগঞ্জ-রাণীনগর জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৯. কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান, প্রশস্ততা ও উচ্চতায় উন্নীতকরণ

২০. শেরপুর জেলার কানাসাখোলা-অষ্টমীতলা জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২১. রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফুট মহাসড়ক হতে মাদানী এভিনিউ-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ

২২. ঢাকা-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয় প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ

২৩. টেকনাফ-শাহপরীরদ্বীপ জেলা মহাসড়ক এর হাড়িয়াখালী হতে শাহপরীরদ্বীপ অংশ পুনর্নির্মাণ, প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ

২৪. যাত্রাবাড়ী (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-ডেমরা (সুলতানা কামাল সেতু) আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ

২৫. নেত্রকোণা জেলার চল্লিশা (বাগড়া)-কুনিয়া-মেদনী-রাজুরবাজার সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ

২৬. কক্সবাজার জেলার লিংক রোড - লাবনী মোড় জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

২৭. ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের ২-লেন অংশ (মহিপাল হতে চৌমুহনী পূর্ববাজার পর্যন্ত) ৪-লেনে উন্নীতকরণ

২৮. মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালিয়াপাড়া মহাসড়কের সিন্দুকছড়ি হতে মহালছড়ি পর্যন্ত উন্নয়ন

২৯. বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল (চরকাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরীঘাট) হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৩০. শরীয়তপুর (মনোহরবাজার) -ইব্রাহিমপুর ফেরীঘাট পর্যন্ত আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

৩১. নীলফামারী-ডোমার জেলা সড়ক ও বোদা-দেবীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (নীলফামারী অংশ) এবং ফুলবাড়ী-পার্বতীপুর জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

৩২. মাগুরা-শ্রীপুর জেলা মহাসড়ক বাঁকসরলীকরণসহ সম্প্রসারণ

৩৩. ক্ষতিগ্রস্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক সমূহ জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)

৩৪. সোনাহাট সেতু এপ্রোচ হতে সোনাহাট স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৩৫. নেত্রকোণা-কেন্দুয়া-আঠারবাড়ী-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

৩৬. "বামনডাংগা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ"

সেতু নির্মাণ প্রকল্প

১. চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়ীয়া-পাথরঘাটা জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে ৬৩.৭৯৮ মিটার (হেতালিয়া) ও ৭ম কিলোমিটারে ৭৫.৭৯৮ মিটার (মাদারসী) সেতু নির্মাণ

২. কুলাউড়া-পৃথিমপাশা-হাজীপুর-শরীফপুর জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটারে পিসি গার্ডার সেতু (রাজাপুর সেতু) নির্মাণ ও ৭.৫ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ

৩. পূনর্ভবা নদীর উপর ১১২.৫৬৬ মিটার কাহারোল সেতু নির্মাণ এবং বীরগঞ্জ-কাহারোল জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ

৪. কুষ্টিয়া (ত্রিমোহনী)-মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ আঞ্চলিক মহাসড়কের ৭৯তম কিলোমিটারে মাথাভাঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

৫. ভূরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থল বন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ

৬. পটিয়া (মনসারটেক)-আনোয়ারা কস্তুরীঘাট জেলা মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটারে কালীগঞ্জ সেতু নির্মাণ

৭. গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার জেলা মহাসড়কে বিদ্যমান ৯টি সরু ও জরাজীর্ণ সেতুর স্থলে ৯টি আরসিসি/পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

৮. গাছবাড়ীয়া-চন্দনাইশ-বরকল-আনোয়ারা জেলা মহাসড়কের ১১তম কিলোমিটারে চাদখালী নদীর উপর বরকল সেতু নির্মাণ

আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্প

ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্প

কারিগরি সহায়তা/ নকশা প্রণয়ন/ সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রকল্প

১. Reviw of existing pavement design guide and preparation of a pavement design manual for Road and Highways Department (RHD)

২. ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়ক হতে ঢাকা-মাওয়া জাতীয় মহাসড়ক এবং ঢাকা-মাওয়া জাতীয় মহাসড়ক হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক সংযোগ স্থাপনকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মিডল রিং রোডের দক্ষিণ অংশ)

৩. টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর ঢাকা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

৪. Design Review, Updating the Resettlement action plan and other Preparatory Works for Improvement of Sylhet-Tamabil Road to a 4-Lane Highway and Construction of Slow-Moving Vehicular Traffic (SMVT) Lane on Both sides
৫. Study on the effect of climate change on National and Regional Highways of Bangladesh and climate Resilient design for Highways of the costal Region

ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে লিংক প্রকল্প

১. ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ
২. ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তর প্রকল্পঃ সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরের অর্জন

উন্নয়ন খাত

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে:

- ৩০.০৬ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ
- ১৩৩.৭৩ কিলোমিটার ফেক্সিবল পেভমেন্ট (সার্ফেসিং ব্যতীত)
- ৮৯৪.৭২ কিলোমিটার সার্ফেসিং
- ৫৩.৮৩ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট
- ১৬৩৬.৬০ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ
- ৪৯৫.৭৬ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতিকরণ
- ১২৮টি/ ১০১৪০.৬০ মিটার কংক্রিট সেতু নির্মাণ
- ৫৬১ টি/ ২৪৫০.৫১ মিটার আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সফলভাবে সমাপ্ত ২৮টি প্রকল্পের মধ্যে ১৮টি মহাসড়ক উন্নয়ন, ০৬টি সেতু নির্মাণ, ০১টি সড়ক আন্ডারপাস নির্মাণ, ২টি কারিগরি সহায়তা এবং ১টি সমীক্ষা প্রকল্প রয়েছে।

পরিচালন খাত (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সড়ক, সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ২০৮৩.১১ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে সারাদেশে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কাজসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে:

- ১০৩৩.৬৬ কিলোমিটার ওভারলে
- ১৮৯.৭৯ কিলোমিটার ডিবিএসটি
- ২৪৭.৯৮ কিলোমিটার কার্পেটিং
- ১৩৪৬.৪২ কিলোমিটার মাইনর মেরামত
- ৩৪.০৮ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট
- ২৬টি সেতু পুনর্নির্মাণ
- ১১৮টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ

সমাপ্ত প্রকল্প

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৭ টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ১৭ টি, সেতু নির্মাণ প্রকল্প ৫টি, আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল ১টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ৪টি।

মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

- মানিকখালী-সেতু নির্মাণসহ-আশাশুনি-পাইকগাছা মহাসড়ক উন্নয়ন
- ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ
- বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন
- উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ)
- কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন মহাসড়ক উন্নয়ন (চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশ)
- ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর মহাসড়ক উন্নয়ন
- কুষ্টিয়া শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ
- মদন-খালিয়াঝুড়ি সাব মার্জিবল সড়ক নির্মাণ এবং নেত্রকোনা-মদন-খালিয়াঝুড়ি মহাসড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বালাই নদীর ওপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ
- ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ইন্দ্রপুল হতে চক্রশালা পর্যন্ত বাঁক সরলীকরণ
- বাকেরগঞ্জ-পাদ্রীশিবপুর-কাঁঠালতলী-সুবিদখালী-বরগুনা মহাসড়ক প্রশস্থকরন ও মজবুতিকরণ
- নীলফামারী-জলঢাকা মহাসড়ক উন্নয়ন
- গাইবান্ধা-ফুলছড়ি-ভরতখালী-সাঘাটা মহাসড়ক উন্নয়ন
- সাদুল্লাপুর-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ
- সোনাপুর-কবিরহাট-কোম্পানিগঞ্জ (বসুরহাট)-দাগনভুঁইয়া মহাসড়ক এর বিপদজনক বাঁক সরলীকরণ (১ম সংশোধিত)
- টঙ্গী-কালিগঞ্জ-ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা আঞ্চলিক মহাসড়কের শহীদ ময়েজউদ্দিন সেতু হতে পাঁচদোনা পর্যন্ত অংশ জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ
- ঘুর্ণিঝড় 'রোয়ানু' ক্ষতিগ্রস্থ কুতুবদিয়া-আজম জেলা মহাসড়ক এবং একতাবাজার-পহরচাঁদা-পেকুয়াবাজার মগনামাঘাটা জেলা মহাসড়ক এর পেকুয়াবাজার মগনামাঘাটা অংশ উন্নয়ন
- কুড়িগ্রাম-রাজারহাট এবং রাজারহাট-তিস্তা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

সেতু নির্মাণ প্রকল্প

- মতলবে ধনাগোদা নদীর উপর ব্রীজ (মতলব সেতু) নির্মাণ
- সোনাগাজী-ওলামাবাজার-চরদরবেশপুর-কোম্পানীগঞ্জ মহাসড়কে ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে ছোট ফেনী নদীর ওপর ৪৭৮.১৭১ মিটার পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ
- ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক মহাসড়কের ৭২তম কিলোমিটারে বানার নদীর ওপর ২৮২.৫৫৮ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ
- বগুড়া-সারিয়াকান্দি মহাসড়কের ০৩টি বেইলী সেতু প্রতিস্থাপন (২টি সেতু, ১টি কালভার্ট) ও ১টি ক্ষতিগ্রস্থ আরসিসি সেতু পুনর্নির্মাণ
- জামালপুর-মাদারগঞ্জ মহাসড়কে ৩টি পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্প

- ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার সেনানিবাসস্থ শ্যুটিং ক্লাব পয়েন্টে আন্ডারপাস নির্মাণ

অন্যান্য প্রকল্প

- নবী নগর ডিইপিজেড কালিয়াকৈর (চন্দ্রা) জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে পানি নিস্কাশন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে পাঁকা ড্রেন নির্মাণ
- Study on Road Safety Hazards Including Design of Countermeasures At Intersection on National and Regional Highways of Bangladesh
- টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ডিটেইল্ড স্টাডি এন্ড ডিজাইন অফ ঢাকা-চিটাগাং এক্সপ্রেস ওয়ে অন পিপিপি বেসিস
- ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম

- জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে হাইওয়ে পুলিশ ও দুর্ঘটনা রিসার্চ ইন্সটিটিউট, বুয়েট কর্তৃক চিহ্নিত ১০৮টি দুর্ঘটনা প্রবণ স্থান ও মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করিডোরে প্রয়োজনীয় সাইন-সিগনাল, রোড মার্কিং স্থাপনের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও মহাসড়ক নেটওয়ার্কে অবস্থিত ৭৫২টি ইন্টারসেকশন উন্নয়নের নিমিত্ত গৃহীত স্টাডি প্রকল্পের আওতায় ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে এবং জাতীয় পর্যায়ে ২টি রোড সেফটি বিষয়ক মতবিনিময় কর্মশালা ও ১০টি জোনাল রোড সেফটি ট্রেনিং সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- পণ্যবাহী গাড়ি চালকদের বিশ্রামহীনতা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনা রোধকল্পে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার নিমসার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের হবিগঞ্জের জগদীশপুর, ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের পাঁচিলা ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মাগুড়ার লক্ষ্মীকান্দর-এ আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত ৪টি বিশ্রামাগার নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কল কারখানায় যাতায়াতে ঝুঁকিপূর্ণ সড়ক ব্যবহারকারীগণের জন্য সেফটি জোন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরো একটি প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট ৩.৬ অর্জন অর্থ্যাৎ ২০২০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনার হার অর্ধেক নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর National Road Safety Strategic Action Plan (2017-20) অনুযায়ী প্রকৌশলগত বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে ‘সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কারিগরি নির্দেশিকা’ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এ নির্দেশিকার অনুসরণে প্রতি জোনে ১টি করে ০১ দিনের কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে ৬৪টি বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এদের মধ্যে কারিগরি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি), পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ভূমি ব্যবস্থাপনা, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ই-ফাইলিং, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, আরটিআই ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব প্রশিক্ষণের আওতায় এ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ১৭৭২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এ সকল প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কাজের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

অর্জন ও স্বীকৃতি

জনপ্রশাসন পদক ২০১৯

সড়ক/ মহাসড়কে পিরিয়ডিক মেইন্টেন্যান্স প্রোগ্রাম (পিএমপি) মেজর (সড়ক) কার্যক্রমে গতানুগতিক পদ্ধতির উন্নয়ন/ উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মহাসড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস করার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৬ পর্যন্ত চান্দাইকোনা হতে রংপুর পর্যন্ত মোট ১৪৪ কিলোমিটার মহাসড়ক খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল। পুরাতন পদ্ধতিতে সাধারণত মহাসড়কের বিদ্যমান বিটুমিনাস লেয়ার এর উপর ৫০ মিলিমিটার পুরুত্বের নতুন ওভারলে কাজ করা হত। কিন্তু প্রায়ই পুরাতন এবং নতুন বিটুমিনাস স্তরের সংযোগস্থলে Bonding Failure হচ্ছিল। এর ফলে একদিকে যেমন মহাসড়কের স্থায়িত্ব কমছিল, অন্যদিকে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমতাবস্থায়, নতুন পদ্ধতিতে পুরাতন বিটুমিনাস স্তর তুলে ফেলে Re-cycling করে আবার সড়কে ওভারলে করা হয়। এর ওপর নতুনভাবে বিটুমিনাস ওভারলে করা হয়। এ পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে উক্ত মহাসড়কের সংস্কার ব্যয় ২.৬০ কোটি থেকে কমে ১.১০ কোটি হয়েছে। একই সাথে মেরামত কাজের স্থায়িত্ব বেড়েছে প্রায় ২ বছর। পাশাপাশি Re-cycling এর মাধ্যমে সড়কের পুরাতন মালামাল Re-use করায় পরিবেশবান্ধব হয়েছে এবং আমদানি নির্ভর মেরামত কার্যক্রমে পাথর আমদানিতে সাশ্রয় ঘটেছে । এ উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োগের স্বীকৃতিস্বরুপ কারিগরি ক্ষেত্রে দলগত শ্রেণিতে জেলা পর্যায়ে ২০১৯ সালের জনপ্রশাসন পদক প্রাপ্ত হন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বগুড়া সড়ক সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ সাদেকুল ইসলাম, রংপুর সড়ক সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মাহবুবুল আলম খান, গাইবান্ধা সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আসাদুজ্জামান, বগুড়া সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুজ্জামান, রংপুর সড়ক উপবিভাগ-২ এর উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মোঃ ফিরোজ আখতার।

কারিগরি ক্ষেত্রে দলগত শ্রেণিতে জেলা পর্যায়ে ২০১৯ সালের জনপ্রশাসন পদক প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ

বাংলাদেশে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের মধ্যে বর্ষসেরা প্রকল্প

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় চলমান "সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পঃ জয়দেবপুর- চন্দ্রা- টাংগাইল- এলেংগা মহাসড়ক উন্নয়ন" প্রকল্পটি বাংলাদেশে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে চলমান ৫৩ টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে বর্ষসেরা প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মোট আটটি ক্যাটাগরির মধ্যে Social Development and Social Safeguard এবং Exemplary Disbursement Performance এই দুটো ক্যাটাগরিতে প্রকল্পটি সেরা প্রকল্পের স্বীকৃতি পেয়েছে। Innovation and High Technology ক্যাটাগরিতে প্রকল্পটি পেয়েছে দ্বিতীয় সেরার মর্যাদা। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে Overall Best Category Project হিসেবে বর্ষসেরার স্বীকৃতি প্রাপ্ত এই প্রকল্প টিমকে ট্রফি তুলে দেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী।

পুরষ্কার মঞ্চে সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প এর কর্মকর্তাগণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

প্রতিবেদনাধীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩৮টি স্থাপনা/কার্যক্রম উদ্বোধন করেন (পরিশিষ্ট-খ)।

উল্লেখযোগ্য স্থাপনা/কার্যক্রমের ছবি:

শীতলক্ষ্যা সেতু (২য় কাচপুর সেতু), নারায়ণগঞ্জ

২য় মেঘনা সেতু, মুন্সিগঞ্জ

২য় গোমতী সেতু, মুন্সিগঞ্জ

কোনাবাড়ি ফ্লাইওভার

ফতেহপুর রেলওয়ে ওভারপাস, ফেনী

ছোট ফেনী নদী সেতু, নোয়াখালী

মোড়াইল রেলওয়ে ওভারপাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়ক, কুষ্টিয়া

ভুলতা ফ্লাইওভার (ঢাকা বাইপাস লুপ)

আত্রাই সেতু, পাবনা

আমুয়া সেতু, ঝালকাঠি

নিমাইচড়া সেতু, পাবনা

কাটাখাল সেতু, পাবনা

৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর নির্মাণ কাজ, পিরোজপুর

ধোলাইখাল সেতু, পাবনা

মোক্তারপুর চরসিন্দুর সেতু, নরসিংদী

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

চন্দ্রা ফ্লাইওভার

জারিয়া সেতু, নেত্রকোনা

মগড়া সেতু, নেত্রকোনা

বালাই সেতু, নেত্রকোনা

বনগাঁও-নুন্নী-হাতিপাগাড় মহাসড়ক, শেরপুর

নকলা-নলিতাবাড়ি-নাকুগাঁও মহাসড়ক, শেরপুর

হাতিপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়াকামালপুর মহাসড়ক

লতিফপুর ফ্লাইওভার, গাজীপুর

বাইমাইল সেতু, গাজীপুর

দেওহাটা আন্ডারপাস

কড্ডা-১ সেতু, গাজীপুর

কালিয়াকৈর আন্ডারপাস

ঘারিন্দা আন্ডারপাস

উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহের বিবরণ

পাবনা জেলায় নিমাইচড়া সেতু, কাটাখাল সেতু, আত্রাই সেতু ও ধোলাইখাল সেতু

পাবনা জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করার নিমিত্ত চাটমোহর-হান্ডিয়াল-হামকুড়িয়া মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটির ২৮তম কিলোমিটারে আত্রাই নদীর ওপর ৮.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১৭.৩৫ মিটার দীর্ঘ আত্রাই সেতু, ৩০তম কিলোমিটারে গোমানী নদীর ওপর ১৮.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭৩.৭৪ মিটার দীর্ঘ নিমাইচড়া সেতু, ৩৩তম কিলোমিটারে ১৩.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬৫.৮৭ মিটার দীর্ঘ কাটাখাল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাঁধেরহাট-খয়েরচর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটির ৭ম কিলোমিটারে ৩৪.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১৬.৩৪ মিটার দীর্ঘ ধোলাইখাল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ জুলাই ২০১৮ তারিখে সেতুসমূহ শুভ উদ্বোধন করেন।

নিমাইচড়া সেতু

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ফেনী জেলায় ফতেহপুর রেলওয়ে ওভারপাস

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ফতেহপুর অংশে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ফেনী জেলার ফতেহপুরে ৬৮.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৬.৭৯ মিটার দৈর্ঘ্যের 'ফতেহপুর রেলওয়ে ওভারপাস' নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ আগস্ট ২০১৮ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওভারপাসটির শুভ উদ্বোধন করেন।

ফতেহপুর রেলওয়ে ওভারপাস

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনা

জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ আগস্ট ২০১৮ তারিখে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২৩টি সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়া, ২৫ মে ২০১৯ তারিখে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২০১০ মিটার দীর্ঘ কোনাবাড়ি ফ্লাইওভার, ৬৬০ মিটার দীর্ঘ চন্দ্রা ফ্লাইওভার, ৭০ মিটার দীর্ঘ কড্ডা-১ সেতু ও ১২১ মিটার দীর্ঘ বাইমাইল সেতু এবং কালিয়াকৈর, দেওহাটা, মির্জাপুর, ঘারিন্দা আন্ডারপাসের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২৩টি সেতু এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী জেলায় ফতেহপুর রেলওয়ে ওভারপাস এর শুভ উদ্বোধন

কোনাবাড়ি ফ্লাইওভার

চন্দ্রা ফ্লাইওভার

ছোট ফেনী নদী সেতু

নোয়াখালী জেলায় সোনাগাজী-ওলামাবাজার-চরদরবেশপুর-কোম্পানীগঞ্জ মহাসড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে ছোট ফেনী নদীর ওপর ৭৩.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭৮.১৭১ মিটার ছোট ফেনী নদী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে ছোট ফেনী নদীর এপার-ওপারের যাতায়াত সহজতর হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেতুটি শুভ উদ্বোধন করেন।

ছোট ফেনী নদী সেতু

মোক্তারপুর চরসিন্দুর সেতু

নরসিংদী জেলার গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়কের শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ১২৮.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫১০.৪০২ মিটার মোক্তারপুর চরসিন্দুর সেতু নির্মাণ করা হয়, এর ফলে রাজধানী ঢাকা ও গাজীপুর মহানগরীকে বাইপাস করে নরসিংদী জেলার ইটাখোলা নামক স্থান দিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ উন্নততর হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০১ নভেম্বর ২০১৮ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেতুটির শুভ উদ্বোধন করেন।

মোক্তারপুর চরসিন্দুর সেতু

আমুয়া সেতু

ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়কের ৩২তম কিলোমিটারে ২১৭.৬৮ মিটার আমুয়া সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলা ও বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেতুটির শুভ উদ্বোধন করেন।

আমুয়া সেতু

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মোড়াইল রেলক্রসিং এর ওপর নির্মিত রেলওয়ে ওভারপাস

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মোড়াইল রেলক্রসিং এর ওপর ৭৭.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৯৬.৪২ মিটার দীর্ঘ মোড়াইল রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ করা হয়। এতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের যান চলাচল সহজতর হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওভারপাসটি শুভ উদ্বোধন করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মোড়াইল রেলক্রসিং এর উপর নির্মিত রেলওয়ে ওভারপাস

কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীন ৪-লেন বিশিষ্ট শীতলক্ষ্যা সেতু (২য় কাঁচপুর), ২য় মেঘনা সেতু ও ২য় গোমতী সেতু

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটারে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৩৯৭.৩০ মিটার শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ১৬ মার্চ ২০১৯ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেতুটি শুভ উদ্বোধন করেন। একই মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে মেঘনা নদীর ওপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ ২য় মেঘনা সেতু এবং ৩৭তম কিলোমিটারে গোমতী নদীর ওপর ১৪১০ মিটার দীর্ঘ ২য় গোমতী সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫ মে ২০১৯ তারিখ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ সেতুদ্বয় শুভ উদ্বোধন করেন। এ তিনটি সেতু নির্মাণের ফলে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাতায়াতে অভূতপূর্ব স্বস্তি এসেছে।

শীতলক্ষ্যা সেতু (২য় কাঁচপুর সেতু)

২য় মেঘনা সেতু

২য় গোমতি সেতু

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ভূলতায় ফ্লাইওভার (ঢাকা বাইপাস অংশ)

ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা বাইপাস জাতীয় মহাসড়ক এবং ভূলতা-রূপগঞ্জ ও ভূলতা-আড়াইহাজার আঞ্চলিক মহাসড়ক এর সংযোগস্থল ভূলতা বাজার এলাকার যানজট নিরসনে ৩৫৩.৩৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২৩৮ মিটার দীর্ঘ ৪-লেন বিশিষ্ট গ্রেড সেপারেটেড ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উক্ত ফ্লাইওভারের ৬১১ মিটার দীর্ঘ ঢাকা বাইপাস লুপ অংশটি শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত ভূলতা ফ্লাইওভার (ঢাকা বাইপাস লুপ)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রতিবেদনাধীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫টি স্থাপনা/কার্যক্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এগুলোর তালিকা পরিশিষ্ট-গ তে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল:

জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকায় রেলওয়ে ওভারপাস

জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকায় যানজট নিরসনের উদ্দেশ্যে ২১৯.৭১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭৩৮.৪০৬ মিটার রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ওভারপাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকায় নির্মাণাধীন রেলওয়ে ওভারপাস

শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন প্রকল্প

নেত্রকোনা জেলার পর্যটনসমৃদ্ধ বিরিশিরি ও দুর্গাপুর এর সাথে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার নিমিত্ত ৩১৬.০২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৬.৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ০২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে এ প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

জামালপুর-চেচুয়া-মুক্তাগাছা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

জামালপুর জেলা সদরের সাথে ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদরের মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৪৬০.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-চেচুয়া-মুক্তাগাছা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে এ মহাসড়ক উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

জামালপুর-চেচুয়া-মুক্তাগাছা মহাসড়কের চলমান উন্নয়ন কাজ

টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক, করটিয়া-বাসাইল জেলা সড়ক এবং পাকুল্লা-দেলদুয়ার-এলাসিন অংশকে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প

টাঙ্গাইল জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করার নিমিত্ত ১৪০.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক, করটিয়া-বাসাইল জেলা মহাসড়ক এবং পাকুল্লা-দেলদুয়ার-এলাসিন মহাসড়ক ৩টিকে জেলা মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে এ প্রকল্পের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

পাকুল্লা-দেলদুয়ার-এলাসিন জেলা মহাসড়কের চলমান উন্নয়ন কাজ

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

প্রতিবেদনাধীন সময়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হেমায়েতপুরে সড়কবাতি সজ্জিতকরণ, ভবেরচর-গজারিয়া-মুন্সিগঞ্জ মহাসড়কের নির্মাণ কাজ, আহ্লাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক এর তালতলা হতে শিয়ালডাঙ্গী পর্যন্ত ৩৩.৩৯০ কিলোমিটার সড়কাংশ প্রশস্তকরণ ও পুনর্নির্মাণ, হাতিয়া উপজেলায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নবনির্মিত পরিদর্শন বাংলো উদ্বোধন করেন। এদের বিবরণ নিম্নরূপ:

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের হেমায়েতপুর ইন্টারসেকশনে সড়কবাতি স্থাপন

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধির নিমিত্ত হেমায়েতপুর ইন্টারসেকশন নির্মাণ করা হয়েছে। মহাসড়কে পথচারী ও যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে। এতে মহাসড়কের নিরাপত্তা ও নান্দনিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সড়ক দুর্ঘটনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ২৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধির নিমিত্ত হেমায়েতপুর ইন্টারসেকশনে সড়কবাতি স্থাপন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

ভবেরচর-গজারিয়া-মুন্সিগঞ্জ মহাসড়কের নির্মাণ কাজ

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ভবেরচর থেকে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৮০.০৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ভবেরচর-গজারিয়া-মুন্সিগঞ্জ জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে এ মহাসড়ক উন্নয়ন কাজের শুভ সূচনা করেন।

ভবেরচর-গজারিয়া-মুন্সিগঞ্জ জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের চলমান কাজ

আহ্লাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক এর তালতলা হতে শিয়ালডাঙ্গী পর্যন্ত ৩৩.৩৯০ কিলোমিটার সড়কাংশ প্রশস্তকরণ ও পুনর্নির্মাণ

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন) এর আওতায় রাজবাড়ি-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে এ মহাসড়ক উন্নয়ন কাজের শুভ সূচনা করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক রাজবাড়ি-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন

হাতিয়া উপজেলায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নবনির্মিত পরিদর্শন বাংলো

৮৮.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নোয়াখালী জেলার হাতিয়ায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে এ বাংলোটির শুভ উদ্বোধন করেন।

নোয়াখালীর হাতিয়ায় সড়ক পরিদর্শন বাংলো

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ঢাকার কল্যাণপুরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য ৫১.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি ১৪তলা বিশিষ্ট বাসভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ২৯ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে এ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য নির্মাণাধীন বাসভবনের চলমান কাজ

বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্প

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ১৩টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে (পরিশিষ্ট-ঘ)। তন্মধ্যে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ৮টি মেগা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

বাস্তবায়নাধীন বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট মেগা প্রকল্প

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম করিডোর দিয়ে যোগাযোগ আরও উন্নত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে ১১,৮৯৯.০১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর পর্যন্ত ১৯০.৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং একস্তর নিচু দিয়ে উভয়পার্শ্বে পৃথক সার্ভিসলেন নির্মাণের কাজ চলমান। এ মহাসড়কটি পরবর্তীতে ভারত ও নেপালের সাথে সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত বাংলাবান্ধা সীমান্ত পর্যন্ত এবং ভারত ও ভুটানের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বুড়িমারী সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। ঢাকা-বাংলাবান্ধা অংশ এশিয়ান হাইওয়ে-২ ও সাসেক করিডোর-৯ এবং ঢাকা-বুড়িমারী অংশ সাসেক করিডোর-৪ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের আওতায় ৮টি সড়ক নির্মাণ প্যাকেজ ছাড়াও হাটিকামরুলে একটি ইন্টারচেঞ্জ নির্মাণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সড়ক গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রোড অপারেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমও এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত আছে।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- নির্মাণ তদারকি পরামর্শক নিয়োগ সম্পন্ন
- ভূমি অধিগ্রহণ, পূনর্বাসন, ইউটিলিটি স্থানান্তর এবং বৃক্ষ অপসারণ কাজ চলমান
- ৮টি প্যাকেজের মূল্যায়ন এবং চূড়ান্ত অনুমোদন শেষে ৭টি ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি প্যাকেজের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন
- হাটিকামরুল ইন্টারচেঞ্জ এবং সওজ এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মিতব্য সড়ক গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ নকশা প্রণয়নের কাজ চলমান
- ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১০৭৮.২৬ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতি ৯.০৬ শতাংশ।

শীতলক্ষ্যা (২য় কাঁচপুর), ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ক্রমবর্ধমান যানবাহনের সংখ্যা বিবেচনায় বৈদেশিক সহায়তায় ৮,৪৮৬.৯৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একই মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট ৩টি সেতু যথাক্রমে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ শীতলক্ষ্যা (২য় কাঁচপুর সেতু), মেঘনা নদীর ওপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও গোমতী নদীর ওপর ১৪১০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা এবং ২য় গোমতি সেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যান চলাচলের জন্য শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে পুরাতন সেতুসমূহের পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৫০৯৮.৭৭ কোটি টাকা এবং সার্বিক অগ্রগতি ৬০.০৮ শতাংশ।

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত এবং নেপাল নিয়ে South Asia Sub-Reginal Economic Cooperation (SASEC) ফোরাম গঠন করা হয়েছে। এ আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরামের আওতায় ২১টি সড়ক করিডোর উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর হতে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়কটি উন্নয়নের জন্য নির্বাচন করা হয়।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট (ওএফআইডি), আবুধাবি ফান্ড ফর ডেভেলপমেণ্ট (এডিএফডি) এর অর্থায়নে জয়দেবপুর হতে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ৯টি উড়াল সড়ক, ৫৩টি সেতু, ৭৬টি কালভার্ট, ১৩টি আন্ডারপাস, ৩০টি যাত্রী ছাউনি, সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ও পথচারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে সড়কের উভয়পাশে ২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ড্রেনসহ ফুটপাত নির্মাণ কাজ চলমান। সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল মহাসড়কের উভয় পাশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য আলাদা লেন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় সড়ক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রাজধানী ঢাকার সাথে উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহের সড়ক যোগাযোগ নিরাপদ ও সুগম হবে।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ৬৫ কিলোমিটার মহাসড়কের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত
- ২৫টি সেতু ও ৬৫টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- ৯টি ফ্লাইওভারের মধ্যে কোনাবাড়ি, চন্দ্রা, লতিফপুর ও সোহাগপুর ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত এবং অবশিষ্ট ৫টি ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ চলমান
- ১৩টি আন্ডারপাসের মধ্যে কালিয়াকৈর, দেওহাটা, মির্জাপুর ও ঘারিন্দা আন্ডারপাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত এবং অবশিষ্ট ৯টি আন্ডারপাসের নির্মাণ কাজ চলমান
- সড়ক ভবনের পূর্ত কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে। বর্তমানে আনুষঙ্গিক কাজ চলমান রয়েছে।
- ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৩,৪৬৫.১৮ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতি ৬১.৯৫ শতাংশ।

জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক

আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক

৫০.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ভারতীয় Line of Credit (LOC) এর আওতায় ৩,৫৬৭.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের আওতায় ১৬টি সেতু, ০২টি রেলওয়ে ওভারপাস, ৩টি আন্ডারপাস, ৩৬টি কালভার্ট , ১০টি ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ করার সংস্থান রয়েছে।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

- পূর্ত কাজের প্যাকেজ ০১ ও ০২ এর কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ভারতের এক্সিম ব্যাংক হতে সম্মতি গ্রহণান্তে চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কাজের পরামর্শক নিয়োগ সম্পন্ন
- নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে চূড়ান্ত মূল্যায়ন চলমান
- ইউটিলিটি স্থানান্তর এবং ভূমি অধিগ্রহণ কাজ চলমান

ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP)

জাইকার অর্থায়নে ২ হাজার ৯ শত ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের পশ্চিমঞ্চলের ৮২টি ঝুঁকিপূর্ণ ও সরু সেতু পুনর্নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। ৫টি প্যাকেজের আওতায় ৫টি সড়ক জোনে ৬১টি সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং অবশিষ্ট ২১টি সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্যাকেজের বিবরণ নিম্নরূপ:

প্যাকেজ	জোন	সেতুর সংখ্যা	জেলার নাম	মন্তব্য
PW-01	রংপুর	২০টি	বগুড়া ৩টি, রংপুর ৪টি, জয়পুরহাট ২টি, গাইবান্ধা ২টি, দিনাজপুর ৬টি, নীলফামারী ১টি, পঞ্চগড় ২টি।	নির্মাণ কাজ চলমান
PW-02	রাজশাহী	১৬টি	সিরাজগঞ্জ ৮টি, নাটোর ১টি, পাবনা ৪টি, নওগাঁ ১টি, রাজশাহী ২টি।	নির্মাণ কাজ চলমান
PW-03	খুলনা	৯টি	বাগেরহাট ২টি, যশোর ১টি, ঝিনাইদহ ২টি, কুষ্টিয়া ৩টি, নড়াইল ১টি।	নির্মাণ কাজ চলমান
PW-04	বরিশাল	৯টি	বরিশাল ৭টি, পিরোজপুর ১টি, ঝালকাঠি ১টি।	নির্মাণ কাজ চলমান
PW-05	গোপালগঞ্জ	৭টি	ফরিদপুর ৬টি, মাদারীপুর ১টি।	নির্মাণ কাজ চলমান
PW-06N	রংপুর ও রাজশাহী	৮টি	ঠাকুরগাঁও ১টি, নীলফামারী ২টি, গাইবান্ধা ১টি, বগুড়া ২টি, সিরাজগঞ্জ ১টি, নাটোর ১টি।	দরপত্র মূল্যায়ন চলমান
PW-06S	খুলনা, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ	১৩টি	ঝিনাইদহ ১টি, নড়াইল ১টি, সাতক্ষিরা ১টি, মাগুরা ১টি, বরিশাল ৩টি, ফরিদপুর ১টি, শরীয়তপুর ৫টি।	দরপত্র মূল্যায়ন চলমান

ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১০৮১.০২ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতি ৩৭.১৩ শতাংশ।

ওয়েষ্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট এর আওতায় বরিশাল জেলায় নির্মাণাধীন রায়েরবাগ সেতু

ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)

জাইকার আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কে অবস্থিত সরু, ক্ষতিগ্রস্ত ও জরাজীর্ণ ১৬টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট প্রতিস্থাপন এবং এশিয়ান হাইওয়ের সর্বশেষ মিসিং লিংক কালনায় মধুমতি নদীর ওপর কালনা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ৩৬৮৪.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে।

সেতু ও কালভার্টসমূহের অবস্থান

ভাংগা-ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক	- ৫টি সেতু
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক	- ৪টি সেতু
রামগড়-বারৈয়ারহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক	- ১৫টি (৮টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট)

নির্মিতব্য ১৭টি সেতুর মধ্যে ৮টি সেতু ৪-লেন বিশিষ্ট ও ৯টি সেতু ২-লেন বিশিষ্ট। ৪-লেন বিশিষ্ট সকল সেতুর উভয় পাশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেন থাকবে। কালনা সেতু নির্মাণসহ অন্যান্য সেতুসমূহ প্রতিস্থাপিত হলে উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মধুমতি নদীর ওপর নির্মাণাধীন কালনা সেতু

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)

গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ দ্রুত গণপরিবহন ব্যবস্থা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোরিডোর স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে গাজীপুর সিটি করপোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় দ্রুত, নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য ৪,২৬৮.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। বিআরটি ব্যবস্থা চালু হলে গাজীপুর-এয়ারপোর্ট রুটে প্রতি দিকে প্রতি ঘন্টায় ২৫ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে এবং যাতায়াত সময় বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সওজ অংশ

- ৩২,০০০ মিটার ড্রেনের মধ্যে ১০,৫৫০ মিটার ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- ৭টি ফ্লাইওভারের মধ্যে ৬টি ফ্লাইওভারের Sub-Structure এর কাজ শেষে Super-Structure এর কাজ চলমান
- সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ চলমান

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ

- ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ টঙ্গী সেতুর ১৮৭১টি পাইলের মধ্যে ৪১২টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন

এলজিইডি অংশ

- গাজীপুর বাস ডিপোর নির্মাণ সম্পন্ন
- ১১৩টি সংযোগ সড়কের মধ্যে ৫৯টির কাজ সম্পন্ন

ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৯১৮.৮৮ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতি ২১.৫৩ শতাংশ।

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্পের আওতায় বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভার

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর চৌরাস্তায় প্রস্তাবিত ইন্টারচেঞ্জের প্রক্ষেপিত চিত্র

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ

ঢাকাসহ সারাদেশের সংগে পটুয়াখালী জেলার সড়ক যোগাযোগ উন্নত করার নিমিত্ত বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কে লেবুখালী নামক স্থানে পায়রা নদীর ওপর ১৪৪৭.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪-লেন বিশিষ্ট ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতু'র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সেতুটির স্প্যানের দৈর্ঘ ২০০ মিটার যা বাংলাদেশের নির্মিত/নির্মাণাধীন সেতুসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ। পদ্মা সেতু এবং এ সেতুটির নির্মাণ সমাপ্ত হলে ঢাকা থেকে সাগর কন্যা কুয়াকাটার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। ফলে কুয়াকাটায় দেশী-বিদেশী পর্যটকদের সমাগম বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, সেতুটি পায়রা বন্দরের পণ্য পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ভায়াডাক্ট সেতুর পাইলিং ও পিয়ার কনস্ট্রাকশন, মূল সেতুর ফাউন্ডেশন ডিজাইন রিভিউ, অতিরিক্ত টেস্ট পাইল, বরিশাল ও পটুয়াখালী প্রান্তের সুপার স্ট্রাকচারের আই গার্ডার কাজ সমাপ্ত
- ভায়াডাক্টের মোট ২৮টি ডেক স্লাবের মধ্য ১৩টি ডেক স্লাব এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- পটুয়াখালী প্রান্তে ভায়াডাক্ট সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ চলমান
- মূল সেতুর ৫২টি পাইলের ৪৬ টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন এবং ৫টি পিয়ারের মধ্যে ৩ টি পিয়ার পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন এবং একটি পিয়ারের উপর বক্স গার্ডার স্থাপনের কাজ চলমান
- ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৫৬০.৪৫ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতি ৩৮.৭৩ শতাংশ

নির্মাণাধীন লেবুখালী সেতুর ভায়াডাক্ট অংশ

বাস্তবায়নাধীন বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ

৮২১.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে কচা নদীর ওপর বেকুটিয়া পয়েন্টে ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি

- ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন
- প্রকল্পের নিরাপত্তার লক্ষ্যে আনসার নিয়োগসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ সম্পন্ন
- পিরোজপুর প্রান্তে ১২টি পাইল নির্মাণ সম্পন্ন
- উভয় প্রান্তে সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ চলমান
- ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১৭০.৫২ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতি ৩৩.৬৯ শতাংশ

৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের চলমান কাজ

মাতারবাড়ি কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ

জাইকার সহায়তায় ৬৫৯.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়া উপজেলার বদরখালী নামক স্থানের বদরখালী নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি হতে ইউনুস খালী পর্যন্ত ৫.৮৪ কি.মি. সড়ক নির্মাণ/পুনর্বাসন, কোহেলিয়া নদীর ওপর ৬৮০ মিটার দীর্ঘ একটি নতুন সেতু নির্মাণ, মাতারবাড়ী দ্বীপে ৭.৩৫৮ কিলোমিটার নতুন বাঁধ-কাম সড়ক এবং কক্সবাজারস্থ নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস নির্মাণ করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি

- রাজঘাট হতে মুহুরীঘোনা পর্যন্ত ৭.৩৫ কিলোমিটার বাঁধ-কাম সড়ক নির্মাণ এর লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত
- বদরখালী নৌ পুলিশ স্টেশন থেকে কোহেলিয়া সেতু পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ/পুনর্বাসন এবং কোহেলিয়া সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত
- নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, কক্সবাজার এর নতুন (৪ তলা) অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১২৪.৭২ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতি ১৮.৯০ শতাংশ

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, কক্সবাজার এর নতুন অফিস ভবন

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ

সৌদি আরবের অর্থায়নে ৫৯৯.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় সৈয়দপুর-মদনগঞ্জ পয়েন্টে ১৩০৯ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেতুটি নির্মিত হলে নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সাথে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও ও বন্দর উপজেলার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এছাড়া, পদ্মা সেতু নির্মাণের পর ঢাকা মহানগরীকে বাইপাস করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- নদীর ভিতর মূল সেতুর সকল পাইল ও ২টি পাইলক্যাপ এর কাজ সম্পন্ন
- সেতুর পশ্চিম প্রান্ত সৈয়দপুরে ভায়াডাক্ট অংশের সকল পাইল সহ পিয়ার ক্যাপ পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন
- ভায়াডাক্ট অংশের বক্স গার্ডার ও মূল সেতুর পিয়ারের নির্মাণ কাজ চলমান
- নদীর পূর্ব প্রান্তে মদনগঞ্জে অধিকাংশ পাইল এর কাজ সমাপান্তে পাইল ক্যাপ ও পিয়ার নির্মাণ কাজ চলমান
- ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৩২৮.১০ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতি ৫৪.৭৫ শতাংশ

নির্মাণাধীন ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু

সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ

আধুনিক ও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন সরঞ্জাম, ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন ক্রয়ের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ভারতীয় Line of Credit (LOC) এর আওতায় ৫৮৫.৮৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৭-২০ মেয়াদে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৬১৫টি যানবাহন ও ৪৭৮টি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, ৩টি পরিপূর্ণ ভ্রাম্যমান ল্যাবরেটরী, ৩১ সেট বিভিন্ন প্রকার ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং ০২টি রিগ মেশিন সংগ্রহ করা হবে।

কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

সাম্প্রতিক সময়ে মায়ানমার থেকে প্রচুর রোহিঙ্গা শরণার্থী কক্সবাজার জেলার টেকনাফে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এমতাবস্থায়, শরণার্থী শিবিরের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনে কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কে যান চলাচল ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর আর্থিক অনুদানে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের কক্সবাজার-টেকনাফ অংশের উন্নয়নের নিমিত্ত ৪৫৮.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দু'টি চুক্তির আওতায় মহাসড়কটির ৫০ কিলোমিটারের উন্নয়ন কাজ চলছে। ইতোমধ্যে এ অংশের নির্ধারিত ২২টি কালভার্টের মধ্যে ১০টি নির্মাণ এবং ৪৪ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, রক্ষাপ্রদ ও ড্রেন নির্মাণ কাজের ৭০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৩.০৭ শতাংশ।

কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের চলমান উন্নয়ন কাজ

৩য় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ

কুয়েত ফান্ডের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে নির্মিত শাহ আমানত (রঃ) সেতু (৩য় কর্ণফুলী সেতু) এর উভয় প্রান্তের যানজট নিরসনে ৩৪৬.৫৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেতুর চট্টগ্রাম প্রান্তে বহদ্দারহাট থেকে সেতু পর্যন্ত ৫.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে এবং কক্সবাজার প্রান্তে ৩.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ কাজ সমাপ্তির পথে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৯৬.৫৫ শতাংশ।

শাহ আমানত (রঃ) সেতু (৩য় কর্ণফুলী সেতু) এর সংযোগ মহাসড়ক

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

ঢাকা-পদ্মা সেতু-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

১০,৯৬৪.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৪.২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রাবাড়ী-মাওয়া (ইকুরিয়া বাবুবাজার লিংক রোডসহ) এবং পাঁচ্চর-ভাংগা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এটি হবে বাংলাদেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে। বাস্তব অগ্রগতি ৭১.৭৮ শতাংশ।

নির্মাণাধীন ঢাকা-পদ্মা সেতু-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে

পার্বত্য জেলায় সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ

১,৬৯৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ৪টি মহাসড়কের সমন্বয়ে ৩১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে।

থানচি-রেমাক্রি-মোদক-লিকরি মহাসড়ক নির্মাণ

বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারকরার পাশাপাশি Bangladesh China India Myanmar (BCIM) Economic Corridor এর বিকল্প রুট হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে ৪৬৯.৫৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ থানচি-রেমাক্রি-মোদক-লিকরি মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৫৯.৪৩ শতাংশ।

আলীকদম-জালানিপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহরী (লিকরি-নাপ্রাইতং) মহাসড়ক

৩৭৪.০১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৭.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ আলিকদম-জালানীপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহরী মহাসড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার হবে। একই সাথে এ মহাসড়কটি Bangladesh China India Myanmar (BCIM) Economic Corridor এর বিকল্প রুট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৮৬.৫০ শতাংশ।

বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু মহাসড়কে চেংগী নদীর ওপর নানিয়ারচর সেতু নির্মাণ

রাঙ্গামাটি জেলা সদরের সাথে নানিয়ারচর ও লংগদু উপজেলার সরাসরি মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যে ১৫৭.২১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে চেংগী নদীর ওপর ৫০০ মিটার দীর্ঘ নানিয়ারচর সেতু নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৯০.৫৩ শতাংশ।

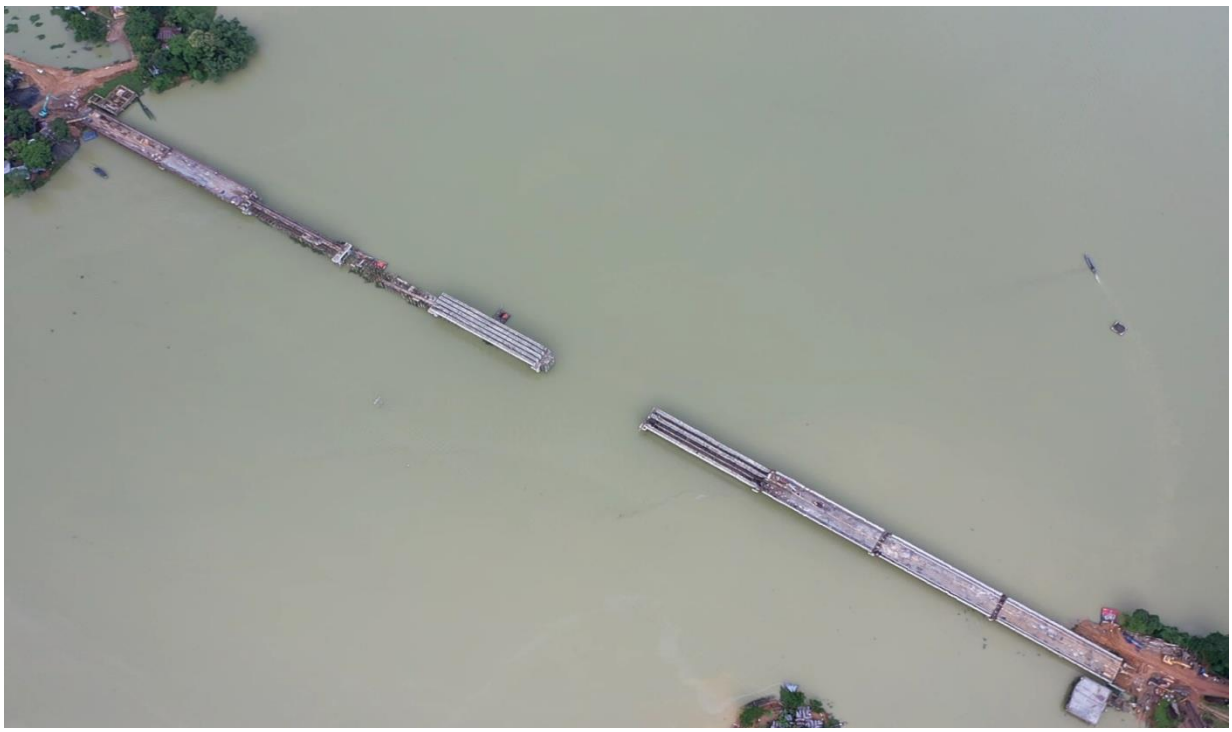

নির্মাণাধীন নানিয়ারচর সেতু

কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান, প্রশস্ততা ও উচ্চতায় উন্নীতকরণ

বান্দরবান জেলার সাথে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ২৩৫.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান, প্রশস্ততা ও উচ্চতায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতি বর্ষা মৌসুমে মহাসড়কটির বাজালিয়া-বড়দুয়ারা পয়েন্টে পানিতে নিমজ্জিত অংশ এ প্রকল্পের আওতায় উঁচু করা হবে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৯.৯৬ শতাংশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ৬০টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তম্মধ্যে ৩টি প্রতিশ্রুতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৭টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং Periodic Maintenance Programme (PMP)-এর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৭১টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৪১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। অবশিষ্ট ১০টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের নিমিত্ত বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রতিশ্রুতির বিপরীতে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে শহীদ শেখ কামাল, শহীদ শেখ জামাল ও শহীদ শেখ রাসেল সেতু, পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক নির্মাণ, নেত্রকোণা জেলায় মদন-খালিয়াজুরি সাবমার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণসহ বালাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মৌড়াইল রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, আশুগঞ্জ-নবীনগর সড়ক পাকাকরণ, নারায়ণগঞ্জে বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ, কুড়িগ্রাম জেলায় দুধকুমর নদীর ওপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ, সুনামগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর রানীগঞ্জ সেতু নির্মাণ এবং পায়রা নদীর ওপর লেবুখালী সেতু নির্মাণ ইত্যাদি অন্যতম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বিবরণী প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ পরিশিষ্ট-ঙ তে প্রদান করা হয়েছে।

পিপিপি (Public Private Partnership) কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৮টি প্রকল্প Public Private Partnership (PPP) এর আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত ছিল। প্রকল্পসমূহ পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের জন্য যাচাই-বাছাই চলছে। এ পর্যন্ত পিপিপি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ:

- উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ২৩৬.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সাপোর্ট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) শীর্ষক লিংক প্রজেক্ট বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে ২১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে এট গ্রেড ও এলিভেটেড সমন্বয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে বিস্তারিত সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে। বিনিয়োগকারী নির্বাচনের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে Transaction Advisor নিয়োগ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য Link Project অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

- উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) পিপিপি ভিত্তিতে ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি অনুমোদন করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত বিনিয়োগকারীদের নিকট RFP ডকুমেন্ট ইস্যু করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের জন্য একটি Link Project এর DPP প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

- একস্তর নিচু দিয়ে উভয়পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ক ৮-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত CCEA কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষের দপ্তরে Transaction Advisor নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- একস্তর নিচু দিয়ে উভয়পাশে পৃথক সার্ভিসলেন ও মাঝে ৫.০০ মিটার মিডিয়ানসহ ৬৭.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা সার্কুলার রুট: ২য় অংশ (আব্দুল্লাহপুর-ধউর-বিরুলিয়া-গাবতলী-বাবু বাজার-চাষাড়া-সাইনবোর্ড) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের Detailed Environmental Examination (DEE), Environmental Impact Assessment (EIA), Feasibility Study এবং Detailed Design সমাপ্ত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের জন্য লিংক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- পিপিপি পদ্ধতিতে উভয় পাশে সার্ভিসলেন নির্মাণসহ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ৪-লেনে উন্নীতকরণ-এর লক্ষ্যে CCEA কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন করা হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষের দপ্তরে Transaction Advisor নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে।

ডিজিটাল কার্যক্রম

ডিজিটাল আর্কাইভ সিস্টেম

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন দপ্তর, মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়, বিভিন্ন প্রকল্প, সেতুর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ Available নথিসমূহ ডিজিটালাইজ করার জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ সিস্টেম এ সংরক্ষন হচ্ছে। ফলে প্রয়োজনীয় নথিসমূহ সহজে এবং দ্রুত খুঁজে পাওয়া যাবে। ডিজিটাল আর্কাইভ করার মাধ্যমে নথির গোপনীয়তা সংরক্ষিত থাকবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে নষ্ট হওয়া বা দূর্ঘটনায় পুড়ে যাওয়া এমনকি সম্পূর্ণ রূপে ব্যবহারের অনুপযোগী ডকুমেন্ট সমূহ ব্যবহারের উপযোগী করে সংরক্ষণ করা সম্ভব । প্রয়োজন অনুযায়ী ডকুমেন্ট সমূহ Serching এর মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে।

Tenderer Database Management System

এ অধিদপ্তরের ক্রয় কাজে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারগণের কর্মদক্ষতা সহজ, সঠিক, দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে মূল্যায়ন করার নিমিত্তে ঠিকাদারগণের একটি পরিপূর্ণ ডাটাবেইজ, Tenderer Database Management System (TDMS) তৈরী করা হয়েছে।

ই-জিপি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪,৬২৯টি দরপত্র ই-জিপি পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে ।

প্রজেক্ট মনিটরিং সিষ্টেম

বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (ADP) পাশাপাশি সরকারী বরাদ্দকৃত প্রকল্প, উপ প্রকল্প এবং প্রকল্পের উপাদান এর তথ্য প্রজেক্ট মনিটরিং সিষ্টেম (PrMS) এর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও মনিটরিং করা হয়।

এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র

মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ Axle Load Control Station এর কর্মকান্ড ওয়েব বেজড রিমোট মনিটরিং সিস্টেম এর আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মেঘনা, গোমতী, বাথুলী ও সীতাকুন্ডে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপন

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিনিয়ত মহাসড়কের পাশের জায়গায় বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ দপ্তর কর্তৃক মহাসড়কের পাশে বিভিন্ন জাতের সর্বমোট ৪,৬৪,৮০০টি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। এটি একদিকে যেমন মহাসড়কের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবে, অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর তথা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি অবৈধ দখলদার থেকে বিমুক্তকরার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে এ দপ্তরে কর্মরত এষ্টেট ও আইন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯৫৩.১১ একর সওজ এর সরকারি ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে।

জোনভিত্তিক কার্যক্রম

ঢাকা জোন

ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও নরসিংদী সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে ঢাকা সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ৬৮টি জেলা মহাসড়ক, ৩৪টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১৪টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ১৮০০.২৯ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ঢাকা	৭৭.৩৩	৭৬.৯৩	১১১.৬৩	২৬৫.৮৯
গাজীপুর	১০৩.০৭	২১১.১৩	৯৮.৫৪	৪১২.৭৪
মানিকগঞ্জ	৭৩.৩৩	৬০.৭৮	৮৬.৫৬	২২০.৬৭
নারায়ণগঞ্জ	৭৭.৮৫	৮৫.১৪	৬৩.৫১	২২৬.৫
মুন্সীগঞ্জ	৩৩.৫৭	১০৩.১৮	১৮৮.৪১	৩২৫.১৬
নরসিংদী	৫২.৬১	১০৪.৪৯	১৯২.২৩	৩৪৯.৩৩
সর্বমোট	**৪১৭.৭৬**	**৬৪১.৬৫**	**৭৪০.৮৮**	**১৮০০.২৯**

ঢাকা সড়ক জোনের আওতায় কংক্রিট সেতু ৪৭৬টি (৩১,৬০২.৫৯ মিটার), বেইলী সেতু ১১২টি (৪৬৩৬.৭২ মিটার), ৭৫৮টি কালভার্ট (৫,৩৫৯.২৮ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ১২টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৫১৪.৬৩ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

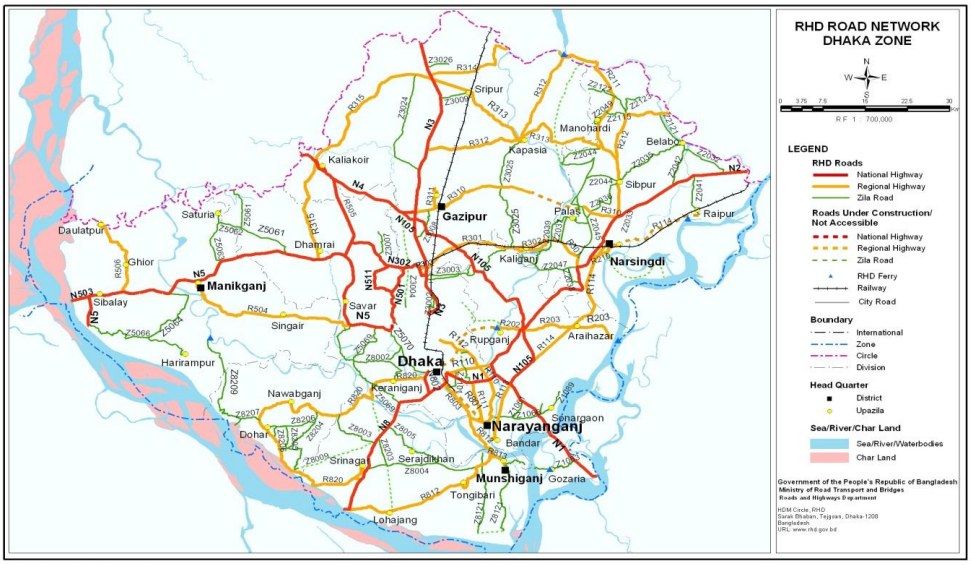

ঢাকা জোনের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ঢাকা জোনে ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ৩০৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩০৩৫.৭৮ কোটি টাকা (৯৯.৯৯%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার সেনানিবাসস্থ শ্যুটিং ক্লাব পয়েন্টে আন্ডারপাস নির্মাণ

২৬.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা- আরিচা মহাসড়কের সাভার সেনানিবাসস্থ শ্যুটিং ক্লাব পয়েন্টে আন্ডারপাস নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে এ মহাসড়কের উভয় পাশে অবস্থিত সেনানিবাসের মধ্যে যাতায়াত নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন হয়েছে।

টঙ্গী-কালিগঞ্জ-ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা আঞ্চলিক মহাসড়কের শহীদ ময়েজউদ্দিন সেতু হতে পাঁচদোনা পর্যন্ত অংশ জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ

৭২.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে টঙ্গী-কালিগঞ্জ-ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা আঞ্চলিক মহাসড়কের শহীদ ময়েজউদ্দিন সেতু হতে পাঁচদোনা পর্যন্ত ৮.০ কিলোমিটার অংশ জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০১৯-এ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ উন্নততর হয়েছে।

টঙ্গী-কালিগঞ্জ-ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা আঞ্চলিক মহাসড়ক

নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা জাতীয় মহাসড়কে ড্রেন নির্মাণ

নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানের জলাবদ্ধতা নিরসনে ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পাকা ড্রেন নির্মাণ প্রকল্পটি জুন ২০১৯-এ সমাপ্ত হয়েছে।

নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত ড্রেন

চলমান প্রকল্প

ঢাকা- এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমীজউদ্দিন ক্যন্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ

সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায়ে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা- এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমীজউদ্দিন ক্যন্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের পাশে অবস্থিত শহীদ রমীজউদ্দিন ক্যন্টনমেন্ট স্কুল, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালসহ এ এলাকায় সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (ঢাকা জোন):

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত ঢাকা জোনে ৫৯১.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১৩৪.২০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭৯.৭৬ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
গাজীপুর	মাওনা-শ্রীপুর-গজসিংগা-হাতিরদিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৭.০০
	গফরগাঁও-বরমী-মাওনা আঞ্চলিক মহাসড়ক	১৯.০০
	টংগী-কালীগঞ্জ-(ঘোড়াশাল)-পাঁচদোনা আঞ্চলিক মহাসড়ক (পুরাতন অংশ)	২৪.৪০
নারায়ণগঞ্জ	ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	১৮.০০
	নয়াপুর-আড়াইহাজার-নরসিংদী-রায়পুরা আঞ্চলিক মহাসড়ক	১৬.৩০
নরসিংদী	ইটাখোলা-মঠখোলা-কটিয়াদী আঞ্চলিক মহাসড়ক	১৬.০০
	নয়াপুর-আড়াইহাজার-নরসিংদী-রায়পুরা আঞ্চলিক মহাসড়ক	১৩.৫০

উন্নয়নকৃত নয়াপুর-আড়াইহাজার-নরসিংদী-রায়পুরা আঞ্চলিক মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঢাকা জোন)

ঢাকা জোনের আওতাধীন ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগের মোট ১৩৩.৪৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৫৮.৪৪ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি ১টি সেতু এবং ৩৯টি কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৫.০৭ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ঢাকা	ভাষানটেক-দেওয়ানপাড়া-কালসি জেলা মহাসড়ক	৩.২৯০
	জিরাবো-তৈয়বপুর-দিয়াখালী-তাজপুর জেলা মহাসড়ক	৬.৬৪০
	মাতুয়াইল-নিউটাউন-কোনাপাড়া-মানিকদি-শেখের জায়গা জেলা মহাসড়ক	৪.১০০
	তুরাগ-রুহিতপুর-বাউরভিটা জেলা মহাসড়ক	১৬.২০০
নরসিংদী	শিবপুর-দুলালপুর-লাকপুর-হাতিরদিয়া জেলা মহাসড়ক	১৬.৮০০
	শিবপুর-দরিয়াপুর-কামরাবো-বেলাবো জেলা মহাসড়ক	১৫.৬৩০
	ঘোড়াশাল টান ষ্টেশন-ধলাদীয়া-পলাশ (গাবতলী)-ফুলবাড়ীয়া চরসিন্দুর জেলা মহাসড়ক	১২.৫০০
	জিহাসতলা-শেখেরচর জেলা মহাসড়ক	৪.৫০০
গাজীপুর	শ্রীপুর-বৈরাগীরচালা জেলা মহাসড়ক	৫.৩৭৬
	কালিগঞ্জ-তুমুলিয়া-উলুখোলা জেলা মহাসড়ক	৬.৯৫৭
	মাওনা (এমসি বাজার)-শিশুপল্লী জেলা মহাসড়ক	৪.০১৫
মুন্সীগঞ্জ	তুরাগ-রুহিতপুর-বাউরভিটা জেলা মহাসড়ক	৬.৬০০
	নিমতলী-সিরাজদীখান-কাকালদী জেলা মহাসড়ক	৭.৫০০
	শ্রীনগর (হাসাড়া)-আলমপুর-শ্রীবরামপুর (সিরাদীখান)-নওয়াবগঞ্জ (কাসুর) জেলা মহাসড়ক	৩.৯৫০
মানিকগঞ্জ	বানিয়াজুরী-ঝিটকা-হরিরামপুর জেলা মহাসড়ক	৬.৯৪০
	গোলড়া-সাটুরিয়া জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১২.৪১০

গোলড়া-সাটুরিয়া জেলা মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

পাঁচদোনা-ডাংগা-ঘোড়াশাল মহাসড়ককে উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন

৯৩৭.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাঁচদোনা-ডাংগা-ঘোড়াশাল মহাসড়ককে উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়নের নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪৮.৫৩ শতাংশ।

জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক উন্নয়ন

জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়কটিকে উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৭২.৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটারে উন্নীত করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৯.৯৩ কোটি টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৯.৩৬ শতাংশ।

জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজ

যাত্রাবাড়ী (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-ডেমরা (সুলতানা কামাল সেতু) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

দেশের পূবাঞ্চল থেকে রাজধানী ঢাকায় আগমন ও নির্গমনকারী যানবাহনের চলাচলের সুবিধার্থে ৩৬৮.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৮.৪৪৫ কিলোমিটার সার্ভিস লেন নির্মাণসহ ৫.৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হবে।

মাওনা-ফুলবাড়িয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) মহাসড়ক উন্নয়ন

২৮২.২২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫১.৯৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মাওনা-ফুলবাড়িয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৯.৬৯ শতাংশ।

মাওনা-ফুলবাড়িয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

ঢাকা থেকে বিকল্প রুটে মানিকগঞ্জ জেলায় যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে ৩১.০৭ কিলোমিটার দীর্ঘ হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়নের নিমিত্ত ২৫৫.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭০.৫১ শতাংশ।

হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ

ঢাকা থেকে গাজীপুর জেলার সালনা হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ২২৪.২৪ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪২.০৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৮.৯৬ শতাংশ।

সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রিজিড পেভমেন্ট

ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্প

জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (ঢাকা জোন)

ঢাকা সড়ক জোনের আওতাধীন বিভিন্ন মহাসড়কে বিদ্যমান জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতু প্রতিস্থাপন করে ৬৪টি পিসি গার্ডার এবং ১৪টি আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ১১৯২.৮৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কেরানীগঞ্জ (সৈয়দপুর)-হাসাড়া-বিরতারা-সিংগাড়া-কাজলপুর-নাগেরহাট মহাসড়ক উন্নয়ন

সম্ভাব্য ৩২৩.৯৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৯.০ কিলোমিটার দীর্ঘ কেরানীগঞ্জ (সৈয়দপুর)-হাসাড়া-বিরতারা-সিংগাড়া-কাজলপুর-নাগেরহাট মহাসড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ঢাকা সড়ক জোনের আওতায় ৩২৩.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ঢাকা জোনে ৮২.১৯ কিলোমিটার ওভারলে, ৩৮.০০ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ২.১৪ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৪৩.৮৬ কিলোমিটার কার্পেটিং, ১১৪.১০ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ১১টি সেতু ও ১৯টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

পিএমপি (সড়ক) এর আওতায় নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়কে চলমান সংস্কার কাজ

ময়মনসিংহ জোন

ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও টাংগাইল সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে ময়মনসিংহ সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ৮০টি জেলা মহাসড়ক, ১৫টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১২টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২,৫৫৯.৩০ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
জামালপুর	১৯.৭৩	১২২.০৫	২১০.০৪	৩৫১.৮২
কিশোরগঞ্জ	৩.২৭	১৩৭.৪৯	২৭৬.৪৪	৪১৭.২
ময়মনসিংহ	১০১.৯১	৯২.৭৭	৩৭৪.৬১	৫৬৯.২৯
নেত্রকোণা	-	৫২.৬৪	৩১৬.২	৩৬৮.৮৪
শেরপুর	২৮.০০	৬৩.২৮	১৮১.২৭	২৭২.৫৫
টাঙ্গাইল	১৩২.৯২	৫৭.৭৬	৩৮৮.৯২	৫৭৯.৬
সর্বমোট	**২৮৫.৮৩**	**৫২৫.৯৯**	**১৭৪৭.৪৮**	**২৫৫৯.৩**

ময়মনসিংহ সড়ক জোনের আওতায় ৩৬৯টি কংক্রিট সেতু (২১৬২২.০১ মিটার), ৬১টি বেইলী সেতু (৪৬৩৬.৭২ মিটার), ১৭২২টি কালভার্ট (৭৮৬৩.৪০ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৭টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৮.৯৩ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

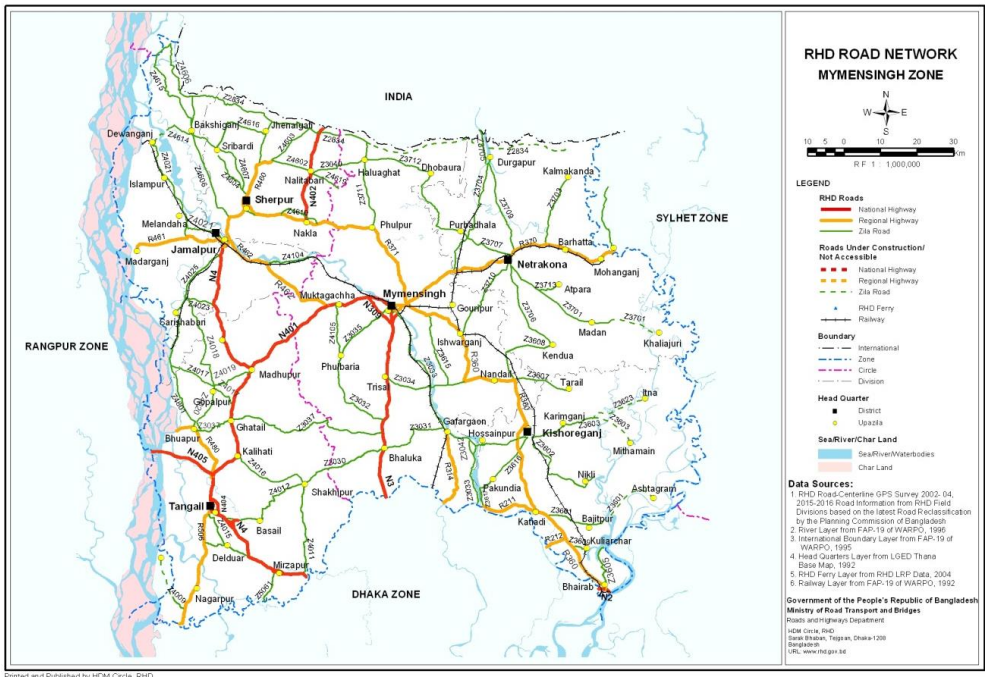

ময়মনসিংহ জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ময়মনসিংহ জোনে ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ১,২৯৮.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১,২৯৮.৭৮ কোটি টাকা (১০০%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ)

কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে সংক্ষিপ্ত পথে মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপন করার নিমিত্ত ১৭৯.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এর আওতায় ১২.৩০ কিলোমিটার সাবমার্জিবল মহাসড়ক, সকল মৌসুমে চলাচল উপযোগী ৭.৭০ কিলোমিটার মহাসড়ক ও ৩টি সেতু (২৮৬ মিটার) নির্মাণ করা হয়েছে।

উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম মহাসড়কের সাবমার্জিবল অংশ

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামাইন মহাসড়ক উন্নয়ন (চামড়াঘাট-মিঠামাইন অংশ)

কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলাধীন প্রসিদ্ধ নৌ-বন্দর চামড়াঘাট দিয়ে হাওড় বেষ্টিত ইটনা, মিটামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সহজতর করার লক্ষ্যে ১৩২.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশের ৯.২০ কিলোমিটার সাবমার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণসহ মোট ১৭ কিলোমিটার মহাসড়কের উন্নয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

নির্মিত কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামাইন মহাসড়ক (চামড়াঘাট-মিঠামাইন অংশ)

বালাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণসহ মদন-খালিয়াজুরি সাবমার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণ

৯০.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ২৩.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ মদন-খালিয়াজুরি সাবমার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণ এবং মদন-খালিয়াজুরি মহাসড়কের বালাই নদীর ওপর ৯৪.২৭ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলার সাথে খালিয়াজুরি উপজেলার মহাসড়ক সংযোগ স্থাপিত হয়েছে।

মদন-খালিয়াজুরী সাবমার্জিবল মহাসড়কে বালাই সেতু

জামালপুর -মাদারগঞ্জ মহাসড়কে তিনটি পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

৭০.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জামালপুর-মাদারগঞ্জ মহাসড়কে যান চলাচল নিরাপদ ও সহজতর করার নিমিত্ত মহাসড়কটির ১৮তম কিলোমিটারে দাঁতভাঙ্গা সেতু, ১৯তম কিলোমিটারে ঝারকাটা সেতু এবং ২০তম কিলোমিটারে কালুমন্ডলের দহ সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

দাঁতভাঙ্গা সেতু

চলমান প্রকল্প

ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ

কিশোরগঞ্জ জেলার হাওড় অঞ্চলে অবস্থিত ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার মধ্যে সংযোগের লক্ষ্যে ৮৭৪.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৭.৪০ মিটার প্রশস্ততায় ২৮.৭৭ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ, ৩টি বড় পিসি গার্ডার সেতু, ১১টি আরসিসি সেতু, ৬২টি বক্স কালভার্ট ও ৭.৬০ লক্ষ বর্গমিটার রক্ষাপ্রদ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মহাসড়কটি নির্মিত হলে সব মৌসুমে তিনটি উপজেলার মধ্যে আন্তঃউপজেলা মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৬৭২.১৩ কোটি টাকা। অগ্রগতি ৭৬.৯০ শতাংশ।

নির্মাণাধীন ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্মাণাধীন ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক পরিদর্শন

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (ময়মনসিংহ জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ময়মনসিংহ জোনে ৫৯১.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১৫১.৫২ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫২.৩৮ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ (ডিসি অফিস)-রঘুরামপুর-নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (ময়মনসিংহ অংশ)	১৫.০০০
	গফরগাঁও-বরমী-মাওনা আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৪.৩০০
নেত্রকোণা	ময়মনসিংহ (ডিসি অফিস)-রঘুরামপুর-নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (নেত্রকোণা অংশ)	২১.০০০
শেরপুর	জামালপুর-শেরপুর-বনগাঁও আঞ্চলিক মহাসড়ক	৩৪.৭০০
কিশোরগঞ্জ	ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-কিশোরগঞ্জ (বাটুলী)-ভৈরব বাজার (কিশোরগঞ্জ ভৈরব বাজার অংশ) আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিশোরগঞ্জ অংশ)	৫৬.৫২০

ময়মনসিংহ -নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ময়মনসিংহ জোন)

ময়মনসিংহ জোনের আওতাধীন ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগের মোট ২৪৪.৬১ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৬৮.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের অগ্রগতি ১২.৬৭ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
ময়মনসিংহ	ভালুকা-সখিপুর জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	৬.৩০০
	ময়মনসিংহ-ফুলবাড়ীয়া মহাসড়ক উন্নয়ন	৫.০০০
	ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	৪৫.৪৪৮
	ফুলপুর-হালুয়াঘাট-তিনকোণী মোড় জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	২৩.৬৬০
	নালিতাবাড়ী-বড়ুয়াজানি-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট জেলা মহাসড়ক (ময়মনসিংহ অংশ)	৮.৯৫০
নেত্রকোণা	নেত্রকোণা-পূর্বধলা-হগলা-ধোবাউড়া জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	১৫.০০০
	নেত্রকোণা-বিরিশিরি মহাসড়ক	৬.৫০০
কিশোরগঞ্জ	উজানচর-বাজিতপুর-অষ্ট্রগ্রাম জেলা মহাসড়ক	১৫.৭৫০
	নান্দাইল-আঠারোবাড়ী-কেন্দুয়া জেলা মহাসড়ক	৯.০০০
জামালপুর	ইসলামপুর থানা সাব-রেজিস্টার অফিস-হাকিম চেয়ারম্যানবাড়ী-রিশিপাড়া জেলা মহাসড়ক	২.৯০০
শেরপুর	শ্রীবর্দী-ভায়াডাঙ্গা-ঝিনাইগাতি মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	২৯.০০০
	নালিতাবাড়ি- বরুয়াজানী-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট মহাসড়ক	১২.০০
টাঙ্গাইল	ভরাডোবা-সাগরদিঘী-ঘাটাইল জেলা মহাসড়ক	৪২.১০০
	পোড়াবাড়ী (ঘাটাইল)-সারিয়াজানি-গোপালপুর-জনন্নাথগঞ্জ-সরিয়াবাড়ী জেলা মহাসড়ক	২৩.০০০

শ্রীবর্দী-ভায়াডাঙ্গা-ঝিনাইগাতি মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

আন্ত:জেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা)

৪৫৭.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ মহেশখোলা-তিনালি-হাতিপাগাড় আন্ত:জেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। নেত্রকোনা জেলার ৩৬ কিলোমিটার ও ময়মনসিংহ জেলার ৪৪ কিলোমিটার মহাসড়ক এবং ৩১টি সেতু (১,১৮৯ মিটার) ও ৬৮টি কালভার্ট নির্মাণ কাজ এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ২৭.৩৩ শতাংশ।

সীমান্ত মহাসড়ক প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন মঙ্গলেশ্বরী সেতু

জামালপুর-ধানুয়া কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

৩৩৫.৬৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ কিলোমিটার দীর্ঘ কামালপুর স্থলবন্দর লিংকসহ ৫৮.০ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-ধানুয়া কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটির উভয় পাশে ১ মিটার হার্ডশোল্ডারসহ এর প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীতকরণের কাজ চলমান। জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ২৬.৫১ শতাংশ।

জামালপুর-ধানুয়া কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) মহাসড়কের চলমান কাজ

শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন

নেত্রকোনা জেলার পর্যটনসমৃদ্ধ বিরিশিরি ও দুর্গাপুর এর সাথে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার নিমিত্ত ৩১৬.০২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৬.৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮১.০১ শতাংশ।

শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর মহাসড়ক

নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোনা)-কলমাকান্দা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন:

৩১০.০৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোনা)-কলমাকান্দা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নেত্রকোনা জেলা সদরের সাথে কলমাকান্দার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর হবে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৩২.২৫ শতাংশ।

নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

নেত্রকোনা জেলা সদরের সাথে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ২৬১.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ২৮.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান আছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫১.৬৯ শতাংশ।

জামালপুর-কালিগঞ্জ-সরিষাবাড়ী মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

জামালপুর জেলার সাথে সরিষাবাড়ী উপজেলার সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ২১৯.৬৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৬.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-কালিবাড়ী-সরিষাবাড়ী মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৪৫.৫৩ শতাংশ।

ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২১৮.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১.৮৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভালুকা থেকে হোসেনপুর হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার সাথে সংক্ষিপ্ত পথে মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকায় রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প

জামালপুর জেলা শহরের গেইটপাড় এলাকার যানজট নিরসনের নিমিত্ত ২১৩.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৭৭.২১ শতাংশ।

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

ভূয়াপুর-তারাকান্দি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

সম্ভাব্য ২৬১.৯৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ভূয়াপুর-তারাকান্দি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ শহরে ২য় বক্ষপুত্র সেতু নির্মাণ

ময়মনসিংহ (ডিসি অফিস)-রঘুরামপুর-নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের ৩য় কিলোমিটারে ময়মনসিংহ শহরে ২য় ব্রহ্মপুত্র সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

ময়মনসিংহ সড়ক জোনে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে ১৯২.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এ সময়ে ১১৩.০৮ কিলোমিটার ওভারলে, ১.৫০ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৯.১৬ কিলোমিটার কার্পেটিং, ১৪১.৯৩ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ৫টি সেতু ও ২টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জোন

চট্টগ্রাম, দোহাজারী, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ৭৬টি জেলা মহাসড়ক, ১১টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১৫টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৬৬১.২২ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বান্দরবান	২২.৬৪	৩০.৪৫	৪৯৯.৫৬	৫৫২.৬৫
চট্টগ্রাম	১৩৩.১২	১৩৭.৯৩	২৮৯.৯৮	৫৬১.০৩
কক্সবাজার	১৭৩.৮	৪১.১৬	৩২৪.১৫	৫৩৯.১১
দোহাজারী	৭৬.০৩	৭২.৭২	২৪৮.১১	৩৯৬.৮৬
খাগড়াছড়ি		১০৪.৭৩	২৮৪.৫১	৩৮৯.২৪
রাঙ্গামাটি	৩৬.৪৪	৭০.৩৯	১১৫.৫	২২২.৩৩
সর্বমোট	**৪৪২.০৩**	**৪৫৭.৩৮**	**১৭৬১.৮১**	**২৬৬১.২২**

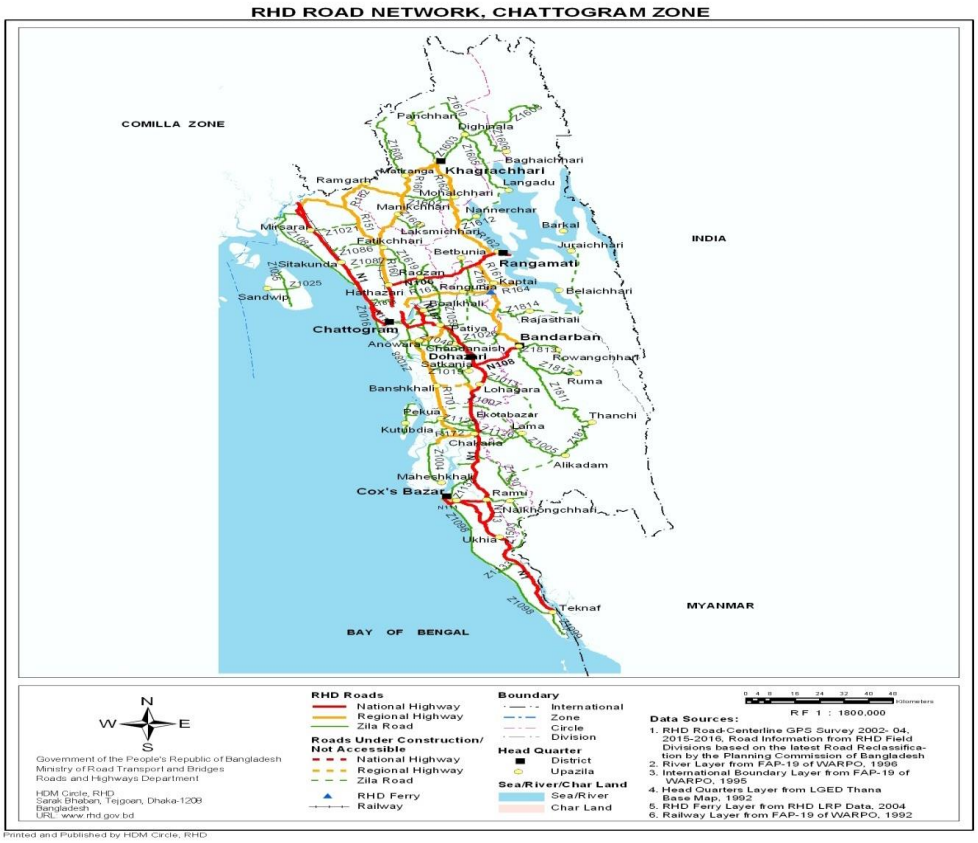

চট্টগ্রাম জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

চট্টগ্রাম সড়ক জোনের আওতায় ৫২৬টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৮৩৩৮.৫৮ মিটার), ২৭৫টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ৮৬০৩.৩১ মিটার) ও ১৭৪৯টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৮৬৪৬.৪৪ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৩টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৬০.২৮ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম জোনে ১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ৯৩৩.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯১৭.২২ কোটি টাকা (৯৮.২৮%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ইন্দ্রপুল থেকে চক্রশালা পর্যন্ত বাঁক সরলীকরণ

৮৭.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ইন্দ্রপুল থেকে চক্রশালা পর্যন্ত অংশের বাঁক সরলীকরণের প্রকল্প ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। এ মহাসড়কটি উন্নয়নের ফলে সড়ক দুর্ঘটনার হার হ্রাস পেয়েছে এবং পটিয়া বাজার অংশের যানজট অনেকাংশে নিরসন হয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ইন্দ্রপুল থেকে চক্রশালা পর্যন্ত অংশের বাঁক সরণীকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মহাসড়ক

ঘূর্ণিঝড় 'রোয়ান' ক্ষতিগ্রস্ত কুতুবদিয়া-আজম মহাসড়ক এবং একতাবাজার-পহরচাঁদা-পেকুয়াবাজার-মগনামাঘাট (পেকুয়াবাজার-মগনামাঘাট অংশ) মহাসড়ক পুনর্বাসন ও উন্নয়ন

ঘূর্ণিঝড় 'রোয়ানু'র প্রভাবে ২০১৬ সালের মে মাসে ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে কক্সবাজার জেলার পেকুয়া ও কুতুবদিয়া উপজেলার বেড়ীবাঁধ ভেঙ্গে অধিকাংশ সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় ৪৩.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

একতাবাজার-পহরচাঁদা-পেকুয়াবাজার-মগনামাঘাট মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত চট্টগ্রাম জোনে ৪৩৬.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ৪৮.৫৯ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫০.৪৬ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
চট্টগ্রাম	বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-ফটিকছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৬.৬৪
দোহাজারী	পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী-টইটং আঞ্চলিক মহাসড়ক	২১.৯৫

বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-ফটিকছড়ি মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

চট্টগ্রাম জোনের আওতাধীন মোট ১৮১.২২ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৫২.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৯.৯৭ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	সড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
চট্টগ্রাম	রাউজান (গহিরা)-ফটিকছড়ি মহাসড়ক	২৪.৩৭
	রাঙ্গুনিয়া (কাটাখালী)-রাউজান মহাসড়ক (হাফেজ বজলুর রহমান মহাসড়ক	১৫.৩০
	রাউজান-ব্রাহ্মণছড়ি মহাসড়ক (শহিদ জাফর মহাসড়ক)	১১.৭৪
	সীতাকুন্ড (বারৈয়ারঢালা)-হাজারীখিল-ফটিকছড়ি (হাইতচকিয়া) মহাসড়ক	১২.৫০
	সারিকাইত-সন্তোষপুর মহাসড়ক	২১.০০

দোহাজারী	পটিয়া-হাইদগাঁও মহাসড়ক	৫.৫০
	হাসিমপুর রেল ষ্টেশন-বাগিচারহাট মহাসড়ক	১০.০০
	পটিয়া-বোয়ালখালী-কানুনগোপড়া মহাসড়ক	১১.৫০
	মইজারটেক-বোয়ালখালী-কানুনগোপড়া-উদরবন্যা মহাসড়ক	৮.০০
	মইজারটেক-বিএফডিসি মৎস বন্দর ফেরীঘাট মহাসড়ক	৫.১০
কক্সবাজার	ইয়াংচা-মানিকপুর-সান্তির বাজার মহাসড়ক	১৯.৫০
	খরুসকুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও মহাসড়ক	১২.৪৮
	জনতাবাজার-গোরকঘাটা মহাসড়ক	২৪.২৩

হাসিমপুর রেল ষ্টেশন-বাগিচারহাট মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়ক এর হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ

চট্টগ্রাম জেলার সাথে রাঙ্গামাটি জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের অক্সিজেন মোড় হতে হাটহাজারী পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণের ধারাবাহিকতায় মহাসড়কটির হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত ১৮.৩০ কিলোমিটার অংশ ৪-লেনে উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫২৮.৩৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক উন্নয়ন

চট্টগ্রাম জেলার সাথে খাগড়াছড়ি জেলার যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৩৯৯.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৪.০ কিলোমিটার দীর্ঘ হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের চট্টগ্রাম অংশের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে উভয়পাশে হার্ডসোল্ডারসহ ৯.৭৫ মিটারে উন্নীত করা হবে।

খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ

২১৮.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে এ জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত বিদ্যমান অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ ৪৩টি সেতু ও ১৩টি কালভার্ট এর স্থলে সমসংখ্যক সেতু ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৮২.২৮ শতাংশ।

কুরাদিয়া ছড়া সেতু

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

একতাবাজার-পহরচাঁদা-মগনামাঘাটা-বানৌজা শেখ হাসিনা মহাসড়ক উন্নয়ন

সম্ভাব্য ৩৬২.১১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার জেলার একতাবাজার-পহরচাঁদা-মগনামাঘাটা-বানৌজা শেখ হাসিনা মহাসড়ক উন্নয়নের নিমিত্ত একটি প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি সড়ক বিভাগের অধীন পাহাড়/ভূমি ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত মহাসড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ড্রেনসহ স্থায়ী রক্ষামূলক আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ

অতি বৃষ্টি ও ভূমি ধ্বস হতে স্থায়ী প্রতিরক্ষাকল্পে বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে ড্রেনসহ আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণকল্পে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সময়ে রাঙ্গামাটি জেলায়ও অনুরূপ একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

আনোয়ারা উপজেলা সংযোগ সড়কসহ কর্ণফুলি টানেল সংযোগ সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ

শিকলবাহা-আনোয়ারা মহাসড়কটির ওয়াই জাংশন থেকে কালাবিবির দিঘি পর্যন্ত ৮ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং কালাবিবির দিঘি থেকে আনোয়ারা পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ২১৩.৭১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি নির্মাণাধীন কর্ণফুলি টানেলের সংযোগ সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে চট্রগ্রাম জোনের অনুকুলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২১৭.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর আওতায় ১৩১.৯০ কিলোমিটার ওভারলে, ০.০৬ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৩০.২৫ কিলোমিটার কার্পেটিং, ১১১.২৫ কিলোমিটার মেরামত ও ২টি সেতু পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

কুমিল্লা জোন

কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে কুমিল্লা সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ১১টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৩টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৯৪টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৪৪৬.২৪ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৮১.৬৪	৮৩.০৫	১০৫.৬	২৭০.২৯
চাঁদপুর	-	৭১.৬৬	২৮৪.৭১	৩৫৬.৩৭
কুমিল্লা	১৭০.১৪	৬৭.৪৪	৫৯৭.৪৩	৮৩৫.০১
ফেনী	৪৯.২৪	৬.৫৬	২৩৮.০৩	২৯৩.৮৩
লক্ষ্মীপুর	১০.০৩	৫৬.২৬	১৯১.০৬	২৫৭.৩৫
নোয়াখালী	৩০.৪৩	৮৩.০৫	৩১৯.৯১	৪৩৩.৩৯
সর্বমোট	**৩৪১.৪৮**	**৩৬৮.০২**	**১৭৩৬.৭৪**	**২৪৪৬.২৪**

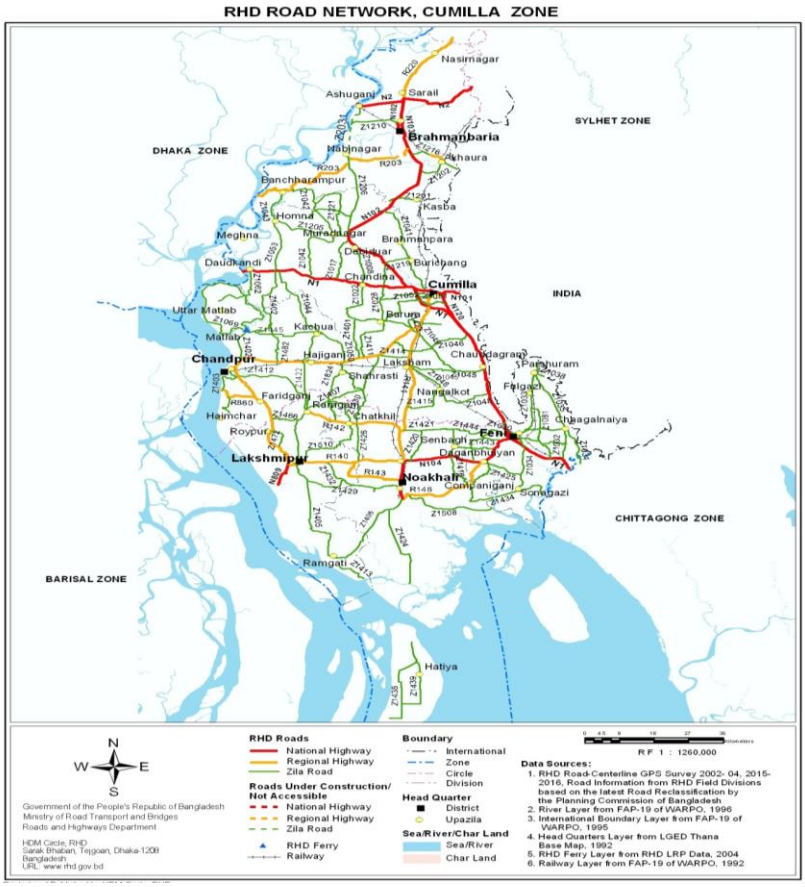

কুমিল্লা জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

কুমিল্লা সড়ক জোনের আওতায় ৪৪৫টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৪২৩২.২৬ মিটার), ৬৮টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ২১৩৯.২৫ মিটার) ও ১৪৮৭টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৬৯৯৯.৩৯ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৪.৮৩ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লা জোনে ২২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ১,২২৯.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১,২২৯.২৪ কোটি টাকা (১০০%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

মতলবে ধনাগোদা নদীর উপর সেতু (মতলব সেতু) নির্মাণ

মতলব উত্তর উপজেলার সাথে চাঁদপুর জেলা সদরের মধ্যে সরাসরি মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপন করার নিমিত্ত ৮৫.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে চাঁদপুর জেলার মতলবে ধনাগোদা নদীর ওপর ৩০৪.৫১ মিটার দীর্ঘ মতলব সেতু নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে।

মতলব সেতু

সোনাগাজী-ওলামাবাজার-চরদরবেশ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কের ৬ষ্ঠ কিমি-এ ছোট ফেনী নদীর ওপর ৪৭৮.১৭১ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৭৪.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুটি দ্বারা ফেনী জেলার চরদরবেশপুর উপজেলা এবং নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের পূর্বে নদীপথই ছিল এই দুই উপজেলার মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। যার ফলে যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহন ছিল কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ। সেতুটি নির্মাণের ফলে জেলা দুইটির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে যা এই এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সোনাপুর-কবিরহাট-কোম্পানীগঞ্জ (বসুরহাট)-দাগনভূঁঞা সড়ক এর বিপদজনক বাঁক সরলীকরণ

২৩.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে সোনাপুর-কবিরহাট-কোম্পানীগঞ্জ (বসুরহাট)-দাগনভূঁঞা মহাসড়কে Black Spot হিসেবে চিহ্নিত ৬টি বিপদজনক বাঁক সরলীকরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উক্ত আঞ্চলিক মহাসড়কটিতে যাতায়াত দ্রুত, সহজ ও নিরাপদ হয়েছে।

সোনাপুর-কবিরহাট-কোম্পানীগঞ্জ (বসুরহাট) -দাগনভূঁঞা মহাসড়কের বিপজ্জনক বাঁক সরলীকরণ

চলমান প্রকল্প

কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে ২,১৭০.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার ১৬.৫৮ শতাংশ।

কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

৯৬২.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ১৩.৩৮ কিলোমিটার মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার ৬২.৩৭ শতাংশ।

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (কুমিল্লা জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত কুমিল্লা জোনে ৪৭৬.৩৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১৬৮.৬৩ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৬.৫২ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
কুমিল্লা	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	১৮.৩৩
নোয়াখালী	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	১১.৩৩
	বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ি-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	১৯.০০
লক্ষ্মীপুর	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	৪০.০০
	বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ি-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	৮.৬১
চাঁদপুর	মোস্তফাপুর-মাদারীপুর-শরিয়তপুর (মনোহরবাজার)-ইব্রাহিমপুর-হরিনা-চাঁদপুর (ভাটিয়ালপুর)আঞ্চলিক মহাসড়ক	১১.২৯
	ওয়ারলেস বাজার মোড়-ইলিশচত্বর মোড় আঞ্চলিক মহাসড়ক	১.৭০
	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	৫৮.৩৭

কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা জোন)

কুমিল্লা জোনের আওতাধীন মোট ২৯৫.৪৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৫৭.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪৫.৬৪ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
কুমিল্লা	ঝলম-চান্দিনা জেলা মহাসড়ক	১৩.৬০
	পিপুলিয়া-লোলবাড়ীয়া-রতনপুর-চন্ডীমুড়া-মগবাড়ী জেলা মহাসড়ক	১৩.৯০
	চাঙ্গোনী (কোটবাড়ী)-জাঙ্গালিয়া-রাজাপাড়া-চৌমুহনী জেলা মহাসড়ক	৯.৫০
	নবীপুর-শ্রীকাইল-সল্লা-রামচন্দ্রপুর জেলা মহাসড়ক	২৮.০০
	নিমসার-কংসনগর-বুড়িচং জেলা মহাসড়ক	৮.৫০
	কুমিল্লা-ক্যান্টনমেন্ট-বরুড়া জেলা মহাসড়ক	১০.৯০
	লালমাই-বরুড়া-ঝলম-আড্ডা-জগৎপুর জেলা মহাসড়ক (আড্ডা-জগৎপুর অংশ)	১০.৩৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-লালপুর জেলা মহাসড়ক	১৩.৬৫
	ধরখার-আখাউড়া জেলা মহাসড়ক	৮.০০
	বাঙ্গারামপুর-হোমনা জেলা মহাসড়ক	৭.০২
চাঁদপুর	মুদাফফরগঞ্জ-চিতৌশী-রামগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	৮.০০
	চাটখিল-চিতৌশী-শাহরাস্তি জেলা মহাসড়ক	১৬.০০
	মতলব-মেঘনা-ধনাগদা-বেড়ীবাঁধ জেলা মহাসড়ক	২৬.০০
নোয়াখালী	সোনাগাজী-ওলামাবাজার-চরদরবেশপুর-কোম্পানীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	২.০৩
	মাইজদী-ইসলামিয়া-ওদেরহাট-দাসেরহাট-নতুন তেয়ারীগঞ্জ-ভবানীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (শহীদ মাজহারুল মুনির মহাসড়ক)	১৫.০০

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
	চৌমুহনী-ছাতেরপায়া জেলা মহাসড়ক	১১.৬৩
	চাটখিল-চন্দ্রগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	৯.৩০
ফেনী	ফেনী সদর (এলাহীগঞ্জ)-রাজাপুর-কোরাইশমুন্সী-দাগনভূঁইয়া (তুলাতোলি) জেলা মহাসড়ক	২২.৭০
	সোনাপুর-কবিরহাট-কোম্পানীগঞ্জ (বসুরহাট)-দাগনভূঁইয়া জেলা মহাসড়ক (ফেনী অংশ)	৫.০০
	বকতারমুন্সী-কাজীরহাট-দাগনভূঁইয়া জেলা মহাসড়ক	১৪.৫০
	ফেনী (সিলোনিয়া)-আমুভূঁইয়ারহাট-প্রতাপপুর-সেনবাগ-সোনাইমুড়ীজেলা মহাসড়ক	১২.৮৮
লক্ষ্মীপুর	মান্দারী-দাসেরহাট জেলা মহাসড়ক	৯.০০
	চাটখিল-চন্দ্রগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	৫.০০
	মাইজদী-ইসলামিয়া-ওদেরহাট-দাসেরহাট-নতুন তেয়ারীগঞ্জ-ভবানীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (শহীদ মাজহারুল মুনির মহাসড়ক)।	১৫.০০

কুমিল্লা-ক্যান্টনমেন্ট-বরুড়া জেলা মহাসড়কে চলমান কাজ

নবীনগর-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সাথে নবীনগর উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করার নিমিত্ত ৪২১.৪৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ১৯.৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন

৩৪৩.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৭.৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার ৩৭.৮৩ শতাংশ।

নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন কনিকাড়া সেতু

মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

নোয়াখালী জেলার মাইজদী হতে বসুরহাট উপজেলার যোগাযোগ সহজতর করার নিমিত্ত ২৫২.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

ফেনী শহরের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অংশসমূহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

সম্ভাব্য ২৯৩.৬৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেনী শহরের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অংশসমূহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের চৌমুহনী রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ

যানজট নিরসনসহ নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিতকল্পে ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের চৌমুহনীতে রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সম্ভব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাত কুমিল্লা জোনের অনুকুলে ১৯৭.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর আওতায় ১০২.৭০ কিলোমিটার ওভারলে, ১.৭০ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ২৪.১৬ কিলোমিটার কার্পেটিং, ১৪৮.০৩ কিলোমিটার মাইনর মেরামত ও ৯টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

সিলেট জোন

সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে সিলেট সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ৯৪টি জেলা মহাসড়ক, ১৩টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১১টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ১,৫৬৫.৫৮ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
হবিগঞ্জ	১২৮.০২	১০৩.৩৩	১০৭.৪৩	৩৩৮.৭৮
মৌলভীবাজার	৮৯.৭৩	৭৪.২২	১৬৭.৯৪	৩৩১.৮৯
সুনামগঞ্জ		১৩৮.৪৬	২০৬.৫৬	৩৪৫.০২
সিলেট	১৩৯.১৪	১৬২.০১	২৪৮.৭৪	৫৪৯.৮৯
সর্বমোট	**৩৫৬.৮৯**	**৪৭৮.০২**	**৭৩০.৬৭**	**১৫৬৫.৫৮**

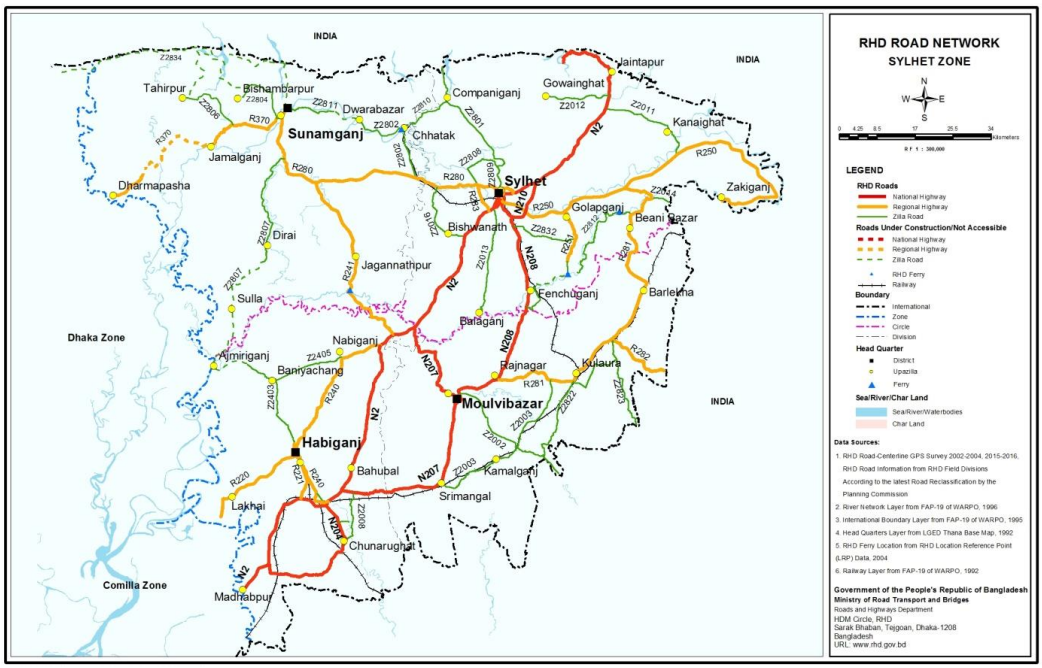

সিলেট জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

সিলেট সড়ক জোনের আওতায় ৩৪৬ টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৮২৩১.৬২ মিটার), ৬১টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ২৭৬৭.৯০ মিটার) ও ১৪৩৫টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৭৮৩৫.৭২ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৭টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৭.৫৮ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সিলেট জোনে ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ৭৩৯.২৯ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭৩৯.২৯ কোটি টাকা (১০০%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন

হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ ছিল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এক উপজেলা। এ উপজেলার জনসাধারণ বর্ষা মৌসুমে নৌকায় এবং শুষ্ক মৌসুমে মাটির সড়কে বহুল পরিচিত চান্দের গাড়ীতে করে জেলা সদরসহ দেশের অন্যত্র যাতায়াত করতো। আজমিরীগঞ্জ উপজেলাকে সড়ক নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ১০০.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক নির্মাণ' প্রকল্পটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৭.১২ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, ৩.৬৪ কিলোমিটার বিদ্যমান সড়ক প্রশস্তকরণ, ৬টি (৪৪৪.৭২ মিটার) সেতু এবং ২১টি (১৪৭ মিটার) কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প

সাপোর্ট টু ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীকরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ

ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীকরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের নিমিত্ত ৩৮৮৫.৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (সিলেট জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত সিলেট জোনে ৫৬০.৮৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১৪৮.৭৬ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৪.৯৭ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
সুনামগঞ্জ	পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি আঞ্চলিক মহাসড়ক	২১.২০
সিলেট	গোপালগঞ্জ-ঢাকা দক্ষিণ-ভাদেশ্বর আঞ্চলিক মহাসড়ক	৬.০০
	সিলেট-গোপালগঞ্জ-চরখাই-জকিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	৬৬.৫০
	রাজনগর-কুলাউড়া-জুড়ী-বড়লেখা-বিয়ানীবাজার-শেওলা-চরখাই আঞ্চলিক মহাসড়ক (সিলেট অংশ)	৩.৬০
মৌলভীবাজার	রাজনগর-কুলাউড়া-জুড়ী-বড়লেখা-বিয়ানীবাজার-শেওলা-চরখাই আঞ্চলিক মহাসড়ক (মৌলভীবাজার অংশ)	১৪.৪০
	জুড়ী-লাথিটিলা আঞ্চলিক মহাসড়ক	১২.১০
হবিগঞ্জ	সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৪.৯৬

সিলেট-গোপালগঞ্জ-চরখাই-জকিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সিলেট জোন)

সিলেট জোনের আওতাধীন মোট ১২৬.২২ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৪২১.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ১০.৭৩ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	প্রকল্প দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ-মাইজগাঁও-পালবাড়ি জেলা মহাসড়ক	৯.১৪
	সারী-গোয়াইনঘাট জেলা মহাসড়ক	৮.৬৪
	সিলেট (তেলিখাল)-সুলতানপুর-বালাগঞ্জজেলা মহাসড়ক	২২.৬৯

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	প্রকল্প দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ-কাঁচিরগাতি-বিশ্বম্বরপুর জেলা মহাসড়ক	৮.৮৫
	নিয়ামতপুর-তাহিরপুর জেলা মহাসড়ক	৬.৮১
	দোয়ারাবাজার-সুনামগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১৩.৬৮
মৌলভীবাজার	জুড়ী-ফুলতলা (বটুলী)জেলা মহাসড়ক	২২.১৫
	কুলাউড়া-পৃথিম পাশা-হাজীপুর-শরীফপুর (লিংক সড়ক রবির বাজার হতে টিলাগাঁও) জেলা মহাসড়ক	১৭.০০
	মৌলভীবাজার- শমসেরনগর- চাতলা চেকপোষ্ট জেলা মহাসড়ক	৩৩.৫০
	কুলাউড়া- শমসেরনগর- শ্রীমঙ্গল জেলা মহাসড়ক	২৫.০০
হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট-সাটিয়াজুড়ী-নতুনবাজার জেলা মহাসড়ক	১২.৭৮
	মুরারবন্দ দরগাহশরীফ জেলা মহাসড়ক	২.৩৮
	হবিগঞ্জ-বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ-শাল্লা জেলা মহাসড়ক	০.১০

চলমান সিলেট (তেলিখাল)-সুলতানপুর-বালাগঞ্জ জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ কাজ

সিলেট বিমানবন্দর-কোম্পানিগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ

৩১.৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন-লালবাগ-কোম্পানিগঞ্জ-সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের নিমিত্ত ৬২৬.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সম্পূর্ণ রিজিড পেভমেন্টে নির্মিতব্য এ মহাসড়কটি একদিকে যেমন ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পাথর কোয়ারী হতে ভারী যানবাহন সিলেট হয়ে সারাদেশে চলাচল নিরবিচ্ছিন্ন করবে, অন্যদিকে পর্যটন শিল্পের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭১.৭০ শতাংশ।

সিলেট বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন-লালবাগ-কোম্পানিগঞ্জ-সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ মহাসড়ক

ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের জৈন্তা হতে জাফলং পর্যন্ত (তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেক্টিং ও বল্লাঘাট সংযোগ সড়কসহ) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র জাফলং-এ গমনকারী পর্যটকদের যাতায়াত সহজতর করা সহ পন্য চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ১৯০.৭৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের জৈন্তা হতে জাফলং পর্যন্ত (তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেক্টিং ও বল্লাঘাট সংযোগ সড়কসহ) ১৬.৩৫ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ২৬.২৬ শতাংশ।

সিলেট-তামাবিল-জাফলং মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের মিসিং লিংক রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর ১৪১.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ৭০২.৬১ মিটার দীর্ঘ রানীগঞ্জ সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৪.৪৬ শতাংশ। এছাড়া, পৃথক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪১.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একই মহাসড়কে ক্ষতিগ্রস্থ ৭টি সেতু পুনর্নির্মানসহ নিয়ামতপুর-আড়ুয়া মহাসড়কে আড়ুয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

নির্মাণাধীন রানীগঞ্জ সেতু

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

শাল্লা-জলসুখা মহাসড়ক নির্মাণ

সম্ভাব্য ৭৬৯.৩৩০কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের ১৬.৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ শাল্লা-জলসুখা সড়কাংশ নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে সিলেট সড়ক জোনের অনুকুলে ১৮৬.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান ছিল। এর আওতায় ৯৯.৯৮ কিলোমিটার ওভারলে, ০.১১ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ১৪.৯১ কিলোমিটার কার্পেটিং, ৯৫.৩৫ কিলোমিটার মাইনর মেরামত ও ১৪টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

পিএমপির আওতায় ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কে সম্পাদিত ওভারলে কাজ

রাজশাহী জোন

রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে রাজশাহী সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ৭০টি জেলা মহাসড়ক, ১৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১৬টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৪৫৬.৮৩ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
নওগাঁ	৮.০	২৫৪.৪৩	২১২.৯১	৪৭৫.৩৪
নাটোর	১০৯.৩২	৩৯.৭৬	২০৮.৫১	৩৫৭.৫৯
নবাবগঞ্জ	৪২.১৯	২৩.০১	১৬৫.৬৯	২৩০.৮৯
পাবনা	১৫৫.০৪	১৬৮.৯৭	২০০.৬৯	৫২৪.৭
রাজশাহী	১০০.২২	৭৫.৯৪	২৫০.৩৫	৪২৬.৫১
সিরাজগঞ্জ	৮৭.১৬	২৩.৪৩	৩৩১.২১	৪৪১.৮
সর্বমোট	**৫০১.৯৩**	**৫৮৫.৫৪**	**১৩৬৯.৩৬**	**২৪৫৬.৮৩**

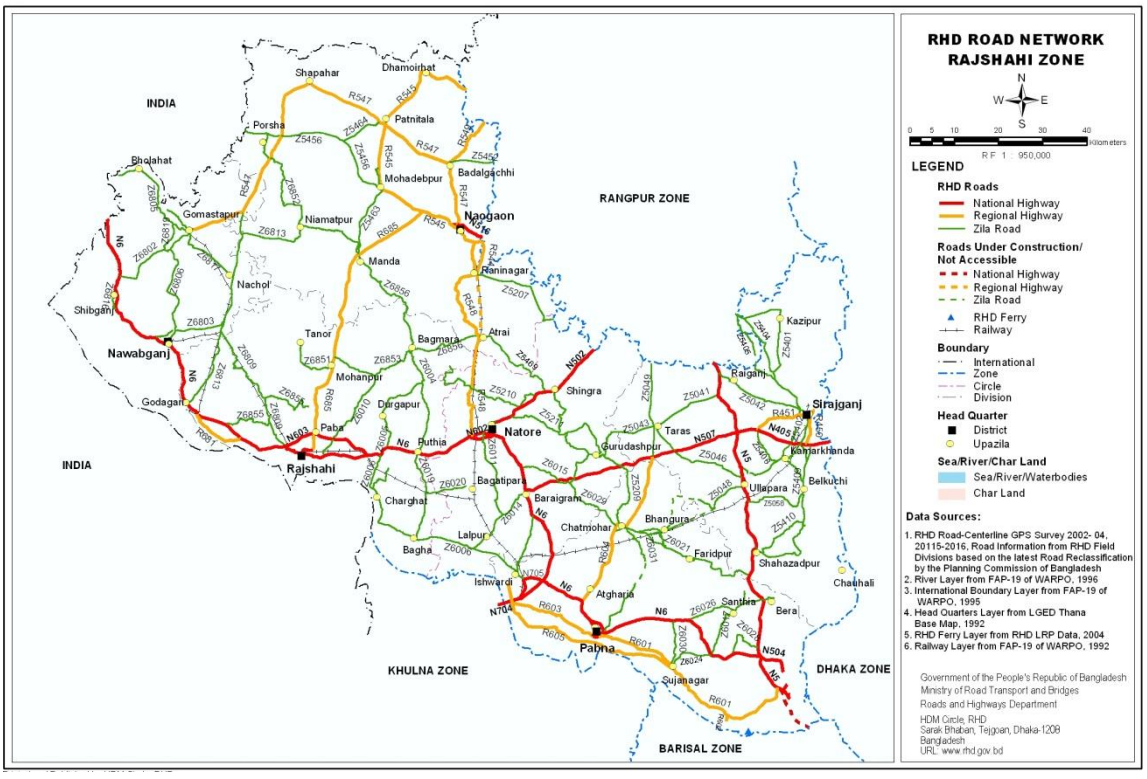

রাজশাহী জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

রাজশাহী সড়ক জোনের আওতায় ৩২৩টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৭৬৬৬.৬৭ মিটার), ৩৫ টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ২৩৭১.১৮ মিটার) ও ১৭১৪টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৭৮৮৭.৪০ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৪২.৩৮ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় রাজশাহী জোনে ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ জোনের আওতায় ৪৫৯.০১ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৫৯.০১ কোটি টাকা (১০০%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

চলমান প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত রাজশাহী জোনে ৪৩৮.৯৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ৭৪.০০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭১.৩১ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
নওগাঁ	বগুড়া-নওগাঁও-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-ধামৈরহাট-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক	১৭.৫০
রাজশাহী	রাজশাহী (বিন্দুর মোড়)-নওহাটা-চৌমাশিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক	৫৬.৫০

রাজশাহী (বিন্দুর মোড়)-নওহাটা-চৌমাশিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী জোন)

রাজশাহী জোনের আওতাধীন মোট ২৫৯.২০ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭৬৬.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬.৫২ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	সড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ-কড্ডা-সমেশপুর জেলা মহাসড়ক	১১.৬৫৭
	ভূইয়াগাতী-নিমগাছি-তাড়াশ জেলা মহাসড়ক	১৬.৫
	উল্লাপাড়া-লাহিড়ীমোহনপুর-ভাঙ্গুরা (ময়নাদিঘী বাজার) জেলা মহাসড়ক	১৩.০০
	তাঁড়াশ-রানীরহাট-শেরপুর (সিরাজগঞ্জ অংশ) জেলা মহাসড়ক	১৭.০০

সড়ক বিভাগ	সড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
পাবনা	বড়াইগ্রাম-জোনাইল-চাটমোহর জেলা মহাসড়ক (পাবনা অংশ)	৮.০০
	চাটমোহর-পার্শ্বডাঙ্গা-ইদিলপুর-ডেংগারগাঁও-পাবনা জেলা মহাসড়ক	৩১.৫০
	চিনাখড়া-(বিশ্বরোড)-ক্ষেতুপড়া-বিলমহিষা-সাঁথিয়া জেলা মহাসড়ক	১৪.০০
	ঘাখড়াখালী-সোনাতলা-সাঁথিয়া বাজার বাইপাস জেলা মহাসড়ক	৯.০০
নাটোর	কালিগঞ্জ (শেরকোল)-নলডাঙ্গারহাট-স্বরকুতিয়া বাজার জেলা মহাসড়ক	২৬.৭০
	আড়ানী-বাগাতিপাড়া জেলা মহাসড়ক (নাটোর অংশ)	৬.৬০
	উত্তরা গণভবন সংযোগ জেলা মহাসড়ক	০.৬১
	সিংড়া-গুরুদাসপুর-চাটমোহর জেলা মহাসড়ক (নাটোর অংশ)	৯.৯৫৭
	আহম্মেদপুর-বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর জেলা মহাসড়ক	৫.৩৩৫
রাজশাহী	রাজশাহী-হাটগোদাগাড়ী-ফলিয়ারবিল-মোহনগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	২২.০০
	শিবপুর-দূর্গাপুর-তাহেরপুর জেলা মহাসড়ক	১৯.৭০
	রাজশাহী-দামকুড়াহাট-কাকনহাট-আমনুরা জেলা মহাসড়ক	৩৫.৬০
নওগাঁ	গোদাগাড়ী-নাচোল-নিয়ামতপুর জেলা মহাসড়ক	১৭.৫
	মান্দা-বাঘমারা-আত্রাই জেলা মহাসড়ক	২৫.০০
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	বাবগঞ্জ -আমনুরা জেলা মহাসড়ক	৬.৫

সিরাজগঞ্জ-কড্ডা-সমেশপুর জেলা মহাসড়ক

নওগাঁ-সড়ক বিভাগাধীন ০১টি আঞ্চলিক ও ২টি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

নওগাঁ জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করার নিমিত্ত ৩১৮.৭১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বদলগাছি-পাহাড়পুর-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক (দৈর্ঘ্য ২৩.৫০ কিলোমিটার) এবং মান্দা-নিয়ামতপুর-শিবপুর-পোরশা জেলা মহাসড়ক (দৈর্ঘ্য ৩৬.২৫ কিলোমিটার) ও নন্দীগ্রাম (কাথম)-কালিগঞ্জ-রানীনগর জেলা মহাসড়ক (দৈর্ঘ্য ২২.২২ কিলোমিটার) সমূহকে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ১৫.৬৯ শতাংশ।

বদলগাছি-পাহাড়পুর-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চলিক মহাসড়কের সিরাজগঞ্জ শহর অংশে ৬.৬ কিলোমিটার ৪-লেনে উন্নীতকরণ (শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হতে কাটা ওয়াপদা মোড় পর্যন্ত), ১৪.০০ কিলোমিটার অংশ ২-লেনে উন্নীতকরণ এবং শহর অংশের অবশিষ্ট ১.১৪ কিলোমিটার মহাসড়ক সংস্কারের নিমিত্ত ২৬৪.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৬.২২ শতাংশ।

নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজ

নওগাঁ-আত্রাই-নাটোর মহাসড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ

নওগাঁ জেলার সাথে নাটোর জেলার সরাসরি সংযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ২০১.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নওগাঁ-আত্রাই-নাটোর মহাসড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২৫.৫০ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক, ৮টি সেতু ও ১০টি কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৩.৮৫ শতাংশ।

নওগাঁ-আত্রাই-নাটোর মহাসড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের চলমান কাজ

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার হতে ১০ম কিলোমিটার (বিন্দুর মোড় হতে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা ব্রীজ পর্যন্ত) পেভমেন্ট ৪-লেনে উন্নীতকরণ

সম্ভাব্য ৩২৬.৮৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া মহাসড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা ব্রীজ পর্যন্ত অংশ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে রাজশাহী সড়ক জোনের অনুকুলে ২৯৫.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মাধ্যমে ১৩০.৫৫ কিলোমিটার ওভারলে, ৪১.০০ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ২.৭৭ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৩২.৭৩ কিলোমিটার কার্পেটিং, ১৭১.০৭ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ৩টি সেতু ও ১৮টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

রংপুর জোন

রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে পঞ্চগড় সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ৭০টি জেলা মহাসড়ক, ১৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১৬টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৯৮৮.৭৩ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বগুড়া	১২৬.৩৫	৫৯.৫১	৩৩৯.১৭	৫২৫.০৩
দিনাজপুর	৯৬.০৮	১২৬.৭২	৩০৪.৪৫	৫২৭.২৫
গাইবান্ধা	৩২.৮৫	৩৫.২২	২৭৫.৮৭	৩৪৩.৯৪
জয়পুরহাট	-----	৩৯.০৪	১৫০.২৮	১৮৯.৩২
কুড়িগ্রাম	১২.৫৫	-----	২৫৮.২৭	২৭০.৮২
লালমনিরহাট	১২০.৭	৮.২৮	৫১.১৯	১৮০.১৭
নীলফামারী	১৭.৪৭	৫৫.৫৯	১৭১.০৬	২৪৪.১২
পঞ্চগড়	৭১.২৭	------	১১৩.০৭	১৮৪.৩৪
রংপুর	১০৮.৭৫	৩০.৮২	১৯৪.৬৭	৩৩৪.২৪
ঠাকুরগাঁও	৩০.৬	৬.১৪	১৫২.৭৬	১৮৯.৫
সর্বমোট	**৬১৬.৬২**	**৩৬১.৩২**	**২০১০.৭৯**	**২৯৮৮.৭৩**

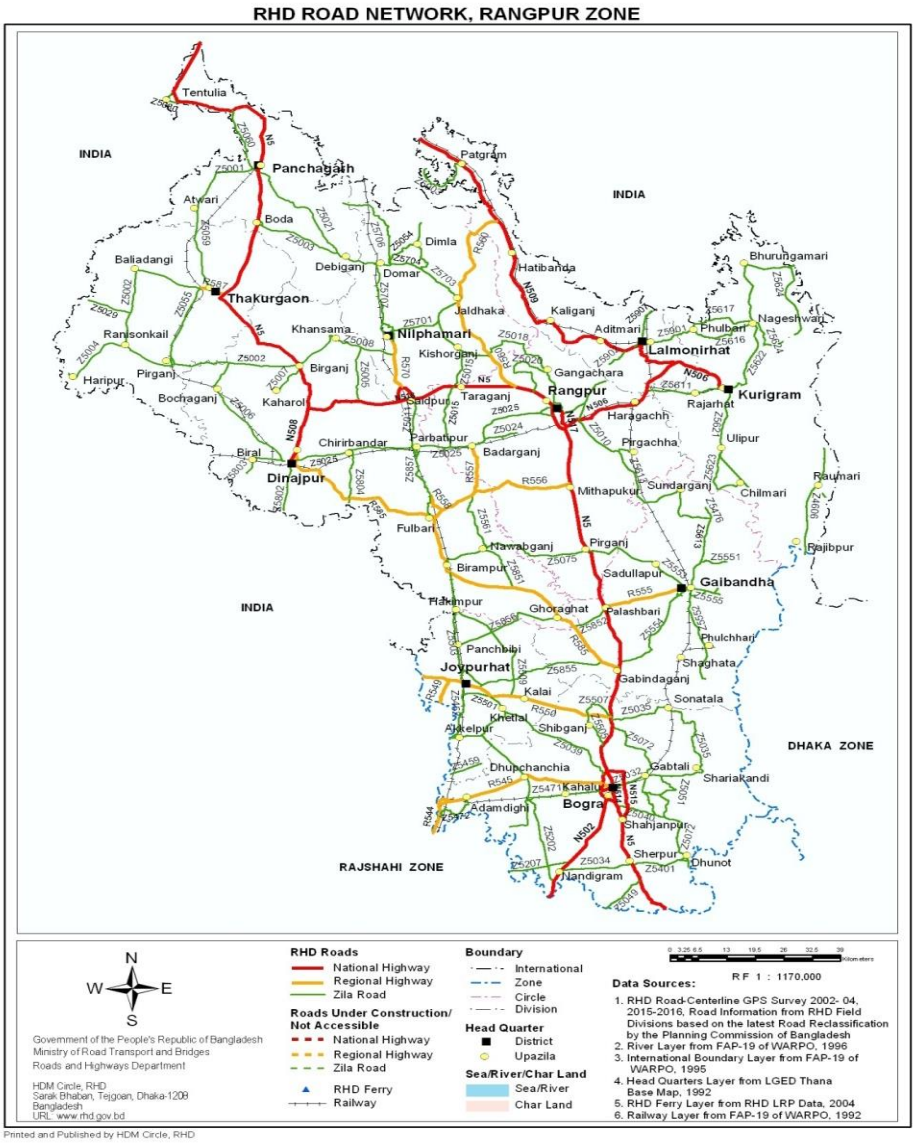

রংপুর জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

রংপুর সড়ক জোনের আওতায় ৩২৯টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৭০৬৮.৪০ মিটার), ৫২টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ২৫৬৪.৩২ মিটার) ও ২১৮৪টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৯১৫৭.৫৪ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ২২৫৩.৯৩কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় রংপুর জোনে ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ৫৭৪.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৭৪.৪৬ কোটি টাকা (৯৯.৯৯%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

সাদুল্লাপুর-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প

৯৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৫.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ গাইবান্ধা-সাদুল্লাপুর-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-বিরামপুর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে গাইবান্ধা জেলার সাথে দিনাজপুর জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর হয়েছে।

সাদুল্লাপুর- পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সড়ক

গাইবান্ধা-ফুলছড়ি-ভরতখালী-সাঘাটা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ

জেলা সদর গাইবান্ধার সাথে ফুলছড়ি ও সাঘাটা উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৬৪.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮.৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ গাইবান্ধা-ফুলছড়ি-ভরতখালী-সাঘাটা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

গাইবান্ধা-ফুলছড়ি-ভরতখালী-সাঘাটা মহাসড়ক

নীলফামারী-জলঢাকা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

জলঢাকা উপজেলার সাথে নীলফামারী জেলা সদরের মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করণের লক্ষ্যে ৫৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নীলফামারী-জলঢাকা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীতকরণসহ ৪টি সেতু ও ৪টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

নীলফামারী-জলঢাকা জেলা মহাসড়ক

কুড়িগ্রাম-রাজারহাট-তিস্তা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

৪৯.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ১৭.৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িগ্রাম-রাজারহাট-তিস্তা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এ মহাসড়কটি উন্নয়নের ফলে কুড়িগ্রাম জেলা সদর হতে বিভাগীয় শহর রংপুরের সাথে দূরত্ব প্রায় ৭.৬০ কিলোমটিার হ্রাস পেয়েছে। ফলে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন সহজতর হয়েছে।

কুড়িগ্রাম-রাজারহাট-তিস্তা মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রংপুর জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত রংপুর জোনে ৫৯৮.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১০৫.২০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৪.৫৯ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী থেকে গাইবান্ধা আঞ্চলিক মহসড়ক	২১.০২
বগুড়া	বগুড়া-নওগাঁও-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক (বগুড়া অংশ)	৪৩.০০
বগুড়া/জয়পুরহাট	বগুড়া (মোকামতলা)-তালাই-জয়পুরহাটআঞ্চলিকমহাসড়ক	৩৬.৮৪
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও পুরাতন সেকশন আঞ্চলিক মহাসড়ক (বাসষ্ট্যান্ড থেকে রেলষ্টেশন)	৪.৩৪

বগুড়া-নওগাঁও-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রংপুর জোন)

রংপুর জোনের আওতাধীন মোট ৩৩২.৭৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৪৫.৪৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ২২.৪৭ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
পঞ্চগড়	পঞ্চগড় -গোয়ালপাড়া-রুহিয়া জেলা মহাসড়ক	১৫.৩০
	পঞ্চগড় চিনিকল-ব্যাংহাড়ী-মাড়োয়া-শালডাংগা-দেবীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১১.২৫
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও-নেকমরদ-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (ঠাকুরগাঁও অংশ)	৩.৬৪
	রানীসংকৈল-হরিপুর জেলা মহাসড়ক	১৮.৩০
	ঠাকুরগাঁও-পীরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১৭.৬০

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
দিনাজপুর	ঠাকুরগাঁও-নেকমরদ-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (দিনাজপুর অংশ)	১৯.৬০
	দিনাজপুর-বোচাগঞ্জ-বকুলতলা জেলা মহাসড়ক	৭.৮০
	বিরামপুর-নবাবগঞ্জ-ভাদুরিয়া জেলা মহাসড়ক	১৩.০০
নীলফামারী	নীলফামারী (টেংগনমারী)-কিশোরগঞ্জজেলা মহাসড়ক	১০.৫০
	কালিতলা-বাদিয়ারমোড়-পুলিশলাইন (নীলফামারী বাইপাস) জেলা মহাসড়ক	৮.৫০
	বোড়াগাড়ী-খোকশারঘাট-ডিমলা জেলা মহাসড়ক	৩.৫০
রংপুর	রংপুর-সাহেবগঞ্জ-পীরগাছা জেলা মহাসড়ক	১.৫০
	ট্যাক্সেরহাট-লালদিঘী-তারাগঞ্জ-(নীলফামারী)-কিশোরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১৭.৭৪
	গঙ্গাচড়া-পীরেরহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রামি-(নীলফামারী)-কিশোরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১৮.৭০
	মধুপুর-শ্যামপুর জেলা মহাসড়ক	৮.৪০
	সাহেবগঞ্জ-হারাগাছ জেলা মহাসড়ক	৬.০০
লালমনিরহাট	পাটগ্রাম-দহগ্রাম-আংগরপোতা জেলা মহাসড়ক	১৬.২০
	লালমনিরহাট-মোগলহাট জেলা মহাসড়ক	১১.৮০
কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী-নেওয়াশী-খড়িবাড়ী-ফুলবাড়ী জেলা মহাসড়ক	১১.৭১
	উলিপুর-বজরা-চিলমারী জেলা মহাসড়ক	১০.৫০
গাইবান্ধা	ধুপনী-বেলকা জেলা মহাসড়ক	৩.৪৮
	দাড়িয়াপুর-কামারজানী জেলা মহাসড়ক	৭.২০
	পলাশবাড়ী-ঘোড়াঘাট জেলা মহাসড়ক	৯.০০
	জয়পুরহাট-রাজাবিরাট-গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা অংশ) জেলা মহাসড়ক	১১.৬০
জয়পুরহাট	বগুড়া (ঝোপগাড়ী)-ক্ষেতলাল জেলা মহাসড়ক	৪.২৪
	জয়পুরহাট-ক্ষেতলাল জেলা মহাসড়ক	১০.৬৮
	জয়পুরহাট-রাজাবিরাট-গোবিন্দগঞ্জ (জয়পুরহাট অংশ) জেলা মহাসড়ক	৬.১৪
বগুড়া	মোকামতলা-সোনাতলা-হরিখালী-হাটশেরপুর-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়ক	২৮.৬০
	সুলতানগঞ্জ-(লিচুতলা)-মাদলা-বাগবাড়ী-(কদমতলী)-গাবতলী (পাঁচমাইল)জেলা মহাসড়ক	৯.৭০
	ধুনট-নাংলু-বালিয়াদিঘী-পাঁচমাইল-গাবতলী-সোনাতলা (চৌকিরঘাট)জেলা মহাসড়ক	১০.৬০

রংপুর-সাহেবগঞ্জ-পীরগাছা জেলা মহাসড়ক

বামনডাংগা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী- আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ

৪২৫.৮১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্প্রতি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল আধিদপ্তর হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে হস্তান্তরিত ৭১.৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বামনডাংগা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী- আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণসহ উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জামালপুর-ধানুয়া- কামালপুর-রৌমারী-দাঁতভাঙ্গা জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (কুড়িগ্রাম অংশ)

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার সাথে জামালপুর জেলার মধ্যে বিদ্যমান মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৩৩২.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৯.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-ধানুয়া-কামালপুর-রৌমারী-দাঁতভাঙ্গা জেলা মহাসড়কটির কুড়িগ্রাম অংশের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

ভূরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থল বন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর ওপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ

২৩২.৯৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ভূরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর ওপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ৬৪৫ মিটার দীর্ঘ সোনাহাট সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক উন্নয়ন

নীলফামারী জেলার সাথে সৈয়দপুর উপজেলার যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ২২৫.৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৫.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬১.৭৮ শতাংশ।

সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

কুড়িগ্রাম (দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

সোনাহাট স্থলবন্দর ব্যবহারকারী যানবাহনের চলাচল উন্নততর ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য ৭৪৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৯.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িগ্রাম (দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

সম্ভাব্য ৭০৭.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৩.৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত একটি প্রকল্প গ্রহনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বগুড়া-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তস্থতায় উন্নীতকরণ এবং আড়িয়ারঘাট সেতু (ভাঙ্গা সেতু) নির্মাণ

সম্ভাব্য ২১০.৯০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত বগুড়া-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং আড়িয়ারঘাট সেতু (ভাঙ্গা সেতু) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে রংপুর সড়ক জোনের অনুকুলে ২২৭.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মাধ্যমে ১১০.৮৬ কিলোমিটার ওভারলে, ৩৯.৫০ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ৪১.৮৪ কিলোমিটার কার্পেটিং, ২৫৬.০৮ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ৩টি সেতু ও ২৩টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

খুলনা জোন

খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল, মাগুরা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে খুলনা সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ৮২টি জেলা মহাসড়ক, ১৬টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১৫টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৮৫২.০০ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বাগেরহাট	৬১.১২	১১৯.১৪	২৬৪.৭৬	৪৪৫.০২
চুয়াডাঙ্গা	---	১১৮.৭১	২৪.৫৮	১৪৩.২৯
যশোর	১৪৬.৩৭	৫৪.৩৭	১৩৭.৬৯	৩৩৮.৪৩
ঝিনাইদহ	৭৪.৯৯	৪৮.৮৪	২৭১.৮১	৩৯৫.৬৪
খুলনা	৬১.০৪	৪২.৩৮	৩০৯.৭৬	৪১৩.১৮
কুষ্টিয়া	৪৮.৬৫	৭৩.৮২	১৪৬.৩৬	২৬৮.৮৩
মাগুরা	৪৬.২৭	৩০.৯৩	১৬৮.১৩	২৪৫.৩৩
মেহেরপুর	---	৬৬.৫৭	৬৫.৪৫	১৩২.০২
নড়াইল	৩০.৯৮	১৬.০৮	১৪১.৫৪	১৮৮.৬
সাতক্ষীরা	৯.২৩	৫১.৯৬	২২০.৪৭	২৮১.৬৬
সর্বমোট	**৪৭৮.৬৫**	**৬২২.৮**	**১৭৫০.৫৫**	**২৮৫২.০০**

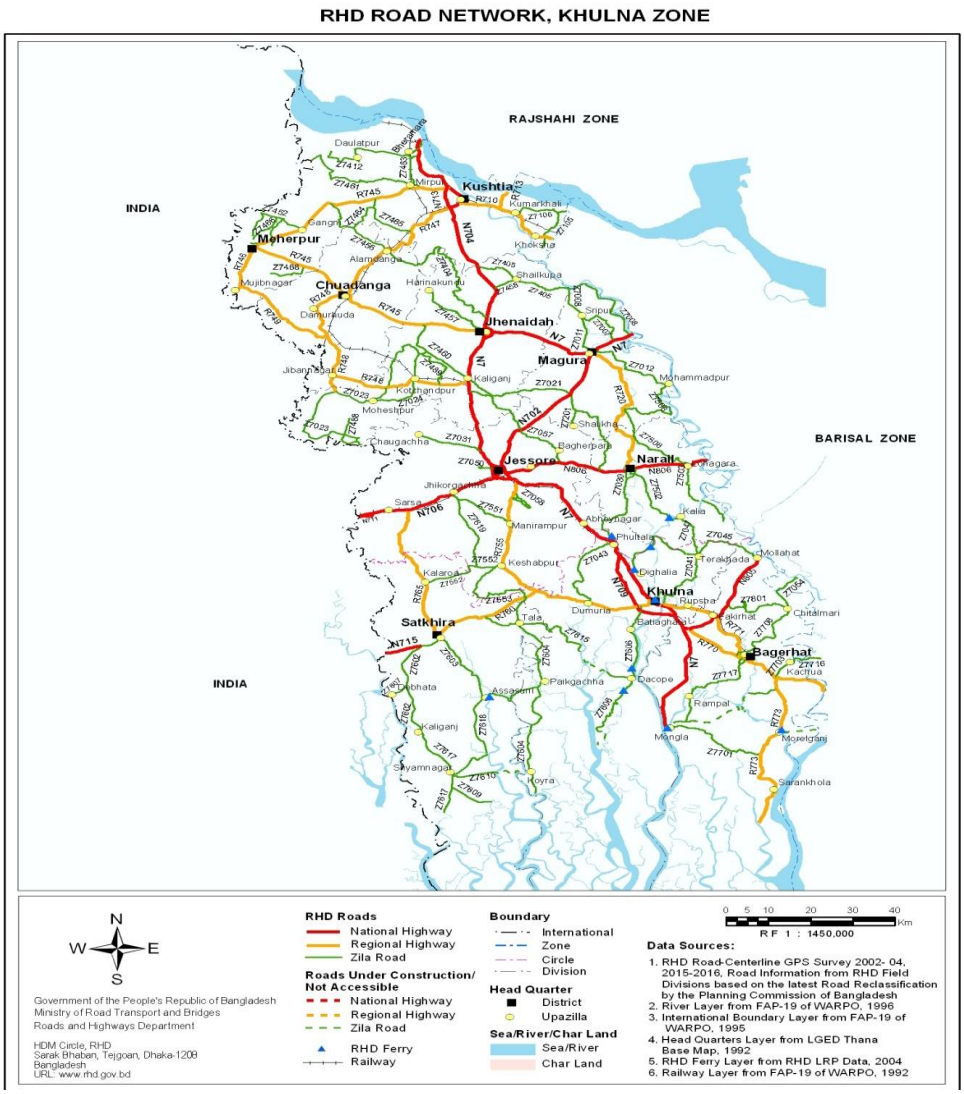

খুলনা জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

খুলনা সড়ক জোনের আওতায় ২১৮টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১২৭৮৫.৯৫ মিটার), ২৪টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ৪৭৬.০৭মিটার) ও ১৯৮৬টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৭০৭০.৪৫ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৬টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৩৭.২৪ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় খুলনা জোনে ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ৯৮৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৮৩.০০ কোটি টাকা (১০০%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর মহাসড়ক উন্নয়ন

২৭০.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৮.৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে ঐতিহাসিক মুজিবনগরের সাথে দেশের মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে।

ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর মহাসড়ক

ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ

১৮১.৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাতক্ষীরা-ভোমরা স্থলবন্দর মহাসড়ক উন্নয়ন এবং সাতক্ষীরা শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১১.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সাতক্ষীরা-ভোমরা স্থলবন্দর মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে পুনর্নির্মাণ, ১২.৩৫ কিলোমটার শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ, ৩টি সেতু ও ৫০টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সাতক্ষীরা শহরের যানজট নিরসনসহ গুরুত্বপূর্ণ ভোমরা স্থলবন্দরের সাথে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর হয়েছে।

সাতক্ষীরা শহর বাইপাস মহাসড়ক

মানিকখালী-সেতু নির্মাণসহ-আশাশুনি-পাইকগাছা মহাসড়ক উন্নয়ন

খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন দুটি উপজেলার মধ্যে যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৯৯.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মানিকখালী সেতু নির্মাণসহ ২১.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ আশাশুনি-পাইকগাছা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

মানিকখালী সেতু

কুষ্টিয়া শহর বাইপাস মহাসড়ক

কুষ্টিয়ার বটতৈল হতে বারখাদা পর্যন্ত ৬.৬০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে কুষ্টিয়া শহরের যানজট বহুলাংশে লাঘব করা সম্ভব হয়েছে। ০১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সংযোগ সড়কটি শুভ উদ্বোধন করেন।

কুষ্টিয়া শহর সংযোগ মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (খুলনা জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত খুলনা জোনে ৫৯১.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১২৬.৭৯ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৬.১৫ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
খুলনা	খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৮.৩০০
বাগেরহাট	নওয়াপাড়া-বাগেরহাট-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	৩৯.৫০০
সাতক্ষীরা	খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৫.৫০০
কুষ্টিয়া	আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া (চৌগাছা)আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৮.০৫৪
	শিলাইদহ লিংক আঞ্চলিক মহাসড়ক	৫.৪৩৫

নওয়াপাড়া-বাগেরহাট-পিরোজপুর মহাসড়কে চলমান কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা জোন)

খুলনা জোনের আওতাধীন মোট ৩২০.৫৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৫৮.৪৪ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ১৩.২১ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
খুলনা	দাকোপ-বড়বাড়ীয়া-মাগুরখালী-তালা জেলা মহাসড়ক	৯.২০০
	কয়রা-নোয়াবেকী-শ্যামনগর জেলা মহাসড়ক	৭.০০০
	তেরখাদা-বর্ণাল-কালিয়া জেলা মহাসড়ক	৫.৩৬০
	কেশবপুর-বেতগ্রাম জেলা মহাসড়ক	৫.০০০
বাগেরহাট	মোড়েলগঞ্জ (কেয়ার বাজার)-মংলা জেলা মহাসড়ক	১৪.৯২০
	বাগেরহাট (সাইনবোর্ড)-কচুয়াজেলা মহাসড়ক	৭.০৫০
	মোড়েলগঞ্জ ফেরীঘাট-জিয়ানগর জেলা মহাসড়ক	১১.১৩০
সাতক্ষীরা	আশাশুনি-শ্যমনগর জেলা মহাসড়ক	১৪.৬০০
	সাতক্ষীরা-আশাশুনি-গোয়ালডাঙ্গা-পাইকগাছা জেলা মহাসড়ক	২৩.৪৯১
	বংশীপুর-মুন্সীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১০.৬১০
যশোর	কালিগঞ্জ-খাজুরা-রায়পুর-বাঘারপাড়া জেলা মহাসড়ক	১৯.২৭২
	কেশবপুর-বেতগ্রাম জেলা মহাসড়ক	১০.৩৭২
মাগুরা	লোহাগড়া-ন'হাটা-কালিশংকরপুর-মোহাম্মদপুর জেলা মহাসড়ক	৭.৩৩০
	মাগুরা-মোহাম্মদপুর জেলা মহাসড়ক	২৪.৯১৪
ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ-খাজুরা-রায়পুর-বাঘারপাড়া জেলা মহাসড়ক	১৪.০০৯
	চাঁদপুরা-টালিনা-জালালপুর-তালসারবাজার জেলা মহাসড়ক	৯.৯৬৪
কুষ্টিয়া	সদরপুর-ঝুটিয়াডাঙ্গা-আসাননগর-হাটবোয়ালিয়া জেলা মহাসড়ক	৭.৬৫০
	দৌলতপুর-দৌলতখালী-মোহাম্মদপুর হাইস্কুল জেলা মহাসড়ক	১২.৩০০
	সদরপুর বাজার-হালসা রেল বাজার জেলা মহাসড়ক	১৫.৭০০
চুয়াডাঙ্গা	আমতলী-তৈলটুপি-আলমডাঙ্গা জেলা মহাসড়ক	৯.০৯০
	বামুন্দি-হাটবোয়ালিয়া-আলমডাঙ্গা জেলা মহাসড়ক	১৩.০২৫
মেহেরপুর	বামুন্দি-হাটবোয়ালিয়া-আলমডাঙ্গা জেলা মহাসড়ক	১১.০২০
	চাঁদপুর-দরগাতলা-জাদুখালি-যাত্রাপুর জেলা মহাসড়ক	১১.৬৬৫
	মেহেরপুর- উত্তর শালিখা-কালিগাংনী জেলা মহাসড়ক	১০.১৬০
নড়াইল	নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়ক	২৩.৬০০
	লোহাগড়া-ন'হাটা-কালিশংকরপুর-মোহাম্মদপুর জেলা মহাসড়ক	১২.১৫০

বাগেরহাট (সাইনবোর্ড)-কচুয়া জেলা মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

৩২৮.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৮.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বেনাপোল স্থলবন্দর ব্যবহারকারী পণ্য ও যাত্রীবাহী যান চলাচল উন্নততর হবে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৪১.৬৭ শতাংশ।

যশোর-বেনাপোল মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

যশোর-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যশোর অংশ (পালবাড়ী হতে রাজঘাট) যথাযথ মানে উন্নয়ন

৩২১.৫৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে যশোর-খুলনা মহাসড়কের যশোর জেলার পালবাড়ী থেকে রাজঘাট পর্যন্ত ৩৪.০৫ কিলোমিটার মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬২.৮৭ শতাংশ।

যশোর-খুলনা মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

যশোর (রাজারহাট)-মনিরামপুর-কেশবপুর-চুকনগর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

সম্ভাব্য ৩৬৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৮.২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর (রাজারহাট)-মনিরামপুর-কেশবপুর-চুকনগর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মাগুরা-শ্রীপুর জেলা মহাসড়ক বাঁকসরলীকরণ সহ সম্প্রসারণ প্রকল্প

মাগুরা জেলা সদরের সাথে শ্রীপুর উপজেলার সংযোগকারী মাগুরা-শ্রীপুর জেলা মহাসড়কের যান চলাচল নিরাপদ ও উন্নততর করার নিমিত্ত সম্ভাব্য ২১৫.০৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাগুরা-শ্রীপুর জেলা মহাসড়ক বাঁকসরলীকরণসহ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে খুলনা সড়ক জোনের অনুকুলে ৩২৪.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মাধ্যমে ১১৩.৮৯ কিলোমিটার ওভারলে, ৬৯.২৯ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ১৯.৭২ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৪২.২৪ কিলোমিটার কার্পেটিং, ১৬৩.৮৩ কিলোমিটার মাইনর মেরামত ও ১৬টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ জোন

গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে গোপালগঞ্জ সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ৩৭টি জেলা মহাসড়ক, ১০টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৮টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ১১৩৪.৩৪ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ফরিদপুর	৯০.৬		২৪০.০৯	৩৩০.৬৯
গোপালগঞ্জ	৬৬.৮৮	৭৪.৮৮	১৫৮.৩৪	৩০০.১
মাদারীপুর	৮৬.৬৬	৫০.৩৯	৬৭.৪৬	২০৪.৫১
রাজবাড়ী	১৯.৬৫	৫৪.৮১	৮২.১৯	১৫৬.৬৫
শরীয়তপুর	-	৭৫.৯৪	৬৬.৪৫	১৪২.৩৯
সর্বমোট	**২৬৩.৭৯**	**২৫৬.০২**	**৬১৪.৫৩**	**১১৩৪.৩৪**

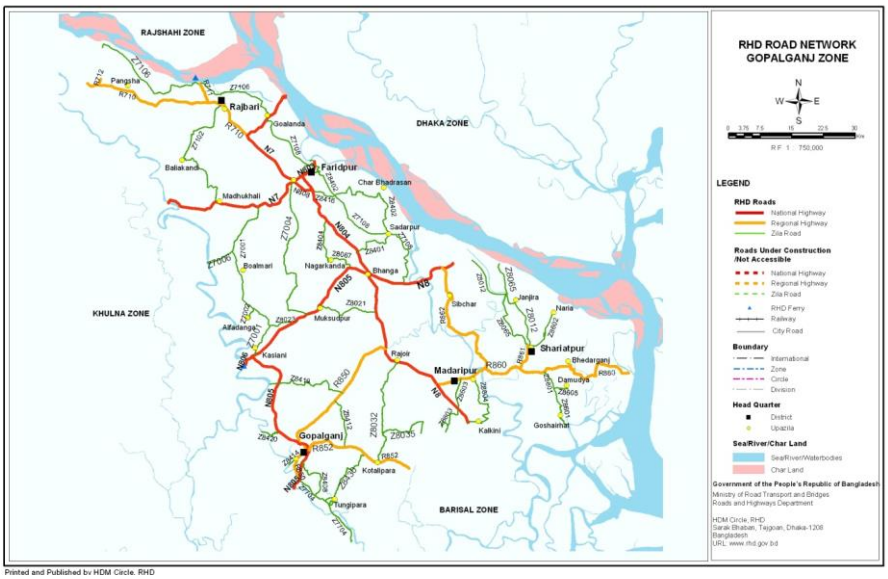

গোপালগঞ্জ জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

গোপালগঞ্জ সড়ক জোনের আওতায় ২৫৭টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১২৭৭৯.২৫ মিটার), ১৪টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ৭৬৫.৪০ মিটার) ও ৬১৬টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৪২৬১.৪০ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৫টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৪৩.৫২ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গোপালগঞ্জ জোনে ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ জোনের আওতায় ২৮০.৩৬কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৮০.৩২ কোটি টাকা (৯৯.৯৯%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

চলমান প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত গোপালগঞ্জ জোনে ৫৯১.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ৫১.৬৯ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৪.১৩ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
রাজবাড়ী	আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক	৪৫.১৯০
	রাজবাড়ী (বাগমারা)-জৌকুরা ফেরীঘাট আঞ্চলিক মহাসড়ক	৬.৫০০

আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)

গোপালগঞ্জ জোনের আওতাধীন মোট ১৩৫.২৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৫৮.৪৪ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ১২.২৭ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
গোপালগঞ্জ	ফুকরা লঞ্চঘাট-রামদিয়া জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	৪.৯৮০
	গেড়াখোলা-কাশিয়ানী (ব্যাসপুর) জেলা মহাসড়ক	৬.৬০০
	বিজয়পাশা-তালারহাট- জয়নগরঘাট জেলা মহাসড়ক	৬.১০০
মাদারিপুর	মাদারীপুর (কালকিনি)-ভূরঘাটাজেলা জেলা মহাসড়ক	১৮.৫৮০
	ভাংগা ব্রীজ-আইসার-দামুসা-পীরেরবাড়ী জেলা মহাসড়ক	১২.৮০০
	মাদারীপুর (ইটেরপুল)-পাথরিয়ারপাড়-খোসেরহাট-ডাসার-আগৈলঝাড়া জেলা মহাসড়ক	১৫.৯৮০
ফরিদপুর	পুকুরিয়া (ভাংগা)-সদরপুর জেলা মহাসড়ক	১৩.৫০০
	গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল জেলা মহাসড়ক	৮.২৪৯
	বোয়ালমারী (সাতেইর)-মোহাম্মাদপুর জেলা মহাসড়ক	৬.৫০০
	রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দী-জামালপুর-মধুখালী জেলা মহাসড়ক	৯.৪৮০
শরীয়তপুর	শরীয়তপুর-নড়ীয়া জেলা মহাসড়ক	১১.১১৫
	কনেশ্বর-ডামুড্যা জেলা মহাসড়ক	১.৭০০
রাজবাড়ী	রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দী-জামালপুর-মধুখালী জেলা মহাসড়ক	১.০০০
	গোয়ালন্দ (জামতলা)- গোদারবাজার -পাংশা - হাবাসপুর জেলা মহাসড়ক	১২.৬০০
	গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল জেলা মহাসড়ক (রাজবাড়ী অংশ)	৬.১০০

রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দী-জামালপুর-মধুখালী জেলা মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা সংযোগ মহাসড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক উন্নয়ন

৪.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা-কাশিয়ানী জেলা মহাসড়ককে ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং ৪৩.১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) জেলা মহাসড়ককে ৫.৫০ মিটার হতে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ২৬১.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় সাতৈর নামক স্থানে ৪৩৪ মিটার দীর্ঘ একটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৫.৭২ শতাংশ।

ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

শরীয়তপুর-জাজিরা-পদ্মা ব্রীজ এপ্রোচ (নাওডোবা) মহাসড়ক উন্নয়ন

পদ্মা সেতু নির্মিত হলে তা ব্যবহার করে শরীয়তপুরের সাথে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের যোগাযোগ উন্নতকরার নিমিত্ত সম্ভাব্য ৮৫০.৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ শরীয়তপুর-জাজিরা-পদ্মা ব্রীজ এপ্রোচ (নাওডোবা) মহাসড়ক উন্নয়ন করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে গোপালগঞ্জ সড়ক জোনের অনুকুলে ২২২.৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মাধ্যমে ৫৬.১৫ কিলোমিটার ওভারলে, ৩৪ কিলোমিটার কার্পেটিং, ৮৭.৮০ কিলোমিটার মাইনর মেরামত ও ৭টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

বরিশাল জোন

বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে বরিশাল সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ৬১টি জেলা মহাসড়ক, ৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৩টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ১৬৩২.০১ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বরগুনা	-	২৬.৫৩	১৪৬.১৬	১৭২.৬৯
বরিশাল	৯০.৭৮	২০.৩১	২৪২.১৮	৩৫৩.২৭
ভোলা	১৬.৪৭	১০৯.৪	১৫২.৮৮	২৭৮.৭৫
ঝালকাঠী	৭.৩২	৩৮.৮১	২০২.০১	২৪৮.১৪
পটুয়াখালী	১৩.৩৭	৬৯.৮৫	১৭৩.৯৬	২৫৭.১৮
পিরোজপুর	-	২৫.১৯	২৯৬.৭৯	৩২১.৯৮
সর্বমোট	**১২৭.৯৪**	**২৯০.০৯**	**১২১৩.৯৮**	**১৬৩২.০১**

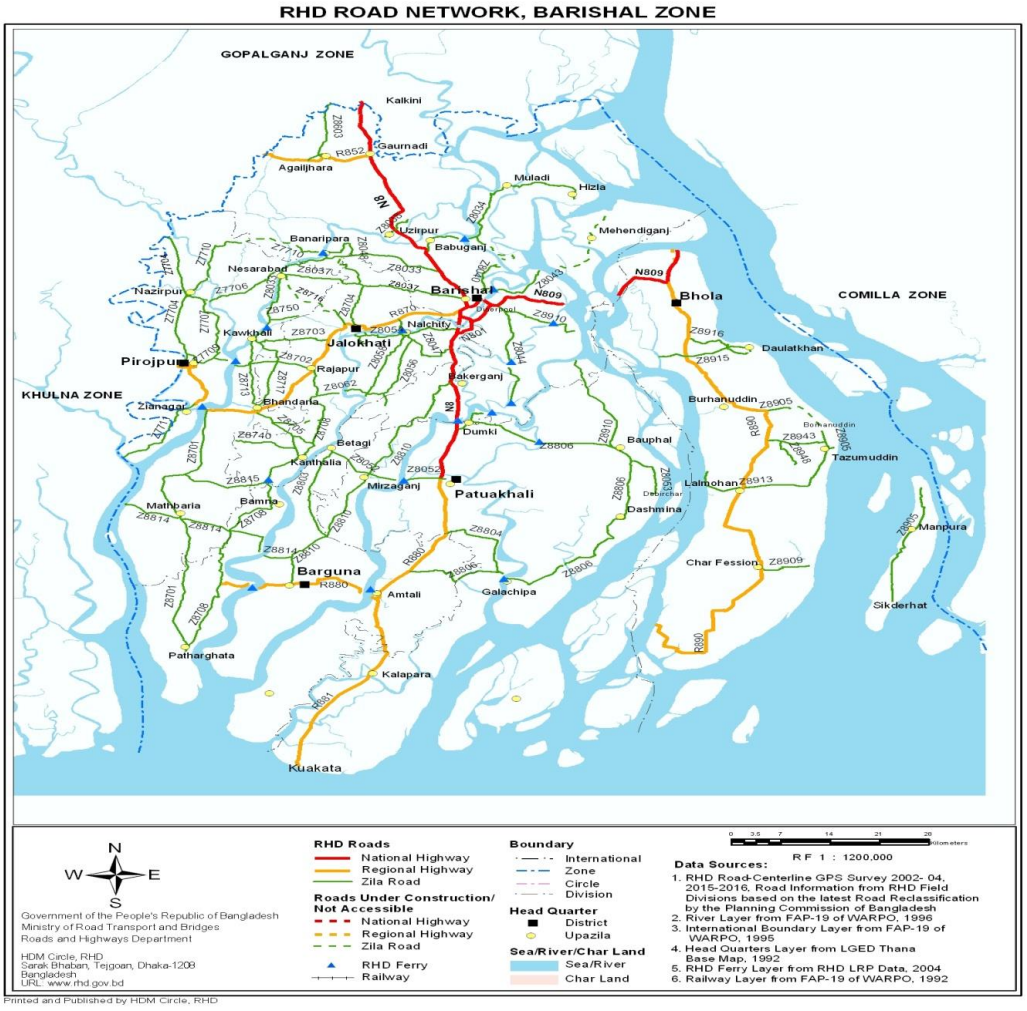

বরিশাল জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

বরিশাল সড়ক জোনের আওতায় ২৫৯ টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৪১৭০.২৭ মিটার), ১৫৪ টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ৪৭১৯.২১মিটার) ও ১১৬৩টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৫৪৫৬.২৭ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ১০টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৪৮.৭৬ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরিশাল জোনে ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ৬০৬.০৩ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬০২.৫৪ কোটি টাকা (৯৯.৪২%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

বাকেরগঞ্জ-পাদ্রীশিবপুর-কাঁঠালতলী-সুবিদখালী-বরগুনা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

বাকেরগঞ্জ-পাদ্রীশিবপুর-কাঁঠালতলী-সুবিদখালী-বরগুনা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। ১২০.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের আওতায় ৫৫.০ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার হতে ৫.৫০ মিটারে উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে স্বল্পতম পথে বিভাগীয় শহর বরিশালের সাথে বরগুনার যোগাযোগ উন্নততর হয়েছে।

বাকেরগঞ্জ-পাদ্রীশিবপুর-কাঁঠালতলী-সুবিদখালী-বরগুনা মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প

ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ

ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীককরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের নিমিত্ত ১,৮৬৭.৮৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (বরিশাল জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত বরিশাল জোনে ৫৯১.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১৩৭.০৪ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হার ৫৮.৯৫ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বরিশাল	বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	৩.৩৩২
ভোলা	ভোলা (পরান তালুকদার হাট)-বোরহানউদ্দিন-লালমনিরহাট-চরফ্যাশন-চরমানিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৪.০৯০
বরগুনা	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিড়া আঞ্চলিক মহাসড়ক	২০.৬৫০
ঝালকাঠি	বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	৩৭.২৭৫
পটুয়াখালী	আমতলী-খেপুপাড়া-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৮.৫০০
পিরোজপুর	বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-বান্দআড়িয়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	২০.৩২০
	নোয়াপাড়া-বাগেরহাট-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	২.৮৭৩

ভোলা (পরান তালুকদার হাট)-বোরহানউদ্দিন-লালমনিরহাট-চরফ্যাশন-চরমানিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল জোন)

বরিশাল জোনের আওতাধীন মোট ২৪০.৪৭ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৫৮.৪৪ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হার ৩১.৭৬ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বরিশাল	বানারীপাড়া (ধানুট)-নাজিরপুরজেলা মহাসড়ক (বরিশাল অংশ)	১৭.২৭০
	বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা	৯.৫৫২
	হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ-বরিশাল জেলা মহাসড়ক	৯.৯৭০
	বরিশাল (দিনারেলপুল)-লক্ষীপাশা-ধুমকীজেলা মহাসড়ক	৯.৭০০
	চাখার-বানারীপাড়া জেলা মহাসড়ক	২.৯৯০
	আগৈলঝরা-পয়সারহাট (আগৈলঝড়া শহরাংশ)	৩.২০০
	মাদারীপুর (ইতেরপুল)-পাথুরিয়ার পাড়-গোসাইরহাট-দাসার-আজিজারা জেলা মহাসড়ক	১২.৫৬৯
ভোলা	গুইঙ্গারহাট-চরপাতার-দলিলখার হাট হেলিপ্যাড-দৌলতখান-বাজার জেলা মহাসড়ক	১১.৫৬১
	বাগমারা-বাংলাবাজার-দৌলতখান জেলা মহাসড়ক	৭.৩১০
	ফকিরহাট-কাশেরহাট জেলা মহাসড়ক	৬.২৮০
	তজুমুদ্দিন-খানজাহার হাট জেলা মহাসড়ক	৮.৭৫০
বরগুনা	রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা জেলা মহাসড়ক (বরগুনা অংশ)	৪৫.২০০
ঝালকাঠি	দপদপিয়া-নলছিটি-মোল্লারহাট (মহেশপুর)জেলা মহাসড়ক	৭.৯১০
	নলছিটি-পীর মোয়াজ্জেম হোসেন মহাসড়ক	১৬.১৫৮
	রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা মহাসড়ক (ঝালকাঠি অংশ)	৮.৯৭৩
	সেন্টারহাট-বটতলা-পৈকখালী জেলা মহাসড়ক	৫.৯০৩
পটুয়াখালী	বরিশাল (দিনারেলপুল)-লক্ষীপাশা-ধুমকীজেলা মহাসড়ক (পটুয়াখালী অংশ)	৩.৭৮০
	গলাচিপা-হরিদেবপুর-বাদুড়া-শাখারিয়া	১৬.৩১০
পিরোজপুর	বরিশাল-কাপুর-নাবাগ্রাম-সরুপকাঠি জেলা মহাসড়ক (পিরোজপুর অংশ)	৬.৮৩৫
	ঝালকাঠি-কীর্তিপাশা-মোক্তারহাট-সরুপকাঠি জেলা মহাসড়ক (পিরোজপুর অংশ)	৪.৬০৫
	গড়িয়ারপার-বানারীপাড়া-স্বর্শিণা-স্বরুপকাঠি-কাউখালী-নৈকাঠি (৮০৩৩) (পিরোজপুর অংশ) পিরোজপুর (হুলারহাট)-শ্রীরামকাঠি-স্বরুপকাঠি নাজিরপুর-শ্রীরামকাঠি-স্বরুপকাঠি নাজিরপুর-কচুয়া	২৫.৬৪১

বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল (চরকাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরীঘাট) হয়ে লক্ষীপুর পর্যন্ত যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

চট্টগ্রাম থেকে বরিশালের সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ৩১২.৪৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল (চরকাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরীঘাট) হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত ৩৯.৫৭ কিলোমিটার মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

বরিশাল হতে পটুয়াখালী জেলার সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৩০২.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

চর ফ্যাশন হতে বেতুয়া (লঞ্চঘাট) মহাসড়ক উন্নয়ন

৪৪.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা সদর হতে বেতুয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত ৭.৩০ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নততর করার লক্ষ্যে প্রকল্পটির কাজ চলমান আছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হার ৯১.৪৪ শতাংশ।

চরফ্যাশন-বেতুয়া জেলা মহাসড়ক

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

ভোলা (পরান তালুকদার হাট)-বোরহানউদ্দিন-লালমনিরহাট-চরফ্যাশন-চরমানিকা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

ভোলা জেলা সদরের সাথে ৪টি উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য ৮১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ভোলা (পরান তালুকদার হাট)-বোরহানউদ্দিন-লালমনিরহাট-চরফ্যাশন-চরমানিকা মহাসড়কটির ৯৪ কিলোমিটার যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে বরিশাল সড়ক জোনের অনুকুলে ১৫৫.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মাধ্যমে ৯২.৩৭ কিলোমিটার ওভারলে, ২.০০ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ৬.০৮ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৮.৫০ কিলোমিটার কার্পেটিং, ৫৬.৯৮ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ২টি সেতু ও ১০টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ক

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিচালিত **৩৯**টি ফেরিঘাটের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশাসনিক জেলা/ সড়ক বিভাগের নাম	ফেরি ঘাটের নাম	ফেরি ঘাট পরিচালনা কারী সড়ক বিভাগের নাম	নদীর নাম	সড়কের নাম ও অবস্থান	ফেরির বর্তমান অবস্থা		জেলাওয়ারী ঘাটের সংখ্যা	মন্তব্য
						চালু	মেরামত যোগ্য		
১	বরিশাল	গোমা	বরিশাল	রাংগাবলি	দিনারেরপুল-লক্ষীপাশা-দুমকী জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার	১টি		বরিশাল জেলায় ৬টি ফেরিঘাট	
২	বরিশাল	কবাই লক্ষীপাশা	বরিশাল	রাংগাবলি	দিনারেরপুল-লক্ষীপাশা-দুমকি জেলা মহাসড়কের ২৩তম কিলোমিটার	১টি			
৩	বরিশাল	নেহালগঞ্জ	বরিশাল	আড়িয়াল খাঁ	বৈরাগীরপুল-টুমচর-বাউফল জেলা মহাসড়কের ৯তম কিলোমিটার	১টি			
৪	বরিশাল	বেলতলা	বরিশাল	কীর্তনখোলা	হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ-বেলতলা (বরিশাল) জেলা মহাসড়করে ৪১তম কিলোমিটার	১টি			
৫	বরিশাল	মীরগঞ্জ	বরিশাল	সুগন্ধা	মীরগঞ্জ-রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা জেলা মহাসড়কের ৮তম কিলোমিটার	২টি			
৬	বরিশাল	বানারীপাড়ড়া	বরিশাল	সন্ধ্যা	বানারীপাড়া (ডাভুয়াট)-নাজিরপুর জেলা মহাসড়কের ২তম কিলোমিটার	১টি			
৭	ঝালকাঠি	ষাটপাকিয়া	ঝালকাঠি	সুগন্ধা	ষাটপাকিয়া (ঝালকাঠি)-নলছিটি জেলা মহাসড়কের ৩তম কিলোমিটার	১টি		ঝালখাঠী জেলায় ১টি ফেরিঘাট	
৮	পিরোজপুর	বেকুটিয়া	বরিশাল	কচা	রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটার	৪টি		পিরোজপুর জেলায় ৩টি ফেরিঘাট	
৯	পিরোজপুর	চরখালী	পিরোজপুর	কচা	বরিশাল-ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ৫৩তম কিলোমিটার	২টি			
১০	পিরোজপুর	আমড়াঝুড়ি	পিরোজপুর	সন্ধ্যা	গরিয়ারপাড়-বানারীপাড়া-শর্শীনা-স্বরূপকাঠী-কাউখালী-নৈকাঠি জেলা মহাসড়কের ২২তম কিলোমিটার	২টি			
১১	পটুয়াখালী	লেবুখালী	পটুয়াখালী	পায়রা	ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের ১৮৯তম কিলোমিটার	৪টি		পটুয়াখালী জেলায় ৫টি ফেরিঘাট	
১২	পটুয়াখালী	বগা	পটুয়াখালী	লোহালিয়া	লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার	২টি			
১৩	পটুয়াখালী	পায়রাকুঞ্জ	পটুয়াখালী	পায়রা	কচুয়া-বেতাগী-মির্জাগঞ্জ-পটুযাখালী জেলা মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটার				
১৪	পটুয়াখালী	গলাচিপা	পটুয়াখালী	রামনাবাদ	লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া	১টি	১টি		

ক্রমিক নং	প্রশাসনিক জেলা/ সড়ক বিভাগের নাম	ফেরি ঘাটের নাম	ফেরি ঘাট পরিচালনা কারী সড়ক বিভাগের নাম	নদীর নাম	সড়কের নাম ও অবস্থান	ফেরির বর্তমান অবস্থা		জেলাওয়ারী ঘাটের সংখ্যা	মন্তব্য
						চালু	মেরামত যোগ্য		
					জেলা মহাসড়কের ৭০তম কিলোমিটার				
১৫	বরগুনা	আমতলী	বরগুনা	পায়রা	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা আঞ্চলিক মহাসড়কের ৩৩তম কিলোমিটার	২টি		বরগুনা জেলায় ২টি ফেরিঘাট	
১৬	বরগুনা	বড়াইতলা	বরগুনা	বিষখালী	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা আঞ্চলিক মহাসড়কের ৫৩তম কিলোমিটার	১টি			
১৭	খুলনা	জেলখানা	খুলনা	ভৈরব	রূপসা-শ্রীফতলা-তেরখাদা-সেনেরবাজার জেলা মহাসড়কের ১তম কিলোমিটার	২টি		খুলনা জেলায় ৫টি ফেরিঘাট	
১৮	খুলনা	আড়ুয়া	খুলনা	আতাই	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা জেলা মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটার	১টি			
১৯		ঝপঝপিয়া	খুলনা	পানখালী	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট জেলা মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটার	১টি			
২০	খুলনা	পোদ্দারগঞ্জ	খুলনা	ঢাকি	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট জেলা মহাসড়কের ২৮তম কিলোমিটার	১টি			
২১	খুলনা	নগরঘাটা	খুলনা	ভৈরব	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার	১টি			
২২	বাগেরহাট	মোড়লগঞ্জ	বাগেরহাট	পানগতি	সাইনবোর্ড-মোড়লগঞ্জ-রায়স্দা-সরণখোলা-বগি জেলা মহাসড়কের ১৭তম কিলোমিটার	৩টি		বাগারহাট জেলায় ২টি ফেরিঘাট	
২৩	বাগেরহাট	মংলা	বাগেরহাট	মংলা ক্যানেল	দৌলতদিয়া- মাগুরা-যশোর-খুলনা-মংলা জাতীয় মহাসড়ক	১টি			
২৪	নড়াইল	কালিয়া	নড়াইল	নবগঙ্গা	নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটার	১টি		নড়াইল জেলায় ১টি ফেরিঘাট	
২৫	সাতক্ষীরা	মানিকখালী	সাতক্ষীরা	খোলপটুয়া	সাতক্ষীরা-আশাশুনি-গোয়ালডাঙ্গা-পাইকগাছা জেলা মহাসড়কের ২৯তম কিলোমিটার	১টি		সাতক্ষিরা জেলায় ১টি ফেরিঘাট	
২৬	রাজবাড়ী	জৌকুড়া	রাজবাড়ী	পদ্মা	রাজবাড়ী(বাগমারা)-জৌকুড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ৭৩তম কিলোমিটার	২টি		রাজবাড়ী জেলায় ১টি ফেরিঘাট	
২৭	গোপালগঞ্জ	কালনা		মধুমতি	ভাটিয়াপাড়া-কালনা জাতীয় মহাসড়কের ৫তম কিলোমিটার	২টি		গোপালগঞ্জ জেলায় ১টি ফেরিঘাট	
২৮	নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	শীতলক্ষা	ভূলতা-রূপগঞ্জ জেলা মহাসড়কের ৫তম কিলোমিটার	২টি		নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৫টি ফেরিঘাট	
২৯	নারায়ণগঞ্জ	রসুলপুর	নারায়ণগঞ্জ	মেঘনা	ভবেরচর-গজারিয়া জেলা মহাসড়কের ৬তম কিলোমিটার	১টি			
৩০	নারায়ণগঞ্জ	বিষনন্দী	নারায়ণগঞ্জ	মেঘনা	ভূলতা-আড়াইহাজার-বাঙ্গারামপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ২০তম কিলোমিটার	২টি			

ক্রমিক নং	প্রশাসনিক জেলা/ সড়ক বিভাগের নাম	ফেরি ঘাটের নাম	ফেরি ঘাট পরিচালনা কারী সড়ক বিভাগের নাম	নদীর নাম	সড়কের নাম ও অবস্থান	ফেরির বর্তমান অবস্থা		জেলাওয়ারী ঘাটের সংখ্যা	মন্তব্য
						চালু	মেরামত যোগ্য		
৩১	নারায়ণগঞ্জ	হাজীগঞ্জ-নবীগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	শীতলক্ষ্যা	সিমরাইল ইপিজেড-নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ৮ম কিলোমিটার	৪টি			
৩২	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ ৫নং সেন্ট্রাল খেয়াঘাট	নারায়ণগঞ্জ	শীতলক্ষ্যা	নারায়ণগঞ্জ বন্দর BIWTA ঘাট- বন্দর খেয়াঘাট (সেন্ট্রাল খেয়াঘাট)	১টি			
৩৩	ঢাকা	বক্তাবলী	ঢাকা	ধলেশ্বরী	শাসনগাঁও-পূর্ব গোপালনগর-রাজাপুর-বক্তাবলী-তালতলা জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার	২টি		ঢাকা জেলায় ১টি ফেরিঘাট	
৩৪	নরসিংদী	পান্থশালা	নরসিংদী	মেঘনা	জঞ্জাশিবপুর-রায়পুরা জেলা মহাসড়কের ১১তম কিলোমিটার	১টি		নরসিংদী জেলায় ১টি ফেরিঘাট	
৩৫	গাজীপুর	বানারটোক	গাজীপুর	শীতলক্ষ্যা	সালনা-রাজেন্দ্রপুর-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা আঞ্চলিক মহাসড়কের ৩৭তম কিলোমিটার	১টি		গাজীপুর জেলায় ১টি ফেরিঘাট	
৩৬	মানিকগঞ্জ	বালিরটেক	মানিকগঞ্জ	কালীগঞ্জ	বেতিলা-বালিরটেক সড়কের (এলজিইডি সড়ক) ১০তম কিলোমিটার	২টি		মানিকগঞ্জ জেলায় ১টি ফেরিঘাট	
৩৭	সুনামগঞ্জ	ছাতক	সুনামগঞ্জ	সুরমা	গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দুয়ারবাজার জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার	২টি		সুনামগঞ্জ জেলায় ২টি ফেরিঘাট	
৩৮	সুনামগঞ্জ	রানীগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	কুশিয়ারা	আউশকান্দি-রানীগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর মহাসড়ক	৩টি			
৩৯	রাঙ্গামাটি	চন্দ্রঘোনা	রাঙ্গামাটি	কর্ণফুলি	ঘাগড়া-চন্দ্রঘোনা-বাঙ্গালহালিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ১৬তম কিলোমিটার	৩টি		রাঙ্গামাটি জেলায় ১টি ফেরিঘাট	

পরিশিষ্ট-খ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

ক্রম	সেতুর/মহাসড়কের নাম	নদী/স্থানের নাম	উদ্বোধনের তারিখ	অবস্থান	উদ্বোধনস্থল	সেতু/মহাসড়কের দৈর্ঘ্য	অর্থায়ন	মন্তব্য
১.	নিমাইচড়া সেতু	পাবনা	১৪ জুলাই ২০১৮	চাটমোহর উপজেলায় টেবুনিয়া-চাটমোহর-হান্ডিয়াল-হামকুড়িয়া সড়কে ৩০তম কিলোমিটারে গোমানী নদীর উপর	পুলিশ লাইনস্ মাঠ, পাবনা	১৭৩.৭৪ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
২.	কাটাখাল সেতু	পাবনা	১৪ জুলাই ২০১৮	চাটমোহর উপজেলায় টেবুনিয়া-চাটমোহর-হান্ডিয়াল-হামকুড়িয়া সড়কে ৩৩তম কিলোমিটারে	পুলিশ লাইনস্ মাঠ, পাবনা	১৬৫.৮৭ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
৩.	আত্রাই সেতু	পাবনা	১৪ জুলাই ২০১৮	চাটমোহর উপজেলায় টেবুনিয়া-চাটমোহর-হান্ডিয়াল-হামকুড়িয়া সড়কের ২৮তম কিলোমিটারে আত্রাই নদীর উপর	পুলিশ লাইনস্ মাঠ, পাবনা	১১৭.৩৫ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
৪.	ধোলাইখাল সেতু	পাবনা	১৪ জুলাই ২০১৮	সুজানগর উপজেলায় বাঁধেরহাট-খয়েরচর সড়কের ৭ম কিলোমিটারে	পুলিশ লাইনস্ মাঠ, পাবনা	২১৬.৩৪ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
৫.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ফেনী জেলায় 'ফতেহপুর রেলওয়ে ওভারপাস'	ফেনী	১৪ আগস্ট ২০১৮	ফেনী জেলায় ফতেহপুরে	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)	৮৬.৭৯ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
৬.	জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২৩টি সেতু	টাঙ্গাইল	১৪ আগস্ট ২০১৮	জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেন মহাসড়কে	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)	১১৩০.৬৮ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন

ক্রম	সেতুর/মহাসড়কের নাম	নদী/স্থানের নাম	উদ্বোধনের তারিখ	অবস্থান	উদ্বোধনস্থল	সেতু/মহাসড়কের দৈর্ঘ্য	অর্থায়ন	মন্তব্য
৭.	ঢাকা-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাংগা অংশ উভয়দিকে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পের যাত্রাবাড়ী-মাওয়া অংশ এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশের নির্মাণ কাজ	ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর, ফরিদপুর	১৪ অক্টোবর ২০১৮	ঢাকা-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাংগা অংশ	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)	৫৫ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
৮.	কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়ক	কুষ্টিয়া	০১ নভেম্বর ২০১৮	কুষ্টিয়ার বটতৈল হতে বারখাদা পর্যন্ত	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)	৬.৬০ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
৯.	ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ	ফেনী ও নোয়াখালী	০১ নভেম্বর ২০১৮	ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ থেকে সোনাপুর পর্যন্ত	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)	১৩.৩৮ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
১০.	ছোট ফেনী নদী সেতু	নোয়াখালী	০১ নভেম্বর ২০১৮	সোনাগাজী-ওলামাবাজার-চর দরবেশপুর-কোম্পানীগঞ্জ সড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে ছোট ফেনী নদীর উপর	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)	৪৭৮.১৭১ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
১১.	মোক্তারপুর চরসিন্দু সেতু	নরসিংদী	০১ নভেম্বর ২০১৮	গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা সড়কের শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)	৫১০.৪০২ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
১২.	কালনা সেতুর নির্মাণ কাজ	গোপালগঞ্জ ও নড়াইল	০১ নভেম্বর ২০১৮	ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বেনাপোল মহাসড়কে	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)	৬৯০ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
১৩.	আমুয়া সেতু	ঝালকাঠি	০১ নভেম্বর ২০১৮	রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়কের ৩২তম কিলোমিটারে	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)	২১৭.৬৮ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন

ক্রম	সেতুর/মহাসড়কের নাম	নদী/স্থানের নাম	উদ্বোধনের তারিখ	অবস্থান	উদ্বোধনস্থল	সেতু/মহাসড়কের দৈর্ঘ্য	অর্থায়ন	মন্তব্য
১৪.	সড়ক ভবন	তেজগাঁও, ঢাকা	০১ নভেম্বর ২০১৮	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-১ এর আওতায় নির্মিত (তেজগাঁও, ঢাকা)	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)	১৩ তলা (৩১,২৪৫ বর্গমিটার)	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
১৫.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মোড়াইল রেলক্রসিং এর উপর নির্মিত রেলওয়ে ওভারপাস	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১ নভেম্বর ২০১৮	ব্রহ্মণবাড়ীয়া শহর অংশ সড়কের ২য় কিলোমিটারে	গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে	৪৯৬.৪২ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
১৬.	৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর নির্মাণ কাজ	পিরোজপুর	০১ নভেম্বর ২০১৮	রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর সড়কের ১২ তম কিলোমিটারে বেকুটিয়ায় কঁচা নদীর ওপর	গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে	৯৯৮ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
১৭.	শহীদ রফিক উদ্দিন ভূইয়া সেতু (বালিপাড়া সেতু)	ময়মনসিংহ	০২ নভেম্বর ২০১৮	ত্রিশাল বালিপাড়া	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৪৭৭.০০ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
১৮.	বালাই সেতু	নেত্রকোনা	০২ নভেম্বর ২০১৮	মদন-খালিয়াজুরি সড়কের ৩৭ তম কিলোমিটারে	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৯৪.২৭৪ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
১৯.	শান্তিপুর সেতু	নেত্রকোনা	০২ নভেম্বর ২০১৮	শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর সড়কের ২৭ তম কিলোমিটারে	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৩৬.৬০ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
২০.	ব্রাহ্মণখালি সেতু	নেত্রকোনা	০২ নভেম্বর ২০১৮	শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর সড়কের ১৫ তম কিলোমিটারে	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৩৯.২৫ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
২১.	জারিয়া সেতু	নেত্রকোনা	০২ নভেম্বর ২০১৮	শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর সড়কের ২৩ তম কিলোমিটারে	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	২৩২.০০ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন

ক্রম	সেতুর/মহাসড়কের নাম	নদী/স্থানের নাম	উদ্বোধনের তারিখ	অবস্থান	উদ্বোধনস্থল	সেতু/মহাসড়কের দৈর্ঘ্য	অর্থায়ন	মন্তব্য
২২.	মগড়া সেতু	নেত্রকোনা	০২ নভেম্বর ২০১৮	ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা-মোহনগঞ্জ-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের ৩৯তম কিলোমিটারে	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৭২.৯৫ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
২৩.	নকলা-নলিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	শেরপুর	০২ নভেম্বর ২০১৮	নকলা-নলিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর সড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	২৯.৫০ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
২৪.	সীমান্ত সড়ক (হাতীপাগার-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়াকামালপুর) নির্মাণ	শেরপুর	০২ নভেম্বর ২০১৮	সীমান্ত সড়ক (হাতীপাগার-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়াকামালপুর)	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৫০ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
২৫.	বনগাঁও-নুন্নী-হাতীপাগার সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	শেরপুর	০২ নভেম্বর ২০১৮	বনগাঁও-নুন্নী-হাতীপাগার সড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	১৩.৯০ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
২৬.	২য় কাঁচপুর (শীতলক্ষ্যা) সেতু	নারায়ণগঞ্জ	১৬ মার্চ ২০১৯	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটারে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে)	৩৯৭.৩০ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা	শুভ উদ্বোধন
২৭.	ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের **ভুলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার**	রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	১৬ মার্চ ২০১৯	ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের ২৫ তম কিলোমিটারে ভূলতা বাজার	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে)	১৮৫০ মিটার (ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক বরাবর-১২৩৯ মিটার এবং ঢাকা বাইপাস বরাবর ৬১১ মিটার)	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শুভ উদ্বোধন
২৮.	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে **লতিফপুর রেলওয়ে ওভারপাস**	কালিয়াকৈর, গাজীপুর	১৬ মার্চ ২০১৯	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কের ২০তম কিলোমিটারে	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে)	৪৫৬.৩৭ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এডিবি, ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং আবুধাবী ফান্ড ফর	শুভ উদ্বোধন

ক্রম	সেতুর/মহাসড়কের নাম	নদী/স্থানের নাম	উদ্বোধনের তারিখ	অবস্থান	উদ্বোধনস্থল	সেতু/মহাসড়কের দৈর্ঘ্য	অর্থায়ন	মন্তব্য
							ডেভেলপমেন্ট	
২৯.	কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীন ৪-লেন বিশিষ্ট **২য় মেঘনা সেতু**	নারায়ণগঞ্জ	২৫ মে ২০১৯	ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২৫ তম কিলোমিটারে মেঘনা নদীর উপর	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে)	৯৩০ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা	শুভ উদ্বোধন
৩০.	কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীন ৪-লেন বিশিষ্ট **২য় গোমতী সেতু**	নারায়ণগঞ্জ	২৫ মে ২০১৯	ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ৩৭ তম কিলোমিটারে গোমতী নদীর উপর	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে)	১৪১০ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা	শুভ উদ্বোধন
৩১.	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে **কোনাবাড়ি ফ্লাইওভার**	গাজীপুর	২৫ মে ২০১৯	জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে কোনাবাড়িতে	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে)	১৬৪৫ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ও আবু ধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট	শুভ উদ্বোধন
৩২.	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে **চন্দ্রা ফ্লাইওভার**	গাজীপুর	২৫ মে ২০১৯	জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে চন্দ্রাতে	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে)	২৮৮ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ও আবু ধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট	শুভ উদ্বোধন
৩৩.	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে **কড্ডা-১ সেতু**	গাজীপুর	২৫ মে ২০১৯	জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে)	৭০ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ও আবু ধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট	শুভ উদ্বোধন
৩৪.	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে **বাইমাইল**	গাজীপুর	২৫ মে ২০১৯	জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সিং	১২১ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ওপেক	শুভ উদ্বোধন

ক্রম	সেতুর/মহাসড়কের নাম	নদী/স্থানের নাম	উদ্বোধনের তারিখ	অবস্থান	উদ্বোধনস্থল	সেতু/মহাসড়কের দৈর্ঘ্য	অর্থায়ন	মন্তব্য
	সেতু				এর মাধ্যমে)		ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ও আবু ধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট	
৩৫.	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে **কালিয়াকৈর আন্ডারপাস**	গাজীপুর	২৫ মে ২০১৯	জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে)	৪২০ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ও আবু ধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট	শুভ উদ্বোধন
৩৬.	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে **দেওহাটা আন্ডারপাস**	গাজীপুর	২৫ মে ২০১৯	জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে)	২৬০ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ও আবু ধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট	শুভ উদ্বোধন
৩৭.	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে **মির্জাপুর আন্ডারপাস**	টাঙ্গাইল	২৫ মে ২০১৯	জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে)	৪২০ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ও আবু ধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট	শুভ উদ্বোধন
৩৮.	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে **ঘারিন্দা আন্ডারপাস**	টাঙ্গাইল	২৫ মে ২০১৯	জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে	গণভবন (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে)	৪৪৬ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ও আবু ধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট	শুভ উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত অবকাঠামোর তালিকা

ক্রম	সেতুর/মহাসড়কের নাম	নদী/স্থানের নাম	উদ্বোধনের তারিখ	অবস্থান	উদ্বোধনস্থল	সেতু/মহাসড়কের দৈর্ঘ্য	অর্থায়ন	মন্তব্য
১.	ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে বীর সপ্তক ক্রসিং পয়েন্টের নিকট 'পথচারী আন্ডারপাস' নির্মাণ প্রকল্প	ঢাকা	১২ আগস্ট ২০১৮	ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে বীর সপ্তক ক্রসিং পয়েন্টের নিকট	বীর সপ্তক ক্রসিং পয়েন্ট এলাকা		গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
২.	জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকায় রেলওয়ে ওভারপাস	জামালপুর	০২ নভেম্বর ২০১৮	জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকায়	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৭৩৮.৪০৬ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
৩.	জামালপুর-ধানুয়া কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	জামালপুর	০২ নভেম্বর ২০১৮	জামালপুর-ধানুয়া কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী)	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৫৯ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
৪.	জামালপুর-কালিবাড়ী-সরিষাবাড়ী সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প	জামালপুর	০২ নভেম্বর ২০১৮	জামালপুর-কালিবাড়ী-সরিষাবাড়ী	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	১৭ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
৫.	ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	ময়মনসিংহ	০২ নভেম্বর ২০১৮	ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা সড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৩৬ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
৬.	গফরগাঁও-বরমী-মাওনা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ময়মনসিংহ অংশ)	ময়মনসিংহ	০২ নভেম্বর ২০১৮	গফরগাঁও-বরমী-মাওনা সড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	২৪.৭০ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
৭.	ত্রিশাল-বালিপাড়া-নান্দাইল মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	ময়মনসিংহ	০২ নভেম্বর ২০১৮	ত্রিশাল-বালিপাড়া-নান্দাইল মহাসড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	২২.৪৫ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
৮.	জামালপুর-চেচুয়া-মুক্তাগাছা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	ময়মনসিংহ ও জামালপুর	০২ নভেম্বর ২০১৮	জামালপুর-চেচুয়া-মুক্তাগাছা মহাসড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৩৮ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
৯.	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর কেওয়াটখালী সেতু	ময়মনসিংহ	০২ নভেম্বর ২০১৮	কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	১৬০০ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
১০.	ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক সড়কে বানার নদীর উপর বানার সেতু	ময়মনসিংহ	০২ নভেম্বর ২০১৮	টাংগাবো, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	২৮২.৫৮ মিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
১১.	সীমান্ত সড়ক উন্নয়ন (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা অংশ)	ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা	০২ নভেম্বর ২০১৮	ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৮০ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
১২.	ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায়	ময়মনসিংহ	০২ নভেম্বর ২০১৮	ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর সড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৩১.৮৫ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ক্রম	সেতুর/মহাসড়কের নাম	নদী/স্থানের নাম	উদ্বোধনের তারিখ	অবস্থান	উদ্বোধনস্থল	সেতু/মহাসড়কের দৈর্ঘ্য	অর্থায়ন	মন্তব্য
	উন্নীতকরণ প্রকল্প							
১৩.	জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ (ময়মনসিংহ জোন)	ময়মনসিংহ	০২ নভেম্বর ২০১৮	জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ (ময়মনসিংহ জোন)	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	২৩৬.২১ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
১৪.	শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন প্রকল্প	নেত্রকোনা	০২ নভেম্বর ২০১৮	শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর মহাসড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৩৬.৫০ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
১৫.	নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ (ভায়া গৌরীপুর) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	নেত্রকোনা	০২ নভেম্বর ২০১৮	নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ (ভায়া গৌরীপুর) সড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	২৮.৫ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
১৬.	নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোণা)-কলমাকান্দা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	নেত্রকোনা	০২ নভেম্বর ২০১৮	নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোণা)-কলমাকান্দা সড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	২১ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
১৭.	জামালপুর-শেরপুর-বনগাঁও সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	শেরপুর	০২ নভেম্বর ২০১৮	জামালপুর-শেরপুর-বনগাঁও সড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৩২.৫০ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
১৮.	শেরপুর (আখেরবাজার)-লঙ্গারপাড়া-শ্রীবর্দী (মামদামারী) সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প	শেরপুর	০২ নভেম্বর ২০১৮	শেরপুর (আখেরবাজার)-লঙ্গারপাড়া-শ্রীবর্দী (মামদামারী) সড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	১৪.৫০ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
১৯.	নকলা বাইপাস জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীকরণ প্রকল্প	শেরপুর	০২ নভেম্বর ২০১৮	নকলা বাইপাস জেলা মহাসড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	১১.৬০ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
২০.	শ্রীবর্দী-ভায়াডাঙ্গা-ঝিনাইগাতী সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প	শেরপুর	০২ নভেম্বর ২০১৮	শ্রীবর্দী-ভায়াডাঙ্গা-ঝিনাইগাতী সড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	১৯.৫০ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
২১.	নালিতাবাড়ী-বরুয়াজানি-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	শেরপুর	০২ নভেম্বর ২০১৮	নালিতাবাড়ী-বরুয়াজানি-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট সড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	১৬ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
২২.	কানাসাখোলা-অষ্টমীতলা সড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	শেরপুর	০২ নভেম্বর ২০১৮	কানাসাখোলা-অষ্টমীতলা সড়ক	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ	৪ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
২৩.	এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প	টাঙ্গাইল ও জামালপুর	১৪ মার্চ ২০১৯	এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়ক	কুমুদিনী কমপ্লেক্স, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল	৫৭ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
২৪.	এলেঙ্গা-ভূঞাপুর-চরগাবসারা সড়কে ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও ০১টি	টাঙ্গাইল	১৪ মার্চ ২০১৯	এলেঙ্গা-ভূঞাপুর-চরগাবসারা সড়কে ১০টি	কুমুদিনী কমপ্লেক্স, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল	২০.৫০ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ক্রম	সেতুর/মহাসড়কের নাম	নদী/স্থানের নাম	উদ্বোধনের তারিখ	অবস্থান	উদ্বোধনস্থল	সেতু/মহাসড়কের দৈর্ঘ্য	অর্থায়ন	মন্তব্য
	কালভার্ট পুনর্নির্মাণ এবং আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প			ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও ০১টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ				
২৫.	টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক, করটিয়া-বাসাইল জেলা সড়ক এবং পাকুল্লা-দেলদুয়ার-এলাসিন অংশকে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প	টাঙ্গাইল	১৪ মার্চ ২০১৯	টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক, করটিয়া-বাসাইল জেলা সড়ক এবং পাকুল্লা-দেলদুয়ার-এলাসিন সড়ক	কুমুদিনী কমপ্লেক্স, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল	৩০ কিলোমিটার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মেগা প্রকল্পের তালিকা

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল ব্যয় (কোটি টাকা)
১	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II : এলেঙ্গা-হাতিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ	১১,৮৯৯.০১
২	ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন	১০,৯৬৪.১৫
৩	২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প	৮,৪৮৬.৯৪
৪	সাসেক রোড কানেক্টাভিটি প্রজেক্ট : ইমপ্রুভমেন্ট অব জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা রোড টু ৪ লেন হাইওয়ে	৫,৫৯৩.১৬
৫	গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) (সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প)	৪,২৬৮.০২
৬	ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহন ও ইউটিলিটি শিফটিং এর লক্ষ্যে লিংক প্রকল্প	৩,৮৮৫.৭২
৭	ক্রস-বর্ডার রোড নেটওর্য়াক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)	৩,৬৮৪.৫৫
৮	আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ	৩,৫৬৭.৮৫
৯	ওয়েষ্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	২,৯১১.৭৫
১০	কুমিল্লা (টমছমব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ)-আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪-লেন উন্নীতকরণ	২,১৭০.৭৮
১১	ফরিদপুর-বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহন ও ইউটিলিটি শিফটিং এর লক্ষ্যে লিংক প্রকল্প	১,৮৬৭.৮৬
১২	সীমান্ত সড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) নির্মাণ (১ম পর্যায়)	১,৬৯৯.৮৫
১৩	বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ	১,৪৪৭.২৪

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৬০টি প্রতিশ্রুতি

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩
১	নেত্রকোণা ঈশ্বরগঞ্জ রাস্তা পুনঃনির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
২	মদন-নেত্রকোণা রাস্তা সংস্কার ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়িত
৩	মদন - খালিয়াজুরী রাস্তার উচিতপুর হতে গোবিন্দশ্রী পর্যন্ত সাবমারসিবল সড়ক সংস্কার	বাস্তবায়িত
৪	নেত্রকোণা দূর্গাপুর উপজেলার শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি হয়ে বিজয়পুর স্থলবন্দর পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৫	মদন-খালিয়াজুরী রাস্তার বালাই নদীতে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৬	ঢাকা বাইপাস ০২ (দুই) লেনের সড়ককে ০৪ (চার) লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
৭	টঙ্গী-জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক ০৪ (চার) লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়িত
৮	গাজীপুরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরো প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।	বাস্তবায়িত
৯	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ ও সোনারগাঁও উপজেলা পয়েন্টে দুটি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হবে	বাস্তবায়িত
১০	লক্ষীপুর-শরীয়তপুর সড়ক নির্মাণ	আংশিক বাস্তবায়িত
১১	পটুয়াখালী-আমতলী-কুয়াকাটা সড়ক সংস্কার	বাস্তবায়িত
১২	পায়রা নদীর লেবুখালী ও বিষখালীর আমুয়া ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের যানজট কমানোর লক্ষ্যে প্রধান রেলক্রসিং এ একটি ওভারব্রীজ /ফ্লাইওভার নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১৪	আশুগঞ্জ-নবীনগর সড়ক পাঁকাকরণ	বাস্তবায়নাধীন
১৫	বংশী নদীর উপর ধুনট নামক স্থানে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১৬	বংশী নদীর উপর ধুনট নামক স্থানে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১৭	গৌরীপুর-হোমনা আঞ্চলিক সড়কটি সিলেট হাইওয়ে পর্যন্ত সম্প্রসারণ	বাস্তবায়িত
১৮	নেত্রকোনা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট হয়ে সীমান্ত সড়ক নির্মাণ	আংশিক বাস্তবায়িত
১৯	সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
২০	সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতুসহ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ।	
	ক) "সুনামগঞ্জ- পাগলা- জগন্নাথপুর- রাণীগঞ্জ- আউসকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু সহ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ"	বাস্তবায়নাধীন
	খ) ''পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি সড়ক'' শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তবায়িত
২১	সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা আজমিরিগঞ্জ-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ।	
	ক) মদনপুর-দিরাই অংশ	বাস্তবায়িত
	খ) দিরাই – শাল্লা অংশ	আংশিক বাস্তবায়িত
	গ) শাল্লা-জলসুখা	প্রক্রিয়াধীন
	ঘ) বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ	বাস্তবায়নাধীন

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩
	ঙ) বানিয়াচং-হবিগঞ্জ	বাস্তবায়িত
২২	সীতাকুন্ড থেকে মহুরী সেচ প্রকল্প পর্যন্ত উপকূলীয় বেড়ী বাঁধের উপর বিকল্প সড়ক নির্মাণ	প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহীত
২৩	ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাই বাজারে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ	বাস্তবায়ন না করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত
২৪	যানজট নিরসনে মনিরামপুর শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত
২৫	নওয়াপাড়া শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত
২৬	বরিশাল-ফরিদপুর মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
২৭	রূপসা-তেরখাদা সড়কটি আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নিত করন	বাস্তবায়িত
২৮	খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক সংস্কার	বাস্তবায়িত
২৯	নারায়ণগঞ্জ সদর বন্দর উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৩০	মদনগঞ্জ-মদনপুর এবং সৈয়দপুর-পঞ্চবটি সড়ককে ৪ (চার) লেন বিশিষ্ট সড়কে উন্নীত করণ করা	প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহীত
৩১	লাঙ্গালবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ সড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৩২	নালিতাবাড়ী-হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া-দূর্গাপুর সীমান্ত সড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
	ক) নালিতাবাড়ি-হালুয়াঘাট অংশ	
	খ) হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া মহাসড়ক	
	গ) ধোবাউড়া-দূর্গাপুর অংশ	
৩৩	টাংগাব ডাকবাংলা এবং গাজীপুরের টোক ইউনিয়নের মাঝে বানার নদীর উপর সেতু নির্মাণ।	বাস্তবায়িত
৩৪	চাঁপাইনবাবঞ্জ-সোনামসজিদ এবং কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট রাস্তা পুন:নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	
	ক) নবাবগঞ্জ-শিবগঞ্জ-সোনামসজিদ-বালিয়াদিঘী চেকপোস্ট মহাসড়কের ৬কিলোমিটার মহাসড়ক	বাস্তবায়িত
	খ) কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	বাস্তবায়িত
৩৫	পত্নীতলা-সাপাহার-পোরশা-রহনপুর সড়ক পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়িত
৩৬	চাঁপাইনবাবঞ্জ-আমনুরা-পার্বতীপুর আড্ডা- সাপাহার রাস্তা পুন:নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	
	ক) নবাবগঞ্জ-আমনুরা মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়িত
	খ) গোদাগাড়ী-আমনুরা-নাচোল-পার্বতীপুর -আড্ডা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	বাস্তবায়িত
৩৭	মংলা নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ	পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩
		প্রক্রিয়াধীন
৩৮	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান সড়ক নির্মাণ এবং সড়কের ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর (ঝপঝপিয়া ও চুনকরি নদীর) উপর ব্রিজ নির্মাণ	
	ক) খুলনা-(গল্লামারী)-বটিঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
	খ) ঝপঝপিয়া নদীর উপর সেতু ও চুনকুড়ী নদীর উপর পোদ্দারগঞ্জ (ঢাকী) সেতু	ইআরডিতে প্রক্রিয়াধীন
৩৯	হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বেলঘড়িয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কটি ৪-লেনে উন্নীত করা	বাস্তবায়নাধীন
৪০	জয়পুরহাট শহর থেকে হিলি পর্যন্ত সড়ক দুই লেনে উন্নীতকরণ এবং হিলি স্থল বন্দর হতে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তা দ্রুত মেরামত	
	ক) জয়পুরহাট শহর থেকে হিলি পর্যন্ত মহাসড়ক দুই লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
	খ) হিলি স্থল বন্দর হতে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তা দ্রুত মেরামত	বাস্তবায়িত
৪১	চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলার দেলোয়ার খাঁ-গুপ্তছড়া মহাসড়ক (কুমিরা- সন্দীপ মহাসড়ক) এবং দেলোয়ার খাঁ মহাসড়ক উত্তর-দক্ষিণে মেরামত করা (সারিকাইত-সন্তোষপুর- দেলোয়ার খাঁ মহাসড়ক)	
	ক) দেলোয়ার খাঁ-গুপ্তছড়া মহাসড়ক মেরামত করা	বাস্তবায়িত
	খ) সারিকাইত-সন্তোষপুর মহাসড়ক উন্নয়ন	বাস্তবায়নাধীন
৪২	বাউফল উপজেলার বগা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ	ইআরডিতে প্রক্রিয়াধীন
৪৩	বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু নির্মাণ (লেবুখালী ব্রিজ)	বাস্তবায়নাধীন
৪৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় আন্ধারমানিক নদীর উপর শহীদ শেখ কামাল সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৪৫	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় হাজীপুর নদীর উপর শহীদ শেখ জামাল সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৪৬	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় মহীপুর-আলীপুর নদীর উপর শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৪৭	ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ০৪(চার) লেনে উন্নীতকরণ	
	ক) ঢাকা- নবীনগর মহাসড়ক	বাস্তবায়িত
	খ) নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক	বাস্তবায়িত
	গ) জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক	বাস্তবায়নাধীন
৪৮	হবিগঞ্জ-লাখাই-সরাইল-নাসিরনগর সড়কে বলভদ্র নদীর উপর সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৪৯	হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-আউশকান্দি-পাগলা-জগন্নাথপুর সড়ক দ্রুত বাস্তবায়ন	
	ক) শায়েস্তাগঞ্জ- হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর (আউশকান্দি) মহাসড়ক	বাস্তবায়িত
	খ) পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ- আউশকান্দি) মহাসড়ক	বাস্তবায়িত
৫০	পটুয়াখালী জেলার দুমকী ও বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার পান্ডব পায়রা নদীতে নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ	ইআরডিতে প্রক্রিয়াধীন।
১	দুধকুমর নদীর উপর একটি ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩
২	কুড়িগ্রাম-তিস্তা সড়ক উন্নয়ন করা	বাস্তবায়িত
৩	বগুড়া জেলা শহর থেকে মেডিকেল কলেজে যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
	ক) বগুড়া জেলা শহর থেকে মেডিকেল কলেজে যাতায়াতের জন্য “শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সংযোগ সড়ক” শীর্ষক প্রকল্পের	বাস্তবায়িত
	খ) বগুড়া জেলা শহর থেকে মেডিকেল কলেজে যাতায়াতের জন্য ১.৮৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প	বাস্তবায়নাধীন
৪	ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য রাস্তাঘাট উন্নয়ন	
	ক) বগুড়া-নাটোর জাতীয় মহাসড়কের ২০ কিলোমিটার অংশে ওভারলে কাজ	বাস্তবায়িত
	খ) "বগুড়া-সারিয়াকান্দি মহাসড়কের ৩টি বেইলী সেতু প্রতিস্থাপন (২টি সেতু ও ১টি কালভার্ট) এবং ১টি ক্ষতিগ্রস্থ আরসিসি সেতু পুনঃনির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি	বাস্তবায়নাধীন
৫	পিরোজপুর- রাজাপুর- ঝালকাঠি-বরিশাল মহাসড়ক (R-8702) এর বেকুটিয়া নামক স্থানে কচা নদীর উপর ৮ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৬	বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় হতে উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকামরুল পর্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন যানবাহনের জন্য লেন রেখে ১৯ কিলোমিটার রাস্তা ৪-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
৭	চট্টগ্রাম শাহ-আমানত বিমান বন্দর থেকে শাহ-আমানত সেতু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত উপকুলবর্তী অঞ্চল দিয়ে মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ	প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহীত
৮	নেত্রকোণা পৌরসভাস্থ মগড়া নদীর উপর নির্মিত মোক্তারপাড়া ব্রীজ পুনঃনির্মাণ	বাস্তবায়িত
৯	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের আওতায় বগুড়া সড়ক ও জনপথ বিভাগের অধীনে (ক)বগুড়া- সারিয়াকান্দি রাস্তা সম্প্রসারণ এবং (খ) সোনাতলা উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর উপর ভাংগা ব্রীজ নতুন ভাবে নির্মাণ	ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
১০	ঠাকুরগাঁও-পীরগঞ্জ-রানীশংকৈল-হরিপুর পাকা রাস্তা প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়নাধীন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

রূপকল্প

ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

অভিলক্ষ্য

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সচেতনতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-এর অন্যতম লক্ষ্য হল একটি আধুনিক, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা । এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিআরটিএ-এর প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত ১৯টি সার্কেল অফিস চালু ছিল। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে আরও ৩৮টি জেলা ও ৫টি মেট্রো এলাকায় সার্কেল অফিস চালু করার মাধ্যমে বিআরটিএ'র কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। বর্তমানে ৫৭টি জেলা সার্কেল ও ৫টি মেট্রো সার্কেল (ঢাকায় ৩টি ও চট্টগ্রামে ২টি) অফিস চালু রয়েছে। ৫৭টি জেলা সার্কেলের মধ্যে ২টি করে জেলা নিয়ে ৭টি সংযুক্ত সার্কেল গঠিত। উক্ত ৭টি সংযুক্ত সার্কেলকে বিভক্ত করে আলাদাভাবে মেহেরপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, নড়াইল, ঝালকাঠি ও বরগুনা জেলায় নতুন সার্কেল অফিস স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, ঢাকা মহানগরীতে বিদ্যমান ৩টি অফিসের অতিরিক্ত ২টি নতুন অফিস সৃজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নবসৃষ্ট ময়মনসিংহ বিভাগে বিআরটিএ-এর বিভাগীয় কার্যালয় সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্জন

ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

বিগত ১৯৯৯ সালে পেপারবুক ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরিবর্তে হলোগ্রামযুক্ত প্লাস্টিক কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখ ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয় এবং বর্তমানে অত্যাধুনিক পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ (Contact and contactless) স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। ফলে ভুয়া/জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তনের পর ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২১,৮৩,০৯১টি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫,১৮,০৩৮টি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।

হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ

রাজস্ব ফাঁকি রোধ, গাড়ি চুরি/ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধের প্রবণতা হ্রাস, দিনে ও রাতে সমানভাবে দৃশ্যমান হওয়াসহ মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনায়নের উদ্দেশ্যে ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মাধ্যমে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কার্যক্রম চালু করা হয়। প্রবর্তনের পর ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২৭,৩১,২৪২ সেট নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫,১৭,৬১৩ সেট নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৪,৫৭,৪৬৮ সেট নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে ১১টি আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীতে চলমান মোটরযানের গতিবিধি জানা সম্ভব হচ্ছে।

মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট সংযোজন করা হচ্ছে

বিআরটিএ'র ডাটা সেন্টার স্থাপন

কোরিয়ান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (KOICA) এর আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ-তে অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি আদায়, স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি) এর ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের ডাটাসেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রয়েছে।

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

মোটরযানের পেপারবুক রেজিস্ট্রেশনের পরিবর্তে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের নিমিত্ত ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ এবং জুন ২০১৪ হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুতের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৬,৯৪,৮২৪টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩,১০,৪১৮টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত ও ২,৬৩,৮৮৯টি বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এর জন্য বায়োমেট্রিক্স প্রদানের নিমিত্ত গ্রাহকগণকে এসএমএস করা হয় এবং সার্টিফিকেট প্রস্তুত হলে তা সংগ্রহের জন্যও গ্রাহকগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিতরণ

মোটরযানের কর ও ফি আদায়

১৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখ হতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়ে অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন হয়েছে। এ পদ্ধতিতে বর্তমানে ১৮টি ব্যাংকের ২৯০টি শাখা/বুথের মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া অন-লাইনে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এবং ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমেও অন-লাইনে কর ও ফি পরিশোধ করা যায়। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে মোটরযানের কর ও ফি আদায় ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৯৯০৩.৪১ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১৮৩৪.১৪ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮১০.১৫ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

মোটরযানের কর ও ফি আদায়

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) ও ফিটনেস

মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে ৪টি বিভাগীয় শহরে ৫টি (ঢাকার মিরপুরে ১টি ও ইকুরিয়ায় ১টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও খুলনায় ১টি) মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) স্থাপন করা হয়। মিরপুরস্থ মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্রটি গাড়ি পরিদর্শন/পরীক্ষার জন্য চালু রয়েছে। এছাড়া ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, সাতক্ষীরা ও গোপালগঞ্জ জেলায় ১টি করে মোট ১৭টি Vehicle Inspection Center (VIC)সহ BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ ও নোয়াখালী জেলায় BMDTTMC ও VIC নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণসহ ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিপিপির ওপর অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। কুমিল্লা, রাঙামাটি, ফরিদপুর, জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন এবং বরিশাল, যশোর, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, সাতক্ষিরা, সিলেট, টাঙ্গাইল, রংপুর, পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া ও গোপালগঞ্জ জেলায় BMDTTMC ও VIC নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে।

ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১ (মিরপুর)-এ দুই লেন বিশিষ্ট ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার

Grievance Redress System

বিআরটিএ'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ ঢাকা ও চট্টগ্রামে হেল্প ডেস্ক ও অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিআরটিএ'র ওয়েব সাইটে কোয়েরি এন্ড কমপ্লেইন্ট লিঙ্ক খোলা হয়েছে। পাশাপাশি বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ সকল সার্কেল অফিসের ফেসবুক পেইজ ওপেন করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ ও সমস্যা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হয়। তাছাড়া মাঝে মধ্যে আকস্মিকভাবে বিআরটিএ'র বিভিন্ন সার্কেল অফিসের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ শুনে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

পরিবহন সেক্টরে অধিকতর শৃংখলা বজায় রাখা, অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণ, দুর্ঘটনা হ্রাস, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় রোধ, যাত্রীদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা, যাত্রীসাধারণের সাথে সুব্যবহার ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৩৩,১১১টি মামলায় ১১,৮০,৫৩,২০৫/- (এগার কোটি আশি লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশত পাঁচ) টাকা জরিমানা আদায় এবং ৫৬২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া, ২০৭টি গাড়ী ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা

নিরাপদ সড়ক

বিআরটিএ সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন করার নিমিত্ত নিয়মিত সেমিনার আয়োজন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,০২,১৭৯ জন পেশাজীবী গাড়ী চালককে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া সড়ক নিরাপত্তামূলক বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচার করা হচ্ছে। দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২২ অক্টোবরকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ঘোষণা করা হয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সড়ক ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণে ১২৪টি সেমিনার/র‍্যালি/আলোচনা সভা করা হয় এবং এতে মোট ৪৩,২৯৩ জন অংশগ্রহণ করেন। একই উদ্দেশ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জেলা পর্যায়ে মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ১৫০টি সভা-সমাবেশ করা হয় এবং এতে ৩৫,৬৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। একই উদ্দেশ্যে একই সময়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক/সাপ্তাহিক পত্রিকায় ৪৪৫ বার বিজ্ঞাপন প্রচার, ১০,০১,৮৪২টি লিফলেট ও ৪,৬৭,৩৫৩টি পোস্টার/স্টিকার বিতরণ করা হয়।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন

দক্ষ গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে বিআরটিএ ধারাবাহিকভাবে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রেজিস্ট্রেশন প্রদান করছে। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১২৮টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে এবং ১৮৩ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন এবং ৪ জনকে ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

রাইড শেয়ারিং সার্ভিস

গণপরিবহণের পাশাপাশি অবাণিজ্যিক মোটরযানসমূহ অব্যবহৃত সময়ে স্বল্প দূরত্বে ভাড়ায় পরিচালনার জন্য স্মার্টফোন এ্যাপভিত্তিক রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ এর আলোকে ১০টি প্রতিষ্ঠানকে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ সার্ভিস প্রবর্তনের ফলে গণমানুষের নিরাপদ পরিবহন চাহিদার সংকট লাঘব হয়েছে।

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ভবন নির্মাণ

বিআরটিএ'র নিজস্ব ভবন না থাকায় বর্তমান সরকারের আমলে সেতু ভবন সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খালি জায়গায় ৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি বেজমেন্টসহ ১৫তলা বিশিষ্ট বিআরটিএর সদর কার্যালয়ে জন্য বিআরটিএ ভবন নির্মাণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বিআরটিএ'র ভবন উদ্বোধন করেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

জনবল

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিআরটিএ'র বর্তমান মোট জনবল ৮২৩। ২০০৬ সালে এ জনবলের সংখ্যা ছিল ৫৭৩। ২০০৯ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে ২৫০ নতুন জনবলের সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ৭০৮ এবং ১১৫টি পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদগুলো পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। এ অথরিটিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৩৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

বিআরটিএ কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর হতে পেশাজীবী গাড়ী চালকদেরকে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ও প্রত্যেক পেশাদার গাড়ীচালককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নকালে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সারাদেশে ১,০২,১৭৯ জন পেশাদার গাড়ীচালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সারাদেশে নির্দিষ্ট মডিউলের আওতায় উপযুক্ত প্রশিক্ষক দ্বারা এ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ঢাকায় চলাচলরত বাস/মিনিবাস চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদর কার্যালয়ে ০৫ দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৩০০ জন পেশাজীবী গাড়ী চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে সনদপত্র বিতরণসহ ড্রাইভিং লাইসেন্সের শ্রেণি পরিবর্তন (হালকা হতে মধ্যম) প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় লার্নার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

রূপকল্প

বৃহত্তর ঢাকার পরিকল্পিত, সমন্বিত এবং আধুনিক ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

অভিলক্ষ্য

পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয়, পরিবহন পরিকল্পনা এবং দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সহজলভ্য পরিবহন সেবা প্রদান

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ-এর অধিভুক্ত, যার আয়তন ৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সমীক্ষা, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ এবং রুট এলাইনমেন্ট নির্ধারণ করা ডিটিসিএ'র কর্মপরিধিভুক্ত।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০৫টি প্রকল্পের মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে (জিওবি) ১টি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ৪টি প্রকল্প ছিল। প্রকল্পগুলোর মোট বরাদ্দ ৪৬.৯১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৬.০১ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সহায়তা ৪০.৯০ কোটি টাকা। জিওবি বরাদ্দের ৫.৪৫ কোটি টাকা (৯০.৭ শতাংশ) এবং বৈদেশিক সহায়তার ৪০.৮৮ কোটি টাকা (৯৯.৯৫ শতাংশ) সহ এ অর্থবছরে মোট ৪৬.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৯৮.৭৬ শতাংশ।

পরিচালনা পরিষদ

ডিটিসিএ'র ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী এ পরিষদের সভাপতি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ পরিচালনা পরিষদের ১১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডিটিসিএ'র পরিচালনা পরিষদের ১১তম সভায় মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্জন

Technical Assistance to DTCA Project

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৩.৯৬ কোটি টাকা (জিওবি ৮.৭০ কোটি টাকা ও প্রকল্প সহায়তা ২৫.২৫ কোটি টাকা) ব্যয়ে এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ডিটিসিএ'র কর্মচারি প্রবিধানমালা, পার্কিং ম্যানেজমেন্ট সহজীকরণের সুপারিশমালা, ঢাকা মহানগরীর সড়কগুলোর জন্য জিওমেট্রিক ডিজাইন ম্যানুয়েল, রোড ইন্টারসেকশন উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশমালা ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়েছে।

দাতা সংস্থা AFD এর Mid Term Review Mission এর মাধ্যমে এ প্রকল্পের কার্যাবলী পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে এবং তদানুসারে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনগুলোর মধ্যে রয়েছে- ট্রাফিক ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট গাইড লাইন, বিদ্যমান ট্রাফিক সার্ভে পর্যালোচনা (২০০৪ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত) প্রতিবেদন, হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে সায়েদাবাদ পর্যন্ত পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাসডিপো এবং টার্মিনাল স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশনা বিষয়ক প্রতিবেদন, পাইলট করিডোরের জন্য প্যারাট্রানজিট সমন্বয় বিষয়ক প্রতিবেদন, পাইলট করিডোরের জন্য সম্পাদিত Topographic Survey এর প্রতিবেদন, ডিটিসিএ-তে জিআইএস ডাটাসেন্টার স্থাপনের জন্য কারিগরি প্রতিবেদন, ডিটিসিএ-কে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা প্রতিবেদন, কৌশলগত পরিবহন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি। জুন ২০১৯ তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

মেট্রোরেল লাইন-১ এর সমীক্ষা

বিমানবন্দর-খিলক্ষেত-কুড়িল-বারিধারা-বাড্ডা-রামপুরা-মালিবাগ-মৌচাক-রাজারবাগ-কমলাপুর (আন্ডারগ্রাউন্ড ১৮.৮০ কিলোমিটার) এবং কুড়িল-পূর্বাচল-কাঞ্চন সেতুর পশ্চিম পার্শ্ব (এলিভেটেড ১১.৮০ কিলোমিটার) পর্যন্ত মোট ৩০.৬০ কিলোমিটার MRT Line-1 নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষা প্রকল্প ব্যয় ৪৬.৩৮ কোটি টাকা। এটি হবে বাংলাদেশের প্রথম পাতাল রেল।

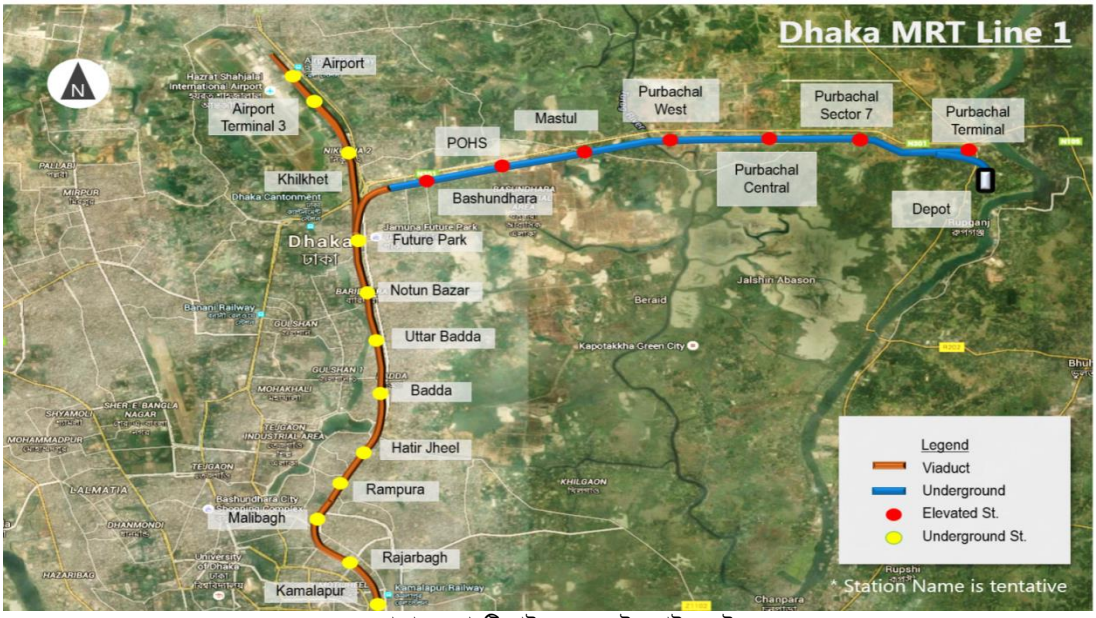

ঢাকা এমআরটি লাইন ১-এর রুট এলাইনমেন্ট

মেট্রোরেল লাইন-৫ এর সমীক্ষা

MRT Line-5 (উত্তরাংশ): হেমায়েতপুর-আমিনবাজার-গাবতলী-মিরপুর টেকনিক্যাল-মিরপুর-১-মিরপুর-১০-কচুক্ষেত-বনানী-গুলশান-২ (আন্ডারগ্রাউন্ড ১৩.৫০ কিলোমিটার)-নতুন বাজার-ভাটারা (এলিভেটেড ৬.৫০ কিলোমিটার) মোট ২০.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। JICA'র স্ট্যাডি টিম ইতোমধ্যে ফাইনাল রিপোর্ট সম্পন্ন করেছে। এটি বাংলাদেশের ২য় পাতালরেল।

ঢাকা মেট্রো প্রজেক্ট প্রিপারেটরি টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (ডিএমপিপিটিএ)

MRT Line-5 (দক্ষিণাংশ): গাবতলী থেকে শুরু হয়ে ভুলতা গিয়ে শেষ হবে, যার মোট দৈর্ঘ্য মোট ২৪.৪৪ কিলোমিটার। প্রকল্পটি দু'টি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম পর্যায়ে গাবতলী থেকে দাশেরকান্দি (গাবতলী-মিরপুর রোড-পশ্চিম পান্থপথ-কারওয়ান বাজার-হাতিরঝিল-আফতাবনগর-দাশেরকান্দি; দৈর্ঘ্য-১৬.৯৪ কিলোমিটার) ও দ্বিতীয় পর্যায়ে দাশেরকান্দি থেকে ভুলতা (দৈর্ঘ্য-৭.৫ কিলোমিটার)। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ১০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত গাবতলী থেকে দাশেরকান্দি পর্যন্ত প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রথম পর্যায়ের মোট ১৬.৯৪ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ১২.৫ কিলোমিটার আন্ডারগ্রাউন্ড ও ৩.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড এবং এতে ১৪টি স্টেশন থাকবে।

এমআরটি লাইন-৫ (দক্ষিণ)-এর রুট এলাইনমেন্ট

ঢাকা ইনটিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট

ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে JICA'র আর্থিক সহযোগিতায় ৪৫.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের ৪টি ইন্টারসেকশনে (ফুলবাড়ীয়া, পল্টন, মহাখালী ও গুলশান-১) অত্যাধুনিক Intelligent Transportation System (ITS) ভিত্তিক ট্রাফিক সিগনাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য উন্নয়ন কাজ চলমান আছে। পরীক্ষামূলকভাবে ডিসেম্বর ২০১৯-এ ITS চালু করা সম্ভব হবে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের অন্যান্য কার্যক্রম

ট্রাফিক সার্কুলেশন সংক্রান্ত নকশা অনুমোদন

ডিটিসিএ অধিভুক্ত এলাকায় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে ডিটিসিএ হতে যানবাহনের প্রবেশ-নির্গমণ ও চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নকশার অনুমোদন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এ অর্থবছরে ৯৭টি বহুতল ভবনের Traffic Circulation সংক্রান্ত নকশা অনুমোদন এবং ৪টি হাউজিং প্রকল্পের অনাপত্তি প্রদান করেছে।

গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় নগর পরিবহন এর চাহিদা ও পরিধি ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিটিসিএ-এর উদ্যোগে ২০০৫ সালে প্রণীত ২০ বছর মেয়াদি স্ট্রাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান (এসটিপি) সময়োপযোগী করে Revised STP 2015-35 প্রণয়ন করা হয়। Revised STP তে ৫টি Mass Rapid Transit (MRT) [MRT Line-1, 2, 4, 5 & 6] লাইন, এবং ২টি Bus Rapid Transit (BRT) [BRT করিডোর -3 & 7], তিনস্তর বিশিষ্ট রিং রোড (ইনার, মিডল ও আউটার), ৮টি রেডিয়াল সড়ক, ৬টি এক্সপ্রেসওয়ে, ২১টি ট্রান্সপোর্টেশান হাব নির্মাণ এবং ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, ট্রাফিক সেফটি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস পরিবহণ সেক্টর পুনর্গঠনের সংস্থান রয়েছে। RSTP এর আলোকে ডিটিসিএ ইতোমধ্যে MRT Line-1, MRT Line-5 (North), BRT Line-3 ও MRT Line-5 (South) প্রকল্পের প্রাক-সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে এবং বিআরটি লাইন-৭ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। ডিটিসিএ বাস সেক্টরের পূনর্গঠনের লক্ষ্যে Bus Network Management Company গঠন এবং পাইলট করিডোরে বাস ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাস রুট রেশনালাইজেশন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাস রুট ফ্রাঞ্চাইজ পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের নেতৃত্বে ১টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে ডিটিসিএ বাস রুট রেশনালাইজেশনের কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাস রুট রেশনালাইজেশনের অংশ হিসেবে ধানমন্ডি-নিউমার্কেট রুটে চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। ঢাকা শহরে বাস ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। বাস ডিপো এবং টার্মিনাল নির্মাণে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকনের সভাপতিত্বে বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশন কমিটির সভা

স্মার্ট কার্ড প্রবর্তন এবং ক্লিয়ারিং হাউজ প্রতিষ্ঠা

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাইকার সহায়তায় Clearing House স্থাপন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন- মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে র‍্যাপিড পাস নামীয় SMART Card তৈরি করা হয়েছে। বর্তমান বিআরটিসি'র আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে চলাচলরত এসি বাসসমূহে, গুলশান সার্কুলার রুটে চলাচলরত ঢাকা চাকা'র এসি বাস এবং হাতিরঝিল চক্রাকার বাস রুটে এ র‍্যাপিড পাস ব্যবহার করা হচ্ছে।

ডিটিসিএ অফিস ভবন নির্মাণ

তেজগাঁও এ ২টি বেইজমেন্টসহ ১৩তলা ডিটিসিএ অফিস ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ ভবনটি নির্মাণে মোট ১৩৮.৬০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ভবনটিতে ১২০টি অফিস কক্ষ, ৩৫০ আসন বিশিষ্ট মিলনায়তন, ১টি কনফারেন্স রুম, প্রার্থনা কক্ষ, পাবলিক প্লাজা, পাঠাগার, ক্যাফেটরিয়া, ডে-কেয়ার সেন্টার, ট্রেনিং সেন্টার, বেইজমেন্ট এ ১৪২টি কার ও ২টি বাস পার্কিং এর সুবিধা থাকবে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত কাজের সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে ৩২.৫৩৭%।

ডিটিসিএ'র নির্মাণাধীন ভবন

বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস উদযাপন

"যানজট ও দূষণমুক্ত নগরায়নের প্রয়োজন গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ" শ্লোগানে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে ৩য় বারের মতো ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে একটি স্যুভেনির প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন ও সংস্থা এ দিবস উদযাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস ২০১৮ উদযাপন

Urban Mobility and Sustainable Urban Transport Index (SUTI) বিষয়ে আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠান

UN-ESCAP, ডিটিসিএ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর যৌথ উদ্যোগে নগরাঞ্চলের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট ইনডেক্স (SUTI) শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ২ দিন ব্যাপি কর্মশালা ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এ আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশ, ভারত, চীন, নেপাল, ভূটান, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান ও ভিয়েতনাম এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় নগরাঞ্চলের টেকসই ও নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, নীতি, আইন ও কৌশল প্রণয়ন এবং SUTI বাস্তবায়নে UN-ESCAP এর পূর্ণ সহযোগিতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

Sustainable Urban Transport Index বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কর্মশালায় সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৫ম বিশ্ব সড়ক নিরাপদ সপ্তাহ-২০১৯

বিশ্বের অপরাপর দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৬-১২ মে ২০১৯ তারিখে 5th UN Global Road Safety Week 2019 উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে ৬ মে ২০১৯ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক মানিক মিয়া এভিনিউতে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এছাড়াও "আরবান রোড সেফটি বিষয়ে ডিটিসিএ'র করণীয়" শীর্ষক একটি আলোচনা সভা ৯ মে ২০১৯ তারিখ ডিটিসিএ'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন।

৫ম বিশ্ব নিরাপদ সড়ক সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালিতে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও কর্মকর্তাবৃন্দ

নারায়ণগঞ্জ নগরীর গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সমন্বয়

নারায়ণগঞ্জ নগরীর গণপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ নগরীতে এলিভেটেড Light Rapid Transit (LRT) স্থাপন প্রকল্পটি সিঙ্গাপুর সরকারের সাথে G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি RSTP তে অন্তর্ভুক্তকরণসহ RSTP অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নসহ নারায়ণগঞ্জ নগরীর জন্য পরিবহণ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে একটি দ্বি-পাক্ষিক সভা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর সভাপতিত্বে নারায়ণগঞ্জ নগর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে দ্বি-পাক্ষিক সভায় ডিটিসিএ'র কর্মকর্তাগণ

ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য গণশুনানী

ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র কার্যক্রম সহজীকরণ বিষয়ে CIRDAP মিলনায়তনে ২৪ জুন ২০১৯ তারিখ গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণশুনানীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থা, ডেভেলপার, গণমাধ্যম কর্মী এতে অংশগ্রহণ করেন। ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্রের আবেদন দাখিলসহ ছাড়পত্র অনুমোদন কার্যক্রম সহজ করার জন্য অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবগুলো ডিটিসিএ বিবেচনায় নিয়ে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র সহজীকরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে।

সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত গণশুনানী

মানবসম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ:

ডিটিসিএ'র উদ্যোগে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে-

- ডিটিসিএ'র উদ্যোগে ১৭ দিনব্যাপী ডিটিসিএতে নবযোগদানকৃত ১৩ জন কর্মকর্তার ওরিয়েন্টশন কোর্স
- ৩০ জন কর্মকর্তা ও ১৩ জন কর্মচারির ২ দিনব্যাপী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- ৩০ জন কর্মকর্তা ও ১৩ জন কর্মচারীর ২ দিনব্যাপী ইক্ষফাইলিং প্রশি-
- ডিটিসিএ'র ১৪ জন কর্মকর্তার গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট এর আওতায় ৩ দিনব্যাপী BRT বিষয়ক অন দি জব প্রশিক্ষণ
- বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এ ২ দিনব্যাপী ৬ জন কর্মকর্তার পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ
- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এ ৫ দিনব্যাপী Capacity Building বিষয়ে প্রশিক্ষণে ১২ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ
- ১৬ জন কর্মকর্তার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সদর দপ্তরে দিনব্যাপী ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ
- সেন্ট্রাল প্রকিউমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ (এর উদ্যোগে আয়োজিত ১৫ দিনব্যাপী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণে ৮ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণ
- ডিটিসিএ'র উদ্যোগে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীতে- ১০ দিনব্যাপী Development Planning and Project Management বিষয়ে ১৮ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ গ্রহণ

পরিবহন খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করতে হলে দক্ষ জনশক্তির বিকল্প নেই। পরিবহন খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ডিটিসিএ'র ম্যান্ডেট রয়েছে। তার আলোকে পরিবহন খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে করণীয় বিষয়ে ২৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ডিটিসিএ সভা কক্ষে একটি কর্মশালা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিবহন খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে করণীয় বিষয়ে ২৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ডিটিসিএ সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

জনবল ও পদ সৃজন

ডিটিসিএ'র বিদ্যমান ৬৪টি পদের অতিরিক্ত ১৪২টি পদ সৃজনের মঞ্জুরী আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে ডিটিসিএ'র মোট পদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০৬টি। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৯ম গ্রেডের ১৪ জন কর্মচারি যোগদান করেছেন। ৭ম গ্রেডে ১৮ জন, ৯ম গ্রেডে ৭ জন, ১০-১৭ গ্রেডে ১৭ জনসহ মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন কর্মচারি নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড

রূপকল্প

বাঁচবে সময়, বাঁচবে পরিবেশ
যানজট কমাবে মেট্রোরেল

অভিলক্ষ্য

দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময়-সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ চালিত ও পরিবেশবান্ধব অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে আধুনিক গণপরিবহন হিসেবে Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের পরিকল্পনা, সার্ভে, ডিজাইন, অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ০৩ জুন ২০১৩ তারিখ শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর আওতায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় Fast Track ভুক্ত দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। তন্মধ্যে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) এর অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত মোট ২৪৮১.১৮ কোটি টাকার (জিওবি ৬৩০.৩৩ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৮৫০.৮৫ কোটি টাকা) বিপরীতে ৩০ জুন ২০১৯ মাস পর্যন্ত ২৫৩৯.৬৩ কোটি টাকা (জিওবি ৬৩০.৩৩ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৯০৯.৩০ কোটি টাকা) ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ১০২.৩৬ শতাংশ। ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১) [ই/এস] এর অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত মোট ১০৪.০২ কোটি টাকার (জিওবি ৩৬.১৮ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৬৭.৮৪ কোটি টাকা) বিপরীতে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০৪.৫৯ কোটি টাকা (জিওবি ৩৬.১২ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৬৮.৪৭ কোটি টাকা) ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ১০০.৫৫ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, ডিএমটিসিএল এ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বরাদ্দের ১০২.২৮ শতাংশ বাস্তবায়ন করেছে।

পরিচালনা পরিষদ

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এর ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত পরিচালনা পরিষদের মোট ৩২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিচালনা পরিষদের মোট ৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ৭টি সভায় গৃহীত ৩৯টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৩৬টি সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ০৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ডিএমটিসিএল-এর ৩২তম বোর্ড সভায় সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

বার্ষিক সাধারণ সভা

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এর ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সভায় কোম্পানির ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের হিসাব বিবরণীসমূহ, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, পরিচালকগণের নির্বাচন/পুনর্নির্বাচন, কোম্পানির নিরীক্ষক পুনর্নিয়োগ এবং নিরীক্ষকের ফি বিবেচনা করে অনুমোদন করা হয়।

ডিএমটিসিএল-এর ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দেয়ার নিমিত্ত ০৫ (পাঁচ)টি MRT বা মেট্রোরেল সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য নিম্নোক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করা হয়েছে।

Time Bound Action Plan 2030 of Dhaka Metro Rail Network

Serial	Name of MRT Line	Phase	Expected Year of Completion	Type
1.	MRT Line-6	First	2024	Elevated
2.	MRT Line-1	Second	2026	Elevated and Underground
3.	MRT Line-5: Northern Route		2028	
	MRT Line-5: Southern Route	Third	2030	
4.	MRT Line-2			
5.	MRT Line-4			Underground/

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এ অন্তর্ভুক্ত ০৫টি MRT বা মেট্রোরেল বাস্তবায়নের নিমিত্ত গৃহীত প্রকল্পসমূহের পর্যায় নিম্নরূপ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন পর্যায়
১.	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬)	বাস্তবায়নাধীন
২.	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১)	
৩.	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দার্ন রুট	অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন
	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): সাউদার্ন রুট	
৪.	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-২)	G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন
৫.	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৪)	

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকায় ০৫টি মেট্রোরেলের সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্ক

মেট্রোরেল লাইসেন্স

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সরকার ০৩ জুন ২০১৯ তারিখ ডিএমটিসিএল এর অনুকূলে মেট্রোরেল লাইসেন্স ইস্যু করেছে **(পরিশিষ্ট-চ)**। ডিএমটিসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন MRT Line-1 বা বাংলাদেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত মেট্রোরেল লাইসেন্স গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

MRT Police Force গঠন

মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় ঢাকা মেট্রোরেলের জন্য বিশেষায়িত স্বতন্ত্র MRT Police Force থাকা আবশ্যক। এ প্রেক্ষাপটে স্বতন্ত্র MRT Police Force গঠনের প্রস্তাব জননিরাপত্তা বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে। মেট্রোরেলের রুট এ্যালাইনমেন্ট, রুট এ্যালাইনমেন্টের বৈদ্যুতিক স্থাপনা, অপারেশন কন্ট্রোল সিস্টেম নেটওয়ার্ক, স্টেশন এলাকা ও স্টেশনের স্থাপনা, ডিপো এলাকা ও ডিপোর স্থাপনা, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, নির্মাণ এলাকা, নির্মাণ এলাকার সরঞ্জামাদি ও সামগ্রী, Transit Oriented Development (TOD) Hub ও Station Plaza-এর নিরাপত্তা, মেট্রোরেলের নিরাপত্তা, নির্মাণ ও পরিচালনা কাজে নিয়োজিত বিদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা, যাত্রীগণের নিরাপত্তা এবং ডিপো ও স্টেশনে প্রবেশ ও বাহির নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি স্বতন্ত্র MRT Police Force এর প্রধান প্রধান কাজ হবে।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6)

প্রায় ২২,০০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উত্তরা ৩য় পর্ব হতে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬ স্টেশন বিশিষ্ট উভয়দিকে ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম আধুনিক, সময় সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও বিদ্যুৎ চালিত Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) বা বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের সার্বিক গড় অগ্রগতি ৩০.০৫ শতাংশ। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব হতে আগারগাঁও অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৪৫.৬০ শতাংশ। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ২৩.১২ শতাংশ। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সিস্টেম এবং রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ কাজের সমন্বিত অগ্রগতি ১৯.৮৭ শতাংশ।

প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) মোট ৮টি প্যাকেজে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ক্রমান্বয়ে নিম্নে প্রদান করা হল:

- **প্যাকেজ-০১** (ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন): এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ শুরু হয়ে নির্ধারিত সময়ের ০৯ (নয়) মাস পূর্বে ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ সমাপ্ত হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০ শতাংশ।

উত্তরা ডিপো এলাকার সমাপ্ত ভূমি উন্নয়ন কাজ

- **প্যাকেজ-০২ (ডিপো এলাকার পূর্ত কাজ):** এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ শুরু হয়েছে। ডিপোর অভ্যন্তরে মোট ৫২টি অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। ইতোমধ্যে যে সকল অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হল: Retaining wall, Test track bed, Coach unloading area, Embedded track, Jack pit, Bogie turn table, Underfloor wheel lathe pit, Bogie wash plant, Bogie assemble-disassemble pit, Inspection pit ও Interface pit foundation. যে সকল অবকাঠামোর কাজ চলমান রয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল: Work shop, Stabling yard ও shed, Operation control centre, Auxiliary sub-station ভবন, Traction sub-station ভবন, কেন্দ্রীয় store, Depot controller অফিস, প্রশাসনিক ভবন, Training center, ডরমেটরী ভবন, মেডিক্যাল সেন্টার, কেন্টিন, Rolling stock maintenance ভবন, Crew booking ভবন, Chief Depot controller ভবন, সংযুক্ত ড্রেনেজ লাইনসহ Effluent Treatment Plant (ETP) ও Sewage Treatment Plant (STP), Storm ড্রেনেজ, পানি ও ফায়ার ফাইটিং লাইন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, Duct Bank. ডিপো এলাকার পূর্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৫০.০০%।

উত্তরা ডিপো এলাকায় নির্মাণাধীন মেট্রোরেল ওয়ার্কসপ

- **প্যাকে**জ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা নর্থ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণ): উভয় প্যাকেজের বাস্তব কাজ ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিসেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, টেস্ট পাইল, মূল পাইল ও আই-গার্ডার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট ৭৬৬টি পাইল ক্যাপ এর মধ্যে ৬৪০টি পাইল ক্যাপ, ৩৯৩টি পিয়ার হেডের মধ্যে ৩৪০টি পিয়ার হেড এবং ৫,১৪৯টি প্রিকাস্ট সেগম্যান্ট কাস্টিং-এর মধ্যে ৩১৭৯টি প্রিকাস্ট সেগম্যান্ট কাস্টিং নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫.৫ (পাঁচ দশমিক পাঁচ) কিলোমিটার ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে ভায়াডাক্ট erection এর কাজ এগিয়ে চলছে। যেখানে ভায়াডাক্ট স্থাপন করা হয়েছে সেখানে parapet wall এর নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। ০৯টি স্টেশনের sub-structure নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উত্তরা সেন্টার ও উত্তরা সাউথ স্টেশনের concourse নির্মাণের কাজ চলছে। মেট্রোরেল নির্মাণে স্বাভাবিক পানির প্রবাহ যাতে বাঁধাগ্রস্থ না হয় তা বিবেচনায় ০৫টি long span balance cantilever এর নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে। সার্বিক অগ্রগতি ৫০.৫০%।

বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের নির্মানাধীন ভায়াডাক্ট

- **প্যাকেজ-০৫** (আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৩টি স্টেশন নির্মাণকাজ): এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে এ অংশে পরিসেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং ও টেস্ট পাইল সম্পন্ন হয়েছে। মূল পাইল নির্মাণের নিমিত্ত ২১০টি ট্রায়াল ট্রেঞ্চের মধ্যে ১৪৯টি সম্পন্ন হয়েছে। ৪৫২টি স্থায়ী Bored পাইলের মধ্যে ২৩৭টি সম্পন্ন হয়েছে। জাপানের Advance New Technology ব্যবহার করে ১০৪টি স্ক্রু পাইল ফাউন্ডেশনের মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন করা হয়েছে। মোট ১০৬টি পাইল ক্যাপ এর মধ্যে ০৪টি নির্মাণ করা হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০.৭৬ শতাংশ।

ফার্মগেট এলাকায় নির্মাণাধীন পাইল ক্যাপ

- প্যাকেজ-০৬ (কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪টি স্টেশন নির্মাণকাজ): এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে এ অংশে পরিসেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং ও টেস্ট পাইল সম্পন্ন হয়েছে। মূল পাইল নির্মাণের নিমিত্ত ২৯৮টি ট্রায়াল ট্রেঞ্চের মধ্যে ২১৬টি সম্পন্ন হয়েছে। ৬৫২টি স্থায়ী Bored পাইলের মধ্যে ৩১৬টি সম্পন্ন হয়েছে। জাপানের Advance New Technology ব্যবহার করে ১৩৮টি স্ক্রু পাইল ফাউন্ডেশনের মধ্যে ৭০টি সম্পন্ন হয়েছে। মোট ২৯৮টি পাইল ক্যাপের মধ্যে ২২টি সম্পন্ন হয়েছে। ১৬০টি পিয়ার হেডের মধ্যে ০১টি পিয়ার হেড নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১৩.৫৯ শতাংশ।

বাংলামোটর এলাকায় নির্মিত প্রথম পিয়ার হেড

- প্যাকেজ-০৭ (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম): ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম সরবরাহ ও নির্মাণ কাজ ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখ শুরু করা হয়েছে। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম সরবরাহ ও নির্মাণ কাজের আওতায় Definitive Design সম্পন্ন হয়েছে। High Voltage Feeder Cable স্থাপনের জন্য টেস্ট পিট খননও সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরা রিসিভিং সাব-স্টেশন (RSS) নির্মাণ এবং টঙ্গি ও মানিকনগর গ্রিড সাব-স্টেশনে Bay নির্মাণের কাজ চলছে। উত্তরা রিসিভিং সাব-স্টেশন ও টঙ্গি গ্রিড সাব-স্টেশনের Bay মার্চ ২০২০ মাসে চালু করা হবে। রেলপাত ও ১৩২ কেভি ক্যাবলস্ ইতোমধ্যে উত্তরা ডিপোতে এসে পৌঁছেছে। ৩৩ কেভি ক্যাবলস চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। ভায়াডাক্টের উপর রেললাইন বসানো এবং বৈদ্যুতিক স্থাপনার নির্মাণ কাজ অক্টোবর ২০১৯ মাসে শুরু করা হবে। Ballast এবং Turnout Pre-shipment Inspection (PSI) সম্পন্ন হয়েছে।Track Fastening System, Scissor Cross-over, DC Switchgear & its components এবং Sleepers Pre-shipment Inspection এর জন্য বিভিন্ন দেশে প্রস্তুত আছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০.০০ শতাংশ।

মানিকনগর গ্রিড সাব-স্টেশনে চলমান Bay নির্মাণ কাজ

- প্যাকেজ-০৮ [রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ]: এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ শুরু করা হয়েছে। রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্টের Definitive Design ০১ মে ২০১৮ তারিখ এবং Detailed Design ১৩ মার্চ ২০১৯ তারিখ সম্পন্ন হয়েছে। Bogie নির্মাণের কাজ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ জাপানে শুরু হয়েছে। যাত্রীবাহী কোচ (কারবডি) নির্মাণের কাজ ১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ জাপানে শুরু করা হয়েছে। আগামি ১৫ জুন ২০২০ তারিখ প্রথম মেট্রো ট্রেন সেট বাংলাদেশে পৌঁছার জন্য নির্ধারিত আছে। মেট্রো ট্রেন বাংলাদেশে পৌঁছানোর পর Integrated Test এবং Trail Run শুরু করা হবে। বাস্তব অগ্রগতি ১৫.০০ শতাংশ।

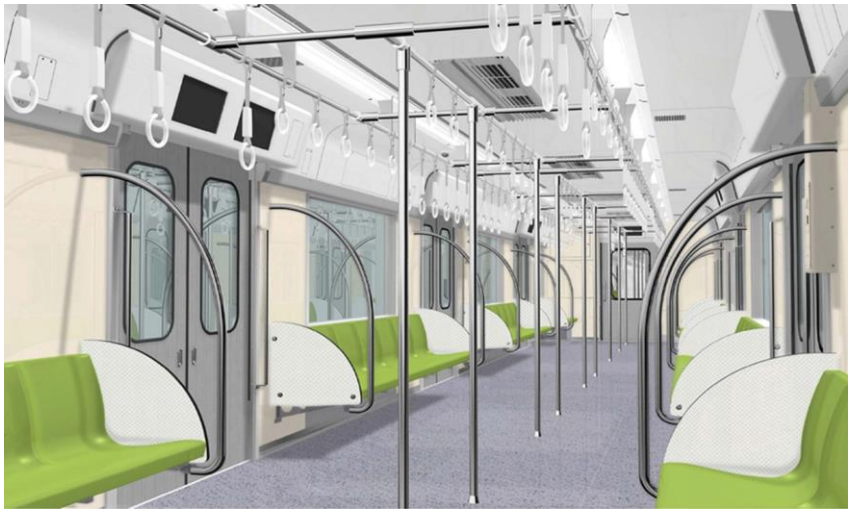

মেট্রোরেলের Interior Design

MRT Line-6 এর স্টেশনসমূহ

MRT Line-6 এর রুট এ্যালাইনমেন্টে ১৬টি স্টেশন রয়েছে। এগুলো হল:

ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম
০১	উত্তরা উত্তর	০২	উত্তরা সেন্টার	০৩	উত্তরা দক্ষিণ	০৪	পল্লবী
০৫	মিরপুর-১১	০৬	মিরপুর-১০	০৭	কাজীপাড়া	০৮	শেওড়াপাড়া
০৯	আগারগাঁও	১০	বিজয় সরণি	১১	ফার্মগেট	১২	কারওয়ান বাজার
১৩	শাহবাগ	১৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫	বাংলাদেশ সচিবালয়	১৬	মতিঝিল

MRT Line-6 এর রুট এ্যালাইনমেন্ট

বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের রুট এ্যালাইনমেন্ট হল: উত্তরা ৩য় পর্ব-পল্লবী-রোকেয়া সরণির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট-হোটেল সোনারগাঁও-শাহবাগ-টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড-বাংলাদেশ ব্যাংক।

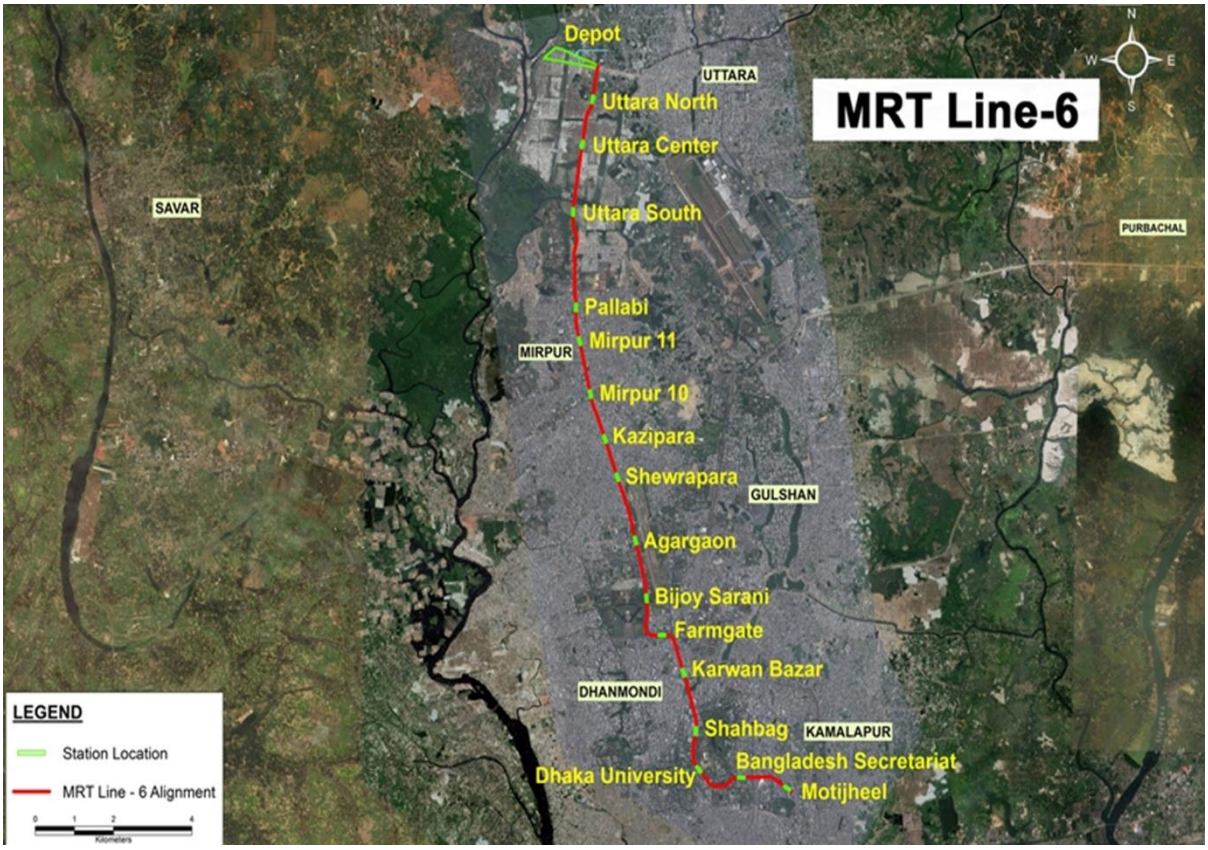

মেট্রোরেলের রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

Panel of Experts

বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণে Project Implementation Committee (PIC) কর্তৃক যে সকল চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে প্রয়োজনীয় কারিগরি নির্দেশনা প্রদান করা সম্ভবপর হয় না সে সকল চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের জন্য Panel of Experts (PoEs) এর নিকট প্রেরণ করা হয়ে থাকে। National Professor Dr. Engr. Jamilur Reza Choudhury বর্তমানে PoEs এর চেয়ারম্যান। PoEs এর বৈদেশিক সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জাপানের Chuo University এর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Professor Kenji Ishihara. PoEs এর দেশি সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন Professor Dr. A. M. M. Safiullah. প্রয়োজন অনুযায়ী Panel of Experts সরেজমিনে পরিদর্শন ও যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

নিবিড় পরিবীক্ষণ

MRT Line-6 বা বাংলাদেশে প্রথম উড়াল মেট্রোরেল নির্মাণ প্রকল্পটি ২০১২-২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। পরবর্তিতে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন বর্ষের ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ সরকার বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের সম্পূর্ণ অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের ৩০ মাস পূর্বে বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের সম্পূর্ণ অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন নিশ্চিত করার নিমিত্ত ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) এর নির্মাণ কাজ তিন শিফটে দিনে ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিন ও বছরে ৩৬৫ দিন লাগাতার চলছে। প্রকল্প এলাকার সন্নিকটে প্রকল্প টিমের অবস্থান ও নির্মাণ কাজ যথাযথভাবে পরিবীক্ষণের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি উত্তরা, আগারগাঁও, ফার্মগেট ও গাবতলীতে অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় প্রকল্পের কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় মেট্রোরেল নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করে সাংবাদিকগণকে অবহিত করছেন

Metro Rail ঢাকা মহানগরীর জন্য এখন আর স্বপ্ন নয়-বাস্তবতা। এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করতে ২৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় উত্তরা দিয়াবাড়ি এলাকায় ভায়াডাক্ট erection কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল নির্মাণকালে জনদুর্ভোগ লাঘবে, যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশের ০৭টি মেট্রোস্টেশন (বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ও মতিঝিল) নির্মাণে জাপানের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২৪৪টি Steel Screw Pile Driving করার সুযোগ রাখা হয়েছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ফার্মগেট এলাকায় বাংলাদেশে প্রথম Steel Screw Pile Driving এর শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় মেট্রোস্টেশনে Steel Screw Pile Driving এর শুভ উদ্বোধন করেন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে ডিএমটিসিএল ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) এর নিবিড় পরিবীক্ষণ শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা ১৩ মে ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় MRT Line-6 এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি, উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ ও চিহ্নিত চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করে উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

MRT Line-6 এর নিবিড় পরিবীক্ষণ শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি, উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ ও চিহ্নিত চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে করণীয় নির্ধারণে ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ আগারগাঁও সাইট অফিসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সভাপতিত্ব করেন। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনেকগুলো উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ নিরসন করা সম্ভবপর হয়েছে।

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির নিবিড় পর্যালোচনা সভা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল), প্রকল্প পরিচালক (এমআরটি লাইন-৬) ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিত এবং আকস্মিকভাবে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও প্রত্যেকটি প্যাকেজের

বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে opportunity-তে রূপান্তর করা যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া সম্ভবপর হয়।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের টিম কর্তৃক মেট্রোরেলের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর গঠিত টিম কর্তৃক ডিপো এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল) কর্তৃক উত্তরা ডিপো এলাকার পূর্ত কাজ পরিদর্শন

স্থানান্তর ক্ষতিপূরণ

মেট্রোরেল নির্মাণে জমির মালিক না হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিমিত্ত Resettlement Action Plan-I (RAP-I) এবং Resettlement Action Plan-II (RAP-II) প্রণয়ন করা হয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নীতিমালা অনুসরণে ৩০ জুন ২০১৯ মাস পর্যন্ত RAP-I এর আওতায় ৫১ জনকে ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪১০ টাকা এবং RAP-II এর আওতায় ১৩৪৭ জনকে ৭ কোটি ১৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৮৮ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

অডিট আপত্তি

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) এর বিপরীতে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী মোট ৩০টি অডিট আপত্তি Foreign Aided Project Audit Directoriate (FAPAD) কর্তৃক উত্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ১৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪টি অডিট আপত্তি FAPAD-এ নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

Transit Oriented Development (TOD) Hub এবং Station Plaza

শুধু ভাড়া আদায়ের আয় থেকে লাভজনকভাবে মেট্রোরেল পরিচালনা করা যায় না। এ বিবেচনায় ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) আন্ত:লাইন সংযোগ স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়, ডিপো এলাকায় ও প্রধান প্রধান স্টেশনগুলোর সংলগ্ন এলাকায় ক্রমান্বয়ে Transit Oriented Development (TOD) Hub এবং Station Plaza হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) হতে ২৮.৬১৭ একর ভূমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

Advance New Technology

Computer Based Numerical Control System ব্যবহার করে জাপানের Advance New Technology হিসেবে উত্তরা ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজে Dynamic Compaction (DC), Sand Compaction Pile (SCP) এবং Pre-fabricated Vertical Drain (PVD) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। একই পদ্ধতি ব্যবহার করে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশের ০৭টি স্টেশন নির্মাণে জাপানের Advance New Technology হিসেবে Screw Pile Foundation ব্যবহার করা হচ্ছে।

Communication Based Train Control System (CBTC)

মেট্রোরেলে Communication Based Train Control System (CBTC) সন্নিবেশিত আছে। এছাড়াও যাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের সুবিধার্থে Smart Card Based MRT Pass এবং Automatic Fare Collection (AFC) System সংগ্রহের কাজ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে।

মেট্রোরেলের নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ও যাত্রী সেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

Metro Rail Exhibition & Information Center

বাংলাদেশে অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসেবে প্রথম বারের মত MRT বা মেট্রোরেল নির্মিত হতে যাচ্ছে। মেট্রোরেল সম্পর্কে অধিকাংশ জনসাধারণের সম্যক ধারণা নেই। এ প্রেক্ষাপটে মেট্রোরেলে যাতায়াত সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বাস্তব ধারণা প্রদানের জন্য MRT Line-6 এর উত্তরা ডিপো এলাকায় Metro Rail Exhibition & Information Center স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

Metro Rail Exhibition & Information Center এর প্রক্ষেপিত চিত্র

MRT Line-6 এর মতিঝিল স্টেশনের সঙ্গে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের সংযোগ স্থাপন

কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় MRT Line-1, MRT Line-2 ও MRT Line-4 এর সাথে MRT Line-6 এর মতিঝিল স্টেশনের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সার্ভে কার্যক্রম চলমান আছে।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1)

৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-1 দুটি অংশে বিভক্ত। অংশ দু'টি হল: বিমানবন্দর রুট (বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর) এবং পূর্বাচল রুট (নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো)। বিমানবন্দর রুটের মোট দৈর্ঘ্য ১৯.৮৭২ কিলোমিটার এবং মোট আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন ১২টি। এ রুটেই বাংলাদেশে প্রথম পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোরেল নির্মিত হতে যাচ্ছে। বিমানবন্দর রুটের এ্যালাইনমেন্ট হল: বিমানবন্দর - বিমানবন্দর টার্মিনাল ৩ - খিলক্ষেত - যমুনা ফিউচার পার্ক - নতুন বাজার - উত্তর বাড্ডা - বাড্ডা - হাতিরঝিল - রামপুরা - মালিবাগ - রাজারবাগ - কমলাপুর। পূর্বাচল রুটের মোট দৈর্ঘ্য ১১.৩৬৯ কিলোমিটার। সম্পূর্ণ অংশ এলিভেটেড এবং মোট স্টেশন সংখ্যা ৯টি। তন্মধ্যে ৭টি স্টেশন হবে এলিভেটেড। নতুন বাজার ও যমুনা ফিউচার পার্ক স্টেশনদ্বয় বিমানবন্দর রুটের অংশ হিসেবে আন্ডারগ্রাউন্ড নির্মিত হবে। পূর্বাচল রুটের এ্যালাইনমেন্ট হল: নতুন বাজার-যমুনা ফিউচার পার্ক-বসুন্ধরা-পুলিশ অফিসার্স হাউজিং সোসাইটি-মাস্তুল-পূর্বাচল পশ্চিম-পূর্বাচল সেন্টার-পূর্বাচল সেক্টর ৭-পিতলগঞ্জ ডিপো। নতুন বাজার স্টেশনে Inter-change থাকবে। এ Inter-change ব্যবহার করে বিমানবন্দর রুট থেকে পূর্বাচল রুটে এবং পূর্বাচল রুট থেকে বিমানবন্দর রুটে যাতায়াত করা যাবে।

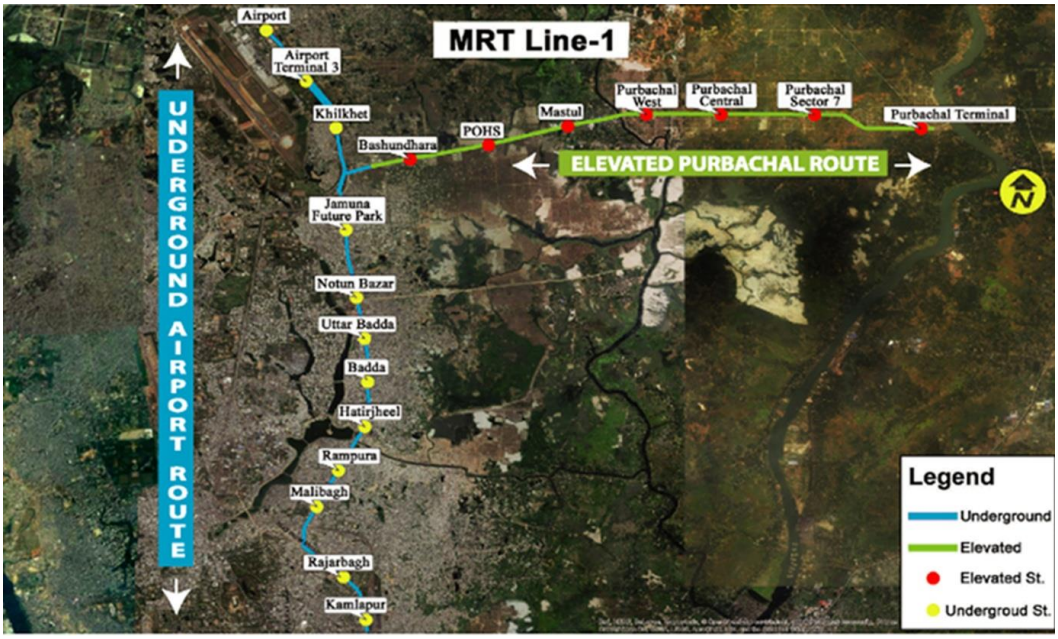

এমআরটি লাইন-১ এর রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) [E/S]

প্রায় ৫৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২ মেয়াদে MRT Line-1 এর উভয় রুটের Consultancy Service for Detailed Design and Tender Assistance এর নিমিত্ত ০৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখ টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১) [ই/এস] অনুমোদিত হয়। এ কার্য সম্পাদনের জন্য ১০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে NKDOS Consortium এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে। MRT Line-1 এর উভয় রুটের Feasibility Study, Environment Impact Assessment (EIA), Resettlement Action Plan (RAP), Traffic Survey, Hydrology Survey এবং Basic Design সম্পন্ন হয়েছে। Utility Relocation Survey, Topographic Survey, Geo Survey ও Detailed Design এর কাজ চলছে। ডিপোর Land Acquisition প্রক্রিয়াধীন আছে।

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে MRT Line-1 [E/S] এর চুক্তি স্বাক্ষর

MRT Line-1 এর বিনিয়োগ প্রকল্পের DPP

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ অনুসরণে ২০২৬ সালের মধ্যে MRT Line-1 এর উভয় রুট নির্মাণের লক্ষ্যে ৫১,৯০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ২৩ মে ২০১৯ তারিখে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে যা অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২৯ মে ২০১৯ তারিখে মোট ঋণ চুক্তির ৩৮ হাজার ৬ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম Tranche হিসেবে ৩ হাজার ৮ শত ৯৫ কোটি টাকার ঋণ চুক্তি জাপানে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route

২০২৮ সালের মধ্যে হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড ও এলিভেটেড সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (আন্ডারগ্রাউন্ড ১৩.৫০ কিলোমিটার এবং এলিভেটেড ৬.৫০ কিলোমিটার) ও ১৪ স্টেশন (আন্ডারগ্রাউন্ড ৯টি এবং এলিভেটেড ৫টি) বিশিষ্ট মেট্রোরেল নির্মাণের নিমিত্ত ৪১ হাজার ২৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর ডিপিপি প্রণয়ন করে ১২ জুন ২০১৯ তারিখে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে যা অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন আছে। Engineering Service-এর জন্য ১৪ জুন ২০১৮ তারিখ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে ৭,৩৫৮ মিলিয়ন ইয়েন-এর ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। Engineering Service এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে ০৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখ Expression of Interest (EOI) আহবান করা হয়। Short listed প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ০৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ Request for Proposal (RFP) ইস্যু করা হয়েছে। বর্তমানে Request for Proposal (RFP) মূল্যায়নাধীন আছে। ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। MRT Line-5: Northern Route-এর এ্যালাইনমেন্ট হল: হেমায়েতপুর - বালিয়ারপুর - মধুমতি - আমিন বাজার - গাবতলী - দার উস সালাম - মিরপুর ১ - মিরপুর ১০ - মিরপুর ১৪ - কচুক্ষেত - বনানী - গুলশান ২ - নতুন বাজার - ভাটারা।

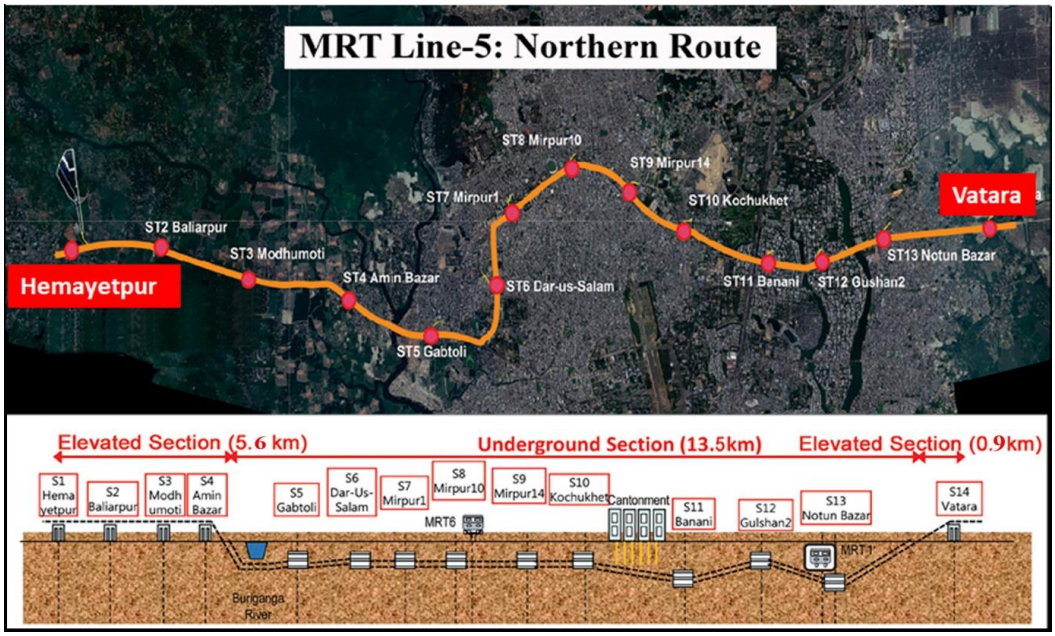

এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route

২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে দাশেরকান্দি পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড ও এলিভেটেড সমন্বয়ে ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ (আন্ডারগ্রাউন্ড ১২.৮০ কিলোমিটার এবং এলিভেটেড ৪.৬০ কিলোমিটার) এবং ১৬টি স্টেশন (আন্ডারগ্রাউন্ড ১২টি এবং এলিভেটেড ৪টি) বিশিষ্ট মেট্রোরেল নির্মাণের নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই মার্চ ২০১৯ মাসে সম্পন্ন করা হয়েছে। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness Financing (PRF) এর নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে ২০ মে ২০১৯ তারিখ সর্বশেষ Aide Memoire স্বাক্ষর করা হয়েছে। PRF-এর আওতায় আগামি ৩৬ মাসের মধ্যে Detailed Design সম্পন্ন করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ২৮ মে ২০১৯ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে Expression of Interest (EoI) আহবান করা হয়েছে। ২৬ জুন ২০১৯ তারিখ ১৮টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান EoI দাখিল করেছে। বর্তমানে EoI মূল্যায়নাধীন আছে। ২৫ জুন ২০১৯ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে Technical Assistance Project Proposal (TPP)'র অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। TAPP'র প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৩৯৭.৮৭ কোটি টাকা। বিনিয়োগ প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা। MRT Line-5: Southern Route-এর রুট এ্যালাইনমেন্ট হল: গাবতলী-টেকনিক্যাল-কল্যাণপুর-শ্যামলী-কলেজ গেইট-আসাদ গেইট-রাসেল স্কয়ার-পান্থপথ-কারওয়ান বাজার-হাতিরঝিল-নিকেতন-রামপুরা-আফতাবনগর পশ্চিম-আফতাবনগর সেন্টার-আফতাবনগর পূর্ব-দাশেরকান্দি।

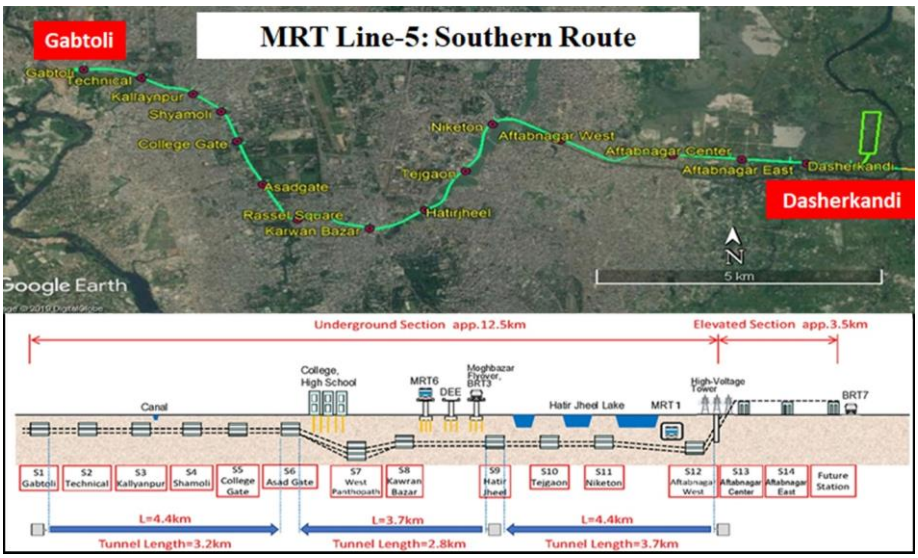

এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট এর এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-2)

২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে চট্টগ্রাম রোড পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড ও এলিভেটেড সমন্বয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে MRT Line-2 নির্মাণের লক্ষ্যে ১৫ জুন ২০১৭ তারিখ জাপান ও বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এরই ধারাবাহিকতায় ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ জাপান ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণে প্রথম প্লাটফরম সভা ৭ জুন ২০১৮ তারিখ ২য় প্লাটফরম সভা এবং ২১ মার্চ ২০১৯ তারিখ তৃতীয় প্লাটফরম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। এ রুটের Feasibility Study করার নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব Public Private Partnership (PPP) Authority বরাবর ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে। MRT-2 এর সম্ভাব্য রুট এ্যালাইনমেন্ট হল: গাবতলী - Embankment Road - বসিলা - মোহাম্মদপুর বিআরটিসি বাস স্ট্যান্ড - সাত মসজিদ রোড-ঝিগাতলা - ধানমন্ডি ২ নম্বর রোড - সাইন্স ল্যাবরেটরি - নিউ মার্কেট - নীলক্ষেত - আজিমপুর - পলাশী - শহীদ মিনার - ঢাকা মেডিকেল কলেজ - পুলিশ হেডকোয়ার্টার - গোলাপ শাহ মাজার - বঙ্গভবনের উত্তর পার্শ্বস্থ সড়ক - মতিঝিল - আরামবাগ - কমলাপুর - মুগদা - মান্ডা - ডেমড়া - চট্টগ্রাম রোড।

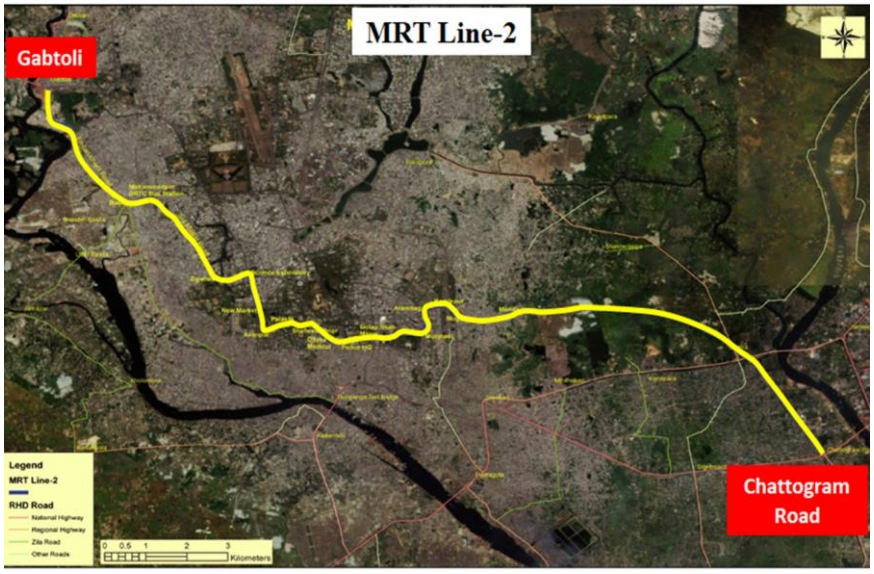

এমআরটি লাইন-২ এর সম্ভাব্য রুট এ্যালাইনমেন্ট

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-4)

২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর-নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে ট্র্যাক-এর নিচ বা পার্শ্ব দিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ Under Ground/Elevated মেট্রোরেল হিসেবে MRT Line-4 নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

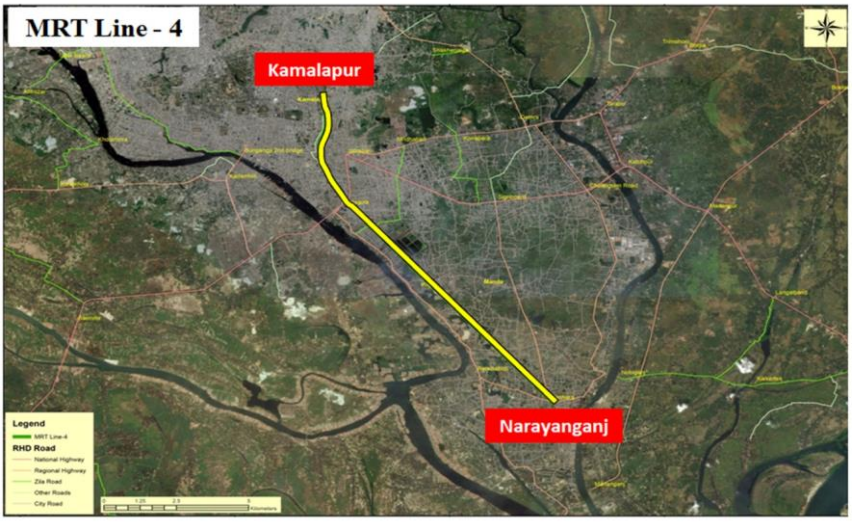

এমআরটি লাইন-৪ এর রুট এ্যালাইনমেন্ট

ডিজিটাল কার্যক্রম

Interactive Website

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.dmtcl.gov.bd) রয়েছে, যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। Website-এ Facebook Page, Image Gallery ও Video Gallery তে ডিএমটিসিএল সম্পর্কিত কার্যক্রম, ছবি ও ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হয়। ডিএমটিসিএল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি তাৎক্ষণিক সকল কর্মকর্তাকে অবহিত করার নিমিত্ত DMTCL শিরোনামে একটি Messenger Group রয়েছে। Website-এ ডিএমটিসিএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য-উপাত্ত মাসভিত্তিক নিয়মিত হালনাগাদ করে প্রকাশ করা হয়। এতে ডিএমটিসিএল'র কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। ডিএমটিসিএল-এর Annual Performance Agreement (APA), Grievance Redress System (GRS), National Integrity Strategy (NIS), Right to Information (RTI), Annual Innovation Action Plan (AIAP), Citizen's Chartered, Best Practices ইত্যাদি অর্থবছরভিত্তিক প্রণয়ন ও নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ডিএমটিসিএল সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, গাইডলাইনস্, বিভিন্ন প্রকাশনা ইত্যাদিও ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা আছে। দ্রুত জনসেবা প্রদান ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে টোল ফ্রি নাম্বারসমূহ সংযোজন করা হয়েছে।

e-Service Roadmap Plan-2021

e-Service Roadmap Plan-2021 অনুযায়ী ডিএমটিসিএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে Enterprise Resource Plan (ERP), Management Information System (MIS) ও Metro Rail Citizen Apps (MRCA) প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬)-এ নতুন প্যাকেজ-০৯ অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

ই-নথি

ডিএমটিসিএল ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যালয়সমূহকে ই-নথি কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। এ লক্ষ্যে a2i এর সহযোগিতায় ২৯-৩০ মার্চ ২০১৯ সময়ে এবং ১৪-১৫ জুন ২০১৯ সময়ে ই-নথি কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ই-নথি কার্যক্রম চালু হওয়ার পর ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩০৫ টি ডাক, ১০৭টি নোট এবং ৩৪টি পত্রজারি ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। পেপারলেস অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে ই-নথি কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে আরও সম্প্রসারণ করা হবে।

Video Conference

সময় বাঁচানো, অর্থ সাশ্রয় ও যাতায়াত বিড়ম্বনা পরিহারের লক্ষ্যে ডিএমটিসিএল-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সাইট অফিসসমূহ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত Video Conference এর মাধ্যমে সভা করা হয়ে থাকে। সাইট অফিসসমূহের সঙ্গে এ অর্থ বছরের প্রতি তিন মাসে একটি করে সভা Video Conference এর মাধ্যমে করা হয়েছে।

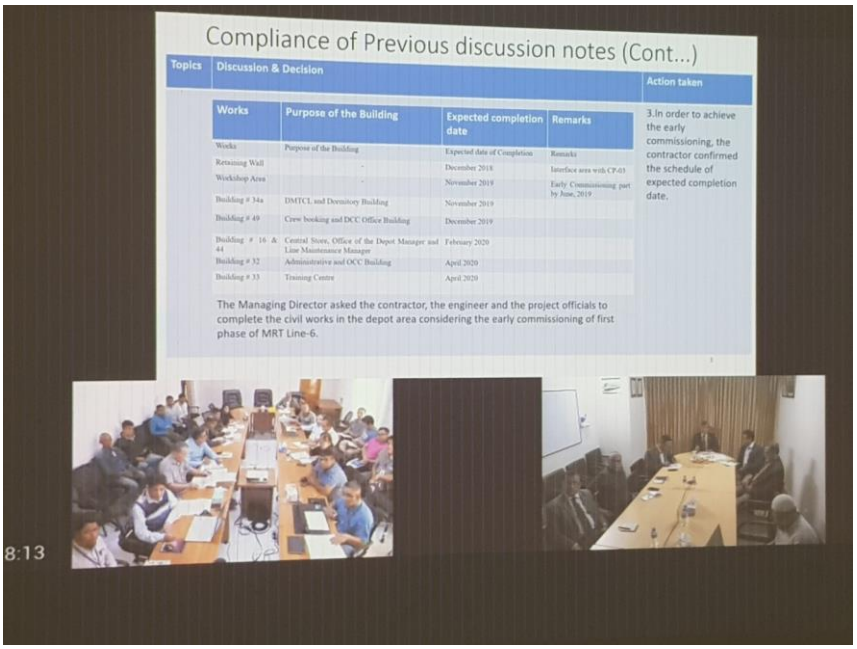

Video Conference এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভা

ভিডিও

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার ৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্বলিত বাংলায় একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও (০৪.০৪ মিনিট) এবং বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও (১৩.১৮ মিনিট) প্রস্তুত করে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড-এর YouTube Channel-এ বহুল প্রচারের নিমিত্ত আপলোড করা হয়েছে। বর্তমানে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি অন্তর্ভুক্ত করে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ভিডিওটি হালনাগাদ করা হচ্ছে। ঢাকা মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নিয়ে জনসাধারণের তৈরী ভিডিও (১৫.০৫ মিনিট) সংকলন ২০১৮-১৯ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

উদ্ভাবনী আইডিয়া

সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে ডিএমটিসিএল এ অর্থবছরে দু'টি উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল নির্মাণকালে যানজট যাতে এ রুটে নির্মাণ শুরুর পূর্ব অবস্থায় বজায় থাকে সে লক্ষ্যে Traffic Management Plan সম্পর্কিত উদ্ভাবনী ধারণা (আইডিয়া আইডি নম্বর-১২২৩০) এবং নির্মাণকালীণ জনদুর্ভোগ হ্রাসে কম জায়গা ব্যবহার করে পরিবেশ বান্ধব ও নির্ঝঞ্ঝাট Screw Pile Foundation সম্পর্কিত অপর একটি উদ্ভাবনী ধারণা (আইডিয়া আইডি নম্বর - ১২৬২৯) পাইলটিং করে সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

Electronic Document Management System

ডিএমটিসিএল, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দ্রুত Project Document, সকল প্রকার তথ্য-উপাত্ত ও পত্রালাপ করার লক্ষ্যে ওয়েব বেইজড ACONEX সফটওয়ার ব্যবহার করে ডিএমটিসিএলকে Electronic Document Management System (EDMS) এর আওতায় আনা হয়েছে। এ সফটওয়ারের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী ও কার্যক্রম নির্দিষ্ট করে দেয়া যায়। প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত ব্যবহারকারীগণ এ প্লাটফরম ব্যবহার করে নিজেদের ভিতরে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এটি Cloud Based সুরক্ষিত Construction Project Management সফটওয়ার হওয়ায় বিভিন্ন দেশে মেট্রোরেল নির্মাণের সময় এ সফটওয়ার সফলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তাগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে Document এর সাইজ নির্বিশেষে Document সরাসরি দেখতে পারেন বিধায় পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় কার্যক্রম সহজে করা যায়।

স্বাধীনতা দিবসে মেট্রোরেলের ডিসপ্লে

মেট্রোরেল এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তবতা। সরকারি ও বেসরকারি প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ায় এবং প্রকাশনা ও অনুষ্ঠানে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল এর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে তুলে ধরা হয়। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গভবনে বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল এর Replica'র Display করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষে বঙ্গভবনে মেট্রোরেলের Replica'র Display

মানব সম্পদ উন্নয়ন

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও সেমিনার:

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর সকল গ্রেডের কর্মচারীদের নৈতিকতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ৫৫৬ জনকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসুচি হল: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও a2i এর সহায়তায় ই-নথি ব্যবস্থাপনা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা; বিয়াম ফাউন্ডেশনের সহায়তায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্মকর্তাদের সচেতনা, দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি; তথ্য কমিশনের সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন ২০১৯, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন ২০১১ ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৭ বিষয়ক প্রশিক্ষণ; সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সহায়তায় ডিজিটাল নথি নম্বরের গঠন ও কোডসমূহের বিশ্লেষণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, গণ-কর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ ১৯৮২; সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ ও সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহায়তায় জাতীয় তথ্য বাতায়ন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। মেট্রোরেল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়োজিত লোকবলের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত নবনিযুক্তি প্রকৌশলীগণের জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, রেলওয়ে বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ, টেলিকমিউনিকেশন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ ও বিদ্যুৎ বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ডিএমটিসিএল এবং এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ২৯ জন কর্মকর্তা চলমান অর্থবছরে ৪৪ টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে Manufacturer's Factory Inspection, Material Source Inspection, Witnessing test, Pre Production Inspection, Pre Shipment Inspection, Mock-up Review ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Metro Rail Mock-Up review in Japan during 12-14 February 2019

কর্মশালা ও সেমিনার

BUET আয়োজিত Planning Week 2019

Department of Urban and Regional Planning (URP) of Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) কর্তৃক আয়োজিত Planning Week 2019 এ Session on 'Time Bound Action Plan 2030 of Dhaka Metro Rail Network' গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ BUET Central Auditorium এ অনুষ্ঠিত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

[মেট্রোরেল বিধিমালা-২০১৬ এর বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৩)(ক) অনুসারে]

মেট্রোরেল লাইসেন্স

লাইসেন্স নম্বর : ০১/২০১৯
ইস্যুর তারিখ : ০৩ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : ০২ জুন ২০৪৪ খ্রিস্টাব্দ
নবায়নের তারিখ :
নবায়নকৃত লাইসেন্সের
মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ :

১।	**লাইসেন্সীর নাম**	:	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড
	কোম্পানির নিবন্ধন নম্বর	:	C-109496/13
	ঠিকানা	:	প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
	ফোন	:	+৮৮-০২-৫৫১৩৮০৯৯
	ফ্যাক্স	:	+৮৮-০২-৯৩৫৩৫০৭
	ই-মেইল	:	md@dmtcl.gov.bd
২।	**মেট্রোরেলের রুট**	:	উত্তরা ৩য় পর্ব-পল্লবী-রোকেয়া সরণির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট-হোটেল সোনারগাঁও-শাহবাগ-টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড- বাংলাদেশ ব্যাংক
৩।	**মেট্রোরেল ব্যবসার পরিধি** (মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম/মেট্রোরেল সেবা প্রদান অথবা সেই লক্ষ্যে কোন যন্ত্রপাতি স্থাপন ও পরিচালনা)	:	Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (মেট্রোরেল) নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং MRT Line-6 এর রুটে Station Plaza ও Transit Oriented Development (TOD) নির্মাণ ও পরিচালনা
৪।	**লাইসেন্সের মেয়াদ**	:	০৩ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে ০২ জুন ২০৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
৫।	**ব্যবসা পরিকল্পনা-**		
	(ক) মেট্রোরেল ব্যবস্থার ধরন	:	6 Car to 8 Car System with Overhead Catenary System (OCS) Headway ±4.5 minutes to ±2.5 minutes
	(খ) মেট্রোরেল ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ	:	
	(অ) একক অথবা দ্বৈত রেল ট্র্যাক	:	দ্বৈত রেল ট্র্যাক
	(আ) পরিচালন ব্যবস্থা	:	Communication Based Train Control (CBTC) system
	(ই) গেজ	:	১৪৩৫ মিলিমিটার
	(গ) সর্বোচ্চ পরিকল্পিত গতি	:	১০০ কিলোমিটার/ঘন্টা
	(ঘ) পরিকল্পিত পরিবহন ক্ষমতা	:	সর্বাধিক ৬০,০০০ যাত্রী/ঘন্টা (উভয় দিকে)
	(ঙ) স্টেশনসমূহের নাম এবং অবস্থানসমূহ	:	

স্টেশনসমূহের নাম	স্টেশনসমূহের অবস্থান
উত্তরা উত্তর	উত্তরা
উত্তরা সেন্টার	
উত্তরা দক্ষিণ	
পল্লবী	মিরপুর
মিরপুর-১১	
মিরপুর-১০	
কাজীপাড়া	
শেওড়াপাড়া	আগারগাঁও
আগারগাঁও	
বিজয় সরণি	
ফার্মগেট	ফার্মগেট
কারওয়ান বাজার	
শাহবাগ	শাহবাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	
বাংলাদেশ সচিবালয়	মতিঝিল
মতিঝিল	

দীপঙ্কর মন্ডল
উপসচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

লাইসেন্সের শর্তাবলী

(১) লাইসেন্সী নিজ কোম্পানির অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডকক্ষের দেওয়ালে অথবা কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে লাইসেন্সের একটি অনুলিপি বাঁধাইকৃত অবস্থায় ঝুলাইয়া প্রদর্শন করিবে এবং নির্বাহী পরিচালক অথবা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা পরিদর্শক চাহিবামাত্র লাইসেন্সের মূল কপি প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবে;

(২) লাইসেন্সী, পরিদর্শককে মেট্রোরেলের লাইসেন্সের মেয়াদ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের গুণগতমান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও যাত্রী সেবার মান পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মেট্রোরেল এলাকার যে কোন স্থানে প্রবেশ করিতে দিতে বাধ্য থাকিবে;

(৩) লাইসেন্সী, পরিদর্শককে পরিদর্শনকালে লাইসেন্সীর যে কোন রেজিস্টার, নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, রিপোর্ট-রিটার্ন ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া ছায়ালিপি সংগ্রহ করিতে দিবে ও পরিদর্শকের জিজ্ঞাসাবাদের জবাব প্রদান করিবে;

(৪) লাইসেন্সী, লাইসেন্সের মেয়াদ অবসানের অন্যূন ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করিবে; এবং

(৫) লাইসেন্সী মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ ও ইহার অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধির বিধানাবলী এবং কর্তৃপক্ষ ও সরকারের এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করিবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

রূপকল্প

নিরাপদ ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা

অভিলক্ষ্য

আন্তঃজেলা ও সিটি সার্ভিসসহ সকল রুটে যাত্রী পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বহরে আধুনিক যানবাহন সংযোজন করা, পরিবহন খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা, যাত্রী সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভুমিকা রাখা

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। সংস্থাটি বাস এবং ট্রাক পরিচালনার মাধ্যমে নিরাপদে ও সাশ্রয়ী মূল্যে দেশের যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান এবং নিজস্ব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিআরটিসি'র ০৪টি (সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ০১টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ০৩টি) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল।

বিআরটিসি'র জন্য দ্বিতল, একতলা এসি ও নন-এসি বাস সংগ্রহ:

ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LoC)-এর আওতায় ৫১৫.০০ কোটি (জিওবি ১২২.০০ কোটি এবং বৈদেশিক সহায়তা ৩৯৩.০০ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ৬০০টি (১০০টি একতলা নন-এসি, ২০০টি একতলা এসি ও ৩০০টি দ্বিতল) বাস সংগ্রহ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ৪৪০.৫১ কোটি (জিওবি ১২০.৫১ কোটি এবং বৈদেশিক সহায়তা ৩২০.০০ কোটি) টাকা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১০০টি একতলা নন-এসি, ১০৮টি একতলা এসি ও ১২৪টি দ্বিতল মোট ৩৩২টি বাস সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৫ শতাংশ।

বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ

ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LoC)-এর আওতায় ২১৭.৩৫ কোটি (জিওবি ৪৫.৮৫ কোটি এবং বৈদেশিক সহায়তা ১৭১.৫০ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ - জুন ২০১৯ মেয়াদে ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ১১৭.৩১ কোটি (জিওবি ৪৩.৮১ কোটি এবং বৈদেশিক সহায়তা ৭৩.৫০ কোটি) টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫০০টি (৩৫০টি ১৬.২ টন এবং ১৫০টি ১০.২ টন) ট্রাক সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

Capacity Building and Repair of Single Decker CNG Buses of BRTC under EDCF Grant as Additional Assistance (AA)

দক্ষিণ কোরিয়ার Economic Development and Co-operation Fund (EDCF)-এর ঋণের আওতায় কোরিয়া হতে আমদানীকৃত Daewoo Bus -এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সরবরাহ, মেরামত এবং কারিগরদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য EDCF এর অনুদানে বিআরটিসি কর্তৃক ৪.৪০ কোটি (জিওবি ১.০৪ কোটি এবং বৈদেশিক সহায়তা ৩.৩৬ কোটি) টাকা ব্যয়ে আগষ্ট ২০১৭-জুন ২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪০টি Daewoo Bus মেরামতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বাসগুলোর মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিমিত্ত ৮০ জন কারিগরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দক্ষ চালক তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরটিসি'র ০৩টি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ

দক্ষ চালক তৈরীর লক্ষ্যে বিআরটিসি'র ০৩টি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালিকরণের নিমিত্ত এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় ১৫.৩৯ কোটি টাকা এবং মেয়াদ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯। বর্তমানে ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ০৫টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ০৫টির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে, ৩টির কাজ চলমান এবং অবশিষ্ট ০৪টির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ০৩টি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এর জন্য ড্রাইভিং সিম্যুলেটর, পি-ড্রাইভ, কম্পিউটার, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যেই ১৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য সরকারি পরিবহন পুল হতে প্রাপ্ত ১০০টি প্রশিক্ষণ কারের মধ্যে ২৬টি কার এবং ১০টি বাসের মধ্যে ০২টি বাস মেরামত করা হয়েছে। আরও ২৪টি কার মেরামতের কাজ চলছে। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট কাজের অগ্রগতি ৩১ শতাংশ এবং ব্যয় ৪.৪৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিআরটিসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাস ও ট্রাক বহর

বাস ডিপো

২০১৮-১৯ অর্থবছরে যাত্রাবাড়ি এবং ময়মনসিংহ বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা হয়েছে। তাছাড়া দিনাজপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে বাংলাবান্ধা সাব-ডিপো ও বগুড়া বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে সিরাজগঞ্জ সাব-ডিপো চালু করার কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে বিআরটিসি'তে পূর্ণাঙ্গ বাস ডিপোর সংখ্যা ২১টি।

ট্রাক ডিপো

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বগুড়া বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে বগুড়া ট্রাক ডিপো এবং খুলনা বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে খুলনা ট্রাক ডিপো চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে ঢাকা ও চট্রগ্রামে মোট ০২টি পূর্ণাঙ্গ ট্রাক ডিপোর মাধ্যমে বিআরটিসি সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন দূর্যোগ ও আপদকালীন সময়ে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য পরিবহন করছে।

বাস বহর

রাষ্ট্রীয় পরিবহন সেবার পরিধি বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LoC-2) -এর আওতায় সংগৃহীতব্য ৬০০টি বাসের মধ্যে ২৩৩টি বাস প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে বিআরটিসি'র বহরে যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারত হতে আমদানীকৃত ৬০০টি বাস ও ৫০০টি ট্রাক "বিআরটিসি'র বহরে সংযোজন কার্যক্রম" ১১ মার্চ ২০১৯ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে বিআরটিসি'র বাসের সংখ্যা ১৫৫৭টি। তন্মধ্যে ১০৮৪টি চলমান রয়েছে, ২৯৪টি মেরামতাধীন আছে এবং ১৭৯টি মেরামত অযোগ্য হওয়ায় নিলামে বিক্রির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিআরটিসি'র বহরে ৬০০টি এসি/নন-এসি বাস এবং ৫০০টি ট্রাক সংযোজন কার্যক্রম উদ্বোধন

ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LoC-2) -এর আওতায় আমদানীকৃত বিআরটিসি'র এসি বাস

ট্রাক বহর

রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা হিসেবে পণ্য পরিবহন সেবার পরিধি বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LoC-2) এর আওতায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৫০০টি ট্রাক আমদানি করা হয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসি'র ট্রাক বহরে ৫৮৫টি ট্রাক রয়েছে।

বিআরটিসি'র আমদানীকৃত ট্রাক

বিআরটিসি'র সার্ভিসসমূহ

সিটি বাস সার্ভিস

যানজট নিরসন ও নগরবাসীর উন্নত যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র সিটি বাস সার্ভিস চালু রয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসি'র ২১৯টি বাসের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের ২৯টি রুটে সিটি বাস সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে।

বিআরটিসি'র সিটি বাস

চক্রাকার বাস সার্ভিস

আমদানীকৃত নতুন ১৯টি এসি বাস দ্বারা মোহাম্মদপুর-শংকর-ধানমন্ডি-১৫-ঝিগাতলা-সাইন্সল্যাবরেটরি-নিউমার্কেট-আজিমপুর-পলাশী-মোহাম্মদপুর রুটে এবং ১০টি এসি বাস দ্বারা উত্তরা খালপাড়-হাউজবিল্ডিং-কুড়িল বিশ্বরোড-রামপুরা-মতিঝিল রুটে চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

বিআরটিসি'র চক্রাকার বাস সার্ভিস-এর উদ্বোধন

আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

সিটি সার্ভিস ছাড়াও দেশব্যাপী বিআরটিসি'র আন্ত:জেলা বাস সার্ভিস চালু রয়েছে। বিভিন্ন জেলার ১২৫টি রুটে বিআরটিসির ২৮৬টি এসি, নন এসি বাস চলাচল করছে।

বিআরটিসি'র আন্তঃজেলা বাস

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি ০২ মে ২০১৯ তারিখে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ র
বিআরটিসি'র এসি বাস সার্ভিসের শুভ উদ্বোধন করেন

আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস

বর্তমানে ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা, ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা, ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা আন্তর্জাতিক রুটে বিআরটিসি'র বাস সার্ভিস চালু আছে। এ রুটসমূহ চালু হওয়ায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ সহজ ও সুলভ এবং উভয় দেশের জনগনের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন আরও নিবিড় হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা শিলিগুড়ি-গ্যাংটক এবং ঢাকা-শিলিগুড়ি-দার্জিলিং রুটে পরীক্ষামূলক বাস সার্ভিস চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

স্টাফ বাস সার্ভিস

- বাংলাদেশ সচিবালয় এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল গ্রেডের কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে ১৩৬টি রুটে বিআরটিসি'র ১৫০টি স্টাফ বাস চলাচল করছে।

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষ্টাফ ও ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র ১৪৫টি বিশেষ বাস সার্ভিস রয়েছে।

বিআরটিসি'র স্টাফ বাস

মহিলা বাস সার্ভিস:

বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবিসহ অন্যান্য মহিলাদের বিভিন্ন গন্তব্যে আনা-নেয়ার জন্য বিআরটিসি'র ২০টি বাস ১৭টি রুটে মহিলা বাস সার্ভিস হিসেবে চলাচল করছে।

মহিলা বাস

স্কুল/কলেজ বাস সার্ভিস

ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মিরপুর-আজিমপুর রুট, শেওড়া বাজার (শেওড়া বাসস্ট্যান্ড) হতে এমইএস (নেভাল হেডকোয়ার্টার) রুট এবং টঙ্গী, রামপুরা ব্রীজ, ফার্মগেইট (আনন্দ সিনেমা হল) ও মিরপুর-১০ হতে শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ রুটে স্কুল বাস সার্ভিস হিসেবে বিআরটিসি'র মোট ০৮টি বাস চলাচল করছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম শহরের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ৫টি বাস পরিচালিত হচ্ছে।

অনুদানকৃত বাস

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমদানীকৃত নতুন ০৫টি বাস শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

বিশেষ যাত্রী সেবা

জাতীয় দুর্যোগ, বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং ধর্মীয় উৎসব ও সম্মেলনে বিআরটিসি জনস্বার্থে অপ্রচলিত রুটে যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করে থাকে। উপরন্তু বনভোজন ও বিনোদনমূলক শিক্ষা সফরের জন্য বিআরটিসি'র বাস সেবা খুবই জনপ্রিয়।

পণ্য পরিবহন সেবা

বিআরটিসি'র ৫৮৫টি ট্রাক দিয়ে সারাদেশে সরকারি খাদ্যশষ্য, সার, ঔষধ, পেপার এবং সুগারমিলের জরুরি পণ্য পরিবহন করে থাকে।

যাত্রীবান্ধব কার্যক্রম

পোর্টেবল র‍্যাম্প স্থাপন

শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং চলাচলে অক্ষম ব্যক্তিগণের নিরাপদে ও সহজে বিআরটিসি'র বাসে আরোহন ও অবতরণের জন্য বিআরটিসি'র মতিঝিল, গুলিস্তান, আবদুল্লাহপুর ও নারায়ণগঞ্জ কাউন্টারে পোর্টেবল র‍্যাম্প এর মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রম চালু রয়েছে।

বাসে আসন সংরক্ষণ

বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।

যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিনাভাড়ায় যাতায়াত সুবিধা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র প্রদর্শণসাপেক্ষে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা ২০১৫ সালে চালু করা হয়েছে, যা অব্যাহত আছে।

যাত্রী বিশ্রামাগার

আন্তর্জাতিক ও আন্তঃজেলা বাস সার্ভিসের যাত্রীদের উন্নততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র মতিঝিল বাস ডিপোতে আধুনিক যাত্রী বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিশ্রামাগারটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং মানসম্পন্ন।

বিআরটিসি'র মতিঝিল বাস ডিপোতে আন্তর্জাতিক ও আন্তঃজেলা যাত্রীদের বিশ্রামাগার

বিআরটিসি'র বিশেষ উদ্যোগ

যাত্রীসাধারণের প্রয়োজনে বিআরটিসি নিম্নোক্ত বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে:

- বিআরটিসি'র সকল বাসে ধূমপান নিষিদ্ধ করে 'ধূমপানমুক্ত যানবাহন' স্টিকার সংযোজন
- বিআরটিসি'র বাসে পুলিশ হেল্প লাইন ৯৯৯ নম্বরযুক্ত স্টিকার সংযোজন
- প্রতিটি বাসের সংশ্লিষ্ট চালক ও কন্ডাক্টরের নাম ও মোবাইল নম্বর বাসের অভ্যন্তরে প্রদর্শন

ডিজিটাল কার্যক্রম

যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

- বিআরটিসির বাসসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও রুটভিত্তিক পরিচালনা এবং আয়-ব্যয় এর হিসাব সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং এর জন্য 'যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার' কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং তা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে
- ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LOC-2)-এর আওতায় আমদানীকৃত প্রতিটি বাসেই Vehicle Tracking System (VTS) সংযোজন করা হয়েছে।

Wi-Fi সেবাযুক্ত বাস সার্ভিস

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রামের আওতায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে বিআরটিসি'র আমদানীকৃত বেশ কিছু নতুন এসি বাসে Wi-Fi সুবিধা চালু রয়েছে।

বিআরটিসি বাসে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন

আমদানীকৃত বিআরটিসি'র নতুন বাসসমূহে ডিজিটাল ডিসপ্লে রয়েছে। উক্ত ডিসপ্লের মাধ্যমে বিআরটিসি এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কর্মকান্ড যাত্রীসাধারণকে অবহিত করা হয়।

মেরামত কার্যক্রম

ঢাকাস্থ বিআরটিসি'র কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের যানবাহন নিয়মিত মেরামত করা হয়ে থাকে। উক্ত মেরামত কারখানায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৬১৬টি যানবাহন মেরামত করে ৩৪.৫৯ লক্ষ টাকা নীট মুনাফা অর্জিত হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিআরটিসিতে অনুমোদিত ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ৩১৭৮ জন কর্মরত আছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিআরটিসিতে ৪৯০ জন চালক, ১৭ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ৩ জন সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ০২ জন পরিযান পরিদর্শক, ০১ জন সার্ভেয়ার ও ০১ জন কার্যসহকারী পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

বিআরটিসি ১৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৪টি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে দেশের যুবক ও যুব মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৪৪ জন মহিলাসহ ৮২৮২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীদের হ্রাসকৃত ফি'তে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- এলজিইডি'র HILIP প্রকল্পের আওতায় হাওড় এলাকার ২০০০ জন দরিদ্র ও সক্ষম যুবক ও যুবমহিলাকে হালকা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে বিআরটিসি'র সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- বিআরটিসি'র চালক ও কন্ডাক্টরদের আচরণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১৩৩জনকে প্রেষণামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

SEIP প্রজেক্ট

Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের অর্থায়নে মার্চ ২০১৮ হতে ০৫ বছরের মধ্যে ৩৬,০০০ দক্ষ চালক তৈরির নিমিত্ত বিআরটিসিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথম পর্যায়ে ০৩ বছরে ২১,০০০ জনকে হালকা ড্রাইভিং এবং ১৮০০ জনকে ভারী ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে SEIP ও বিআরটিসি'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে ৬৪৫০ জনকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চালক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এর
চিত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক কাঁচপুর সেতু পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা-বিআরটি প্রকল্প পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক হাতিয়া পরিদর্শন বাংলোর শুভ উদ্বোধন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক কোনাবাড়ীতে মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এর উপস্থিতিতে সড়ক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এর উপস্থিতিতে সড়ক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় 'সড়ক ভবন' এর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক বিআরটিএ ভবন পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক চন্দ্রা ফ্লাইওভার পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক হেমায়েতপুর ইন্টারসেকশন আলোকিতকরণ এর শুভ উদ্বোধন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক শীতলক্ষ্যা সেতু, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন কর্তৃক আয়োজিত কার র‍্যালীতে মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক বিআরটি (গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চট্টগ্রাম জোনাল সভায় সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক শেরপুর এবং জামালপুর সড়ক বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক কুমিল্লা শাসনগাছা রেলওয়ে ওভারপাস পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক লেবুখালী (পায়রা) সেতু'র নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক নারায়ণগঞ্জে মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

এ বিভাগের অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কিত গণশুনানীতে সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা, ২০১৮ এর জামালপুর জেলায় সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিবগণ কর্তৃক পরিদর্শন

অতিরিক্ত সচিব, জনাব রওশন আরা বেগম কর্তৃক রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা সড়কের চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন

অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ এহছানে এলাহী কর্তৃক পুঠিয়া-আড়ানী-বাঘা জেলা সড়কের চলমান কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিবগণ কর্তৃক পরিদর্শন

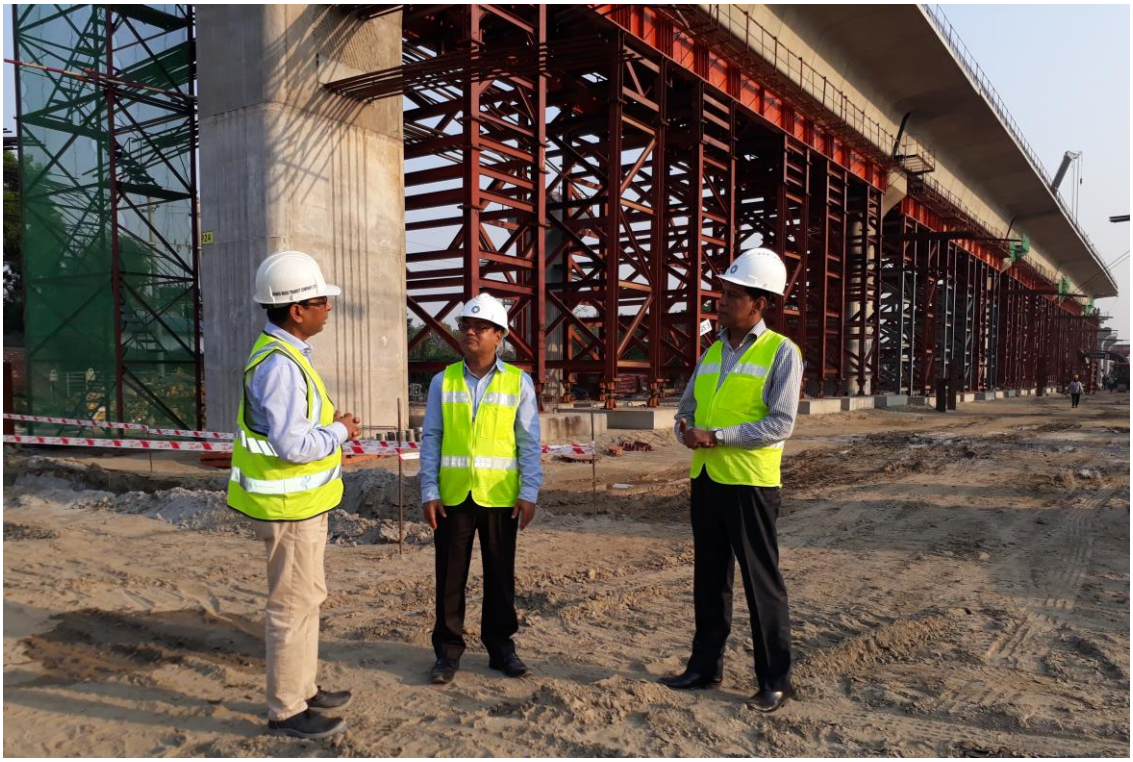

অতিরিক্ত সচিব, জনাব চন্দন কুমার দে কর্তৃক এমআরটি লাইন-৬ এর নির্মাণ কাজ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব মো: আবদুর রৌফ খান কর্তৃক কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কের উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার কর্তৃক যশোর-খুলনা মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী কর্তৃক সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব মোঃ জাকির হোসেন কর্তৃক ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-মোস্তফাপুর-বরিশাল জাতীয় মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব তসলিমা কানিজ নাহিদা কর্তৃক মাওনা-ফুলবাড়ীয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) আঞ্চলিক মহাসড়কে শরীফবাগ সেতুর নির্মাণ কাজ

মনিটরিং প্রধান জনাব দীপঙ্কর মন্ডল কর্তৃক ঝিনাইদহ বাস টার্মিনাল-আরাপপুর ইন্টার সেকশন-আলহেরা বাসষ্ট্যান্ড মহাসড়কের সারফেস ক্র্যাক পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব জেসমিন নাহার কর্তৃক গোলাপগঞ্জ-চারখাই-জকিগঞ্জ মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব ড. সৈয়দা সালমা বেগম কর্তৃক বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কের ৩টি বেইলী সেতু (খৈলসাকুড়ি, জয়ভোগা, হাট ফুলবাড়ী) প্রতিস্থাপন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব সুলতানা ইয়াসমীন কর্তৃক জামালপুর জেলাধীন জামালপুর-ধানুয়া কামালপুর-কদমতলা জেলা মহাসড়কের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ কাজ পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব মোঃ সেলিম কর্তৃক পিরোজপুর সড়ক বিভাগাধীন চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়ীয়া-পাথরঘাটা মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার কর্তৃক নয়াপুর-আড়াইহাজার-নরসিংদী-রায়পুরা মহাসড়কের চলমান কাজ পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব মোঃ সামীমুজ্জামান কর্তৃক নওয়াপাড়া-বাগেরহাট-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে পিসি গার্ডার সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন কর্তৃক ঢাকা (কাঁচপুর)-ভৈরব- জগদীশপুর-শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট-তামাবিল-জাফলং মহাসড়কে তিতাস নদীর ওপর শাহবাজপুর সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব তওহীদ আহমদ সজল কর্তৃক রাজশাহী- নওহাটা- চৌমাসিয়া মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

প্রকাশকালঃ অক্টোবর-২০১৯